নানকপ্রকাশ।

অর্থাৎ

গুরু নানকের জীবনচরিত ও শিখধর্ম্মের
ইতিবৃত্তসার।

প্রথম ভাগ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার বিভাগ।

স্বর্গীয় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

'আই পন্থী সকল জমাতী।'
'মনজীতে জগজীতি॥'
আদিগ্রন্থ, জপুজী।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P. NATH AT THE MANGALGANJ
MISSION PRESS, 3, RAMANATH MOZUMDAR'S STREET

1917

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

উৎসর্গ

শ্রীমদাচার্য্য দেব,

আমি আপনাকে প্রভু, গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, অন্নদাতা ইহার কোন একটি বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি না, কিন্তু উক্ত প্রকার সকল সম্বন্ধের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব নূতন একটি সম্বন্ধ হয় আমি তাহাতেই আপনার সহিত সম্বন্ধ দেখিতেছি। "শ্রীনানকপ্রকাশ" গ্রন্থের প্রথম ভাগ অদ্য প্রস্তুত হইল, আজ অশ্রুজলে ভাসিতে হইল। বড় ইচ্ছা ছিল যে, আপনার দেহ থাকিতে থাকিতে ইহা প্রকাশ করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ করিব এবং আপনার সেই পরমসুন্দরমুখবিনিঃসৃত মৃদু মধুর হাস্য ও অনুপম প্রেমদৃষ্টি সম্ভোগ করিয়া সকল দুঃখ ও পরিশ্রম সার্থক করিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি সকলের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটে না। বিধানের গূঢ় চক্রে আমাদিগকে এখানে রাখিয়া আপনি পূর্ব্বেই স্বধামে চলিয়া গেলেন! এখন আপনার এই প্রিয় নানকপ্রকাশ আপনার চিন্ময় হস্তেই অর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহাকে এই ভাবে উৎসর্গ করাতে গভীর দুঃখের মধ্যেও আনন্দের বিষয় আছে। আপনি এখন আপনার মার মধ্যে সেই দলের সহিত এক হইয়াছেন পঞ্জাবরাজ শ্রীগুরু নানক যাহার এক জন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি আপনার হস্তে অর্পণ করায় ইহা আপনার মা এবং সেই সদ্গুরুর হস্তে উপনীত হইতেছে ভাবিয়া আমার জীবন উৎফুল্ল ও সার্থক হইল। আমি আপনার সহিত অনুচর হইয়া পঞ্জাবতীর্থে যখন যাত্রা করি, তখন আপনারই জ্যোতিতে শ্রীগুরু নানককে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। আমার মত লোক যে তাঁহাকে এতটুকুও বুঝিয়া তাহার জীবনলীলা প্রচার করিবে কখন তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আপনারই আলোকে আমি তাঁহার বিষয় যাহা কিছু বুঝিয়াছি, তাহাই এখন লিপিবদ্ধ করি-

ছেছি। এই নানকপ্রকাশ গ্রন্থে যাহা কিছু সত্য ও প্রশংসনীয় আছে তাহা আপনারই, সে জন্য সুখ্যাতির পাত্র আপনিই। শিখসম্প্রদায়ের রীত্যনুসারে এই কারণে একবার মনে হইয়াছিল যে, নানকপ্রকাশ খানি আচার্য্যনামে প্রচার হইলে ভাল হয়, কিন্তু এই ভাবিয়া সে চিন্তা মনোমধ্যে পোষণ করিতে সাহসী হইলাম না যে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ সত্য ব্যবহার হইবে না। তাঁহারা তাঁহাদিগের বিধানপ্রবর্ত্তকগতপ্রাণ ছিলেন, তাঁহাদিগের নিজের "আমিত্ব' ছিল না, তাঁহারা তাঁহাদিগের নেতাকে যেরূপ ভক্তি করিতেন ও তাঁহার যেরূপ অনুগত ছিলেন, তাহার সহিত আমার জীবনের এককালে তুলনাই হয় না। তাঁহারা সমগ্র বিশ্বাস, ভক্তি, আনুগত্য ও নিরহঙ্কার সহকারে তাঁহাদিগের গুরুর সহিত এক হইয়া তাঁহারই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছিলেন; আমি অহঙ্কারী, নিজের বিকৃত স্বাধীনতার অধীন। স্বতন্ত্রতা ও অহঙ্কারের জন্য আমার জীবন আপনা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এই কারণে আপনি ইহার মূল কারণ হইলেও এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি আপনার উপযুক্ত হইতে পারিল না। ইহার মধ্যে যাহা কিছু অসত্য, দোষ ও ভ্রম আছে তাহা আমার; আমারই বিকৃত স্বতন্ত্রতা ও অহঙ্কার হইতে উহা সমুৎপন্ন। যাহা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও সদ্‌গুণ আছে তাহা আপনার সম্পত্তি বলিয়া আপনাদের স্বর্গস্থ শ্রীদরবারের নিকট প্রণত হইয়া আপনারই সম্পত্তি আপনার চিন্ময় হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনাদিগের শ্রীসত্য দরবারের আশীর্ব্বাদ আমাদিগের মস্তকে অবতীর্ণ হউক।

গ্রন্থপ্রণেতা।

ভূমিকা।

[ধর্ম্মবিধান।]

ভগবানের আদেশে এই প্রাকৃতিক জগতে বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বক্ষণ সুমন্দ গতিতে সকল দেশে প্রাণীপুঞ্জকে সুখ স্বাস্থ্য ও জীবন বিতরণ করে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা প্রবল বাত্যা ও মহাঝটিকায় পরিণত হইয়া সর্ব্বত্র বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিয়া থাকে। স্রোতস্বতী নদী সকল চির-কালই মৃদুগতিতে ধাবিত হইয়া পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে, কিন্তু যথাসময় তাহা মহাবেগে আপন বক্ষকে বিস্ফারিত করিয়া জলরাশি দ্বারা সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র ও জনাকীর্ণ নগরকে পরিপ্লাবিত করিতেছে। বায়ু হিল্লোল ও সুমন্দ নদীস্রোত দুইই বিশ্বপতির ইচ্ছায় ভূমণ্ডলে অসীম কল্যাণ বিস্তার করে এবং ভীষণ ঝটিকা ও মহাজলপ্লাবন উভয়ই বিধাতার অধিক-তর মহিমার পরিচয় দেয়। ধর্ম্মরাজ্যে অবিকল এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। সিদ্ধিলাভের জন্য যখন যে সাধক সহিষ্ণুতা ও বিনয় সহকারে পরিশ্রম ও ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ হইয়াছেন। সরল ও অনুতপ্ত আত্মা যে কালে ও যে দেশে শ্রীহরির সদাব্রতের দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে তাহারই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। "অন্বেষণ কর প্রাপ্ত হইবে, আঘাত কর দ্বার উন্মুক্ত হইবে" এটি ধর্ম্মরাজ্যের অনন্তকালের অপরিবর্ত্ত-নীয় নিয়ম। বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ ললিতবিস্তর ও গ্রন্থসাহেব যখন প্রচারিত হয় নাই, যখন ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য দেহ ধারণ করেন নাই, তখন হইতে উক্ত নিয়মটি আধ্যাত্মিক জগতে প্রচলিত থাকিয়া মানবাত্মার অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, বিধাতার নিগূঢ় মঙ্গল নিয়মে দেশে দেশে ও যুগে যুগে ধর্ম্মের মহাঝটিকা ও জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়া থাকে। ভাব ভক্তি প্রেম পুণ্য যোগ বৈরাগ্য জ্ঞান বিশ্বাসের মহাতরঙ্গ মানবমণ্ডলীকে আন্দোলিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধর্ম্মান্দোলনাকে ধর্ম্মবিধান বলে. দেশ ও কালনির্ব্বিশেষে বিধাতা যে

পৃথিবীরূপ রঙ্গভূমিতে বিধানরূপ নাট্যাভিনয় করিয়া থাকেন ইতিহাস তাহার অখণ্ড্য প্রমাণ, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণ ও তাঁহাদিগের কার্য্য তাহার অভ্রান্ত সাক্ষী।

[বিধানের লক্ষণ।]

ধর্ম্মরাজ্যে বিধানবিজ্ঞান একটি মহাশাস্ত্র। রাসায়নিক ও ভূতত্ত্ববিদ্যা, অঙ্ক ও চিকিৎসা শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য এই উনবিংশ শতাব্দী বিপুল যশ ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুগভীর ও গূঢ়তম বিধানবিজ্ঞানের বর্ণমালায় আজও যে তাহার হস্তক্ষেপ হয় নাই এ কথা কাহার অবিদিত নাই। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় মনুষ্যগণ এক দিন যে ইহার গূঢ়তমতত্ত্ব সকল আলোচনা করিবে এবং তন্মধ্যে বিধাতার অপার মঙ্গলভাব ও অপূর্ব্ব কৌশল সন্দর্শন করিয়া শ্রীহরির চরণে প্রণিপাত করিবে, ইহা নিঃসংশয়। বর্ত্তমান কালে এ শাস্ত্রের সুগভীর নিয়ম সকল এবং বিধান নিচয়ের পরস্পরের যোগ ও সম্বন্ধ সকল আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত হইলেও ইহা যে আধ্যাত্মিক জগতের একটি বিজ্ঞান বিশেষ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ইহারও অভ্যন্তরে বিধাতার কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় ও নিগূঢ় নিয়ম সংস্থাপিত আছে, পবিত্র নববিধানের আলোকে আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। সকল স্থানেই বিধান প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ ও নিয়ম সকল প্রায় একই প্রকার হইয়া থাকে। ধর্ম্মজগতের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ উক্ত লক্ষণ দেখিয়াই সর্ব্বত্র বিধানসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে যেরূপ ভীষণ ভূকম্প ও ভূগর্ভে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ প্রসূতির অত্যন্ত প্রসববেদনা সংঘটিত হয়, নূতন বিধান সমাগমের পূর্ব্বে জগতে কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া তদ্রূপ মহা আন্দোলন হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিধান সকল ধর্ম্মজগতের মহা আন্দোলনের ফলস্বরূপ।

[আর্য্যধর্ম্মের আন্দোলন।]

ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে উপরি উক্ত সত্যটি যেরূপ সপ্র-

স্থাপিত হয় এরূপ আর কোথায়ও নহে। পুরাতন আর্য্যধর্ম্ম কল্পতরু মনুষ্যহস্তে পড়িয়া যখনই ইহা বিকৃতি লাভ করিয়াছে, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও পাপ আসিয়া আর্য্যসন্তানদিগকে মৃতবৎ ও বিপথগামী করিয়াছে. তখনই বিধাতা অপার কৌশল ও কৃপায় তাহাকে এমনি করিয়া আলোড়িত করিয়াছেন যে, সেই মহা আন্দোলনে তাহা হইতে অমৃতময় ফল সকল বর্ষিত হইয়া আর্য্যসন্তানদিগকে কৃতার্থ করিয়াছে। যখন ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং মনুষ্যদিগের কীর্ত্তিকলাপ সকল লোকমুখপরম্পরায় প্রচলিত থাকিত, যখন খ্রীষ্টের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে সংহিতা প্রচার দ্বারা মনু আর্য্যসমাজকে বিধিবদ্ধ করিলেন তখন এই ভারতভূমির সুবিস্তীর্ণ বক্ষে হিন্দুধর্ম্মের পার্শ্বে মহাবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধধর্ম্ম রাজত্ব করিত। কালক্রমে হিন্দুধর্ম্মের তেজ ও জ্যোতি বিলীন হইতে লাগিল; বেদ উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদির আলোক অন্তর্হিত হইয়া পড়িল এবং ব্যাস বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য নারদ শুকদেব প্রভৃতি যোগী ভক্তদিগের প্রভা তিরোহিত হইল এবং অজ্ঞানতা, মৃত্যু ও পাপের অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিল. সেই সময়ে আর্য্যধর্ম্মরূপ বিশাল সাগরবক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বাত্যা ক্রমাগত আঘাত করায় খ্রীষ্টাব্দের প্রায় নবম শতাব্দীতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ধর্ম্মান্দোলন লহরীরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। শঙ্করস্বামীর বিধি সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের নিরীশ্বর ভাব ও জড়বাদের প্রতিবাদপূর্ব্বক ইহার অনেকগুলি সত্য হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য সকল এ প্রকার সংরক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উহাকে নাস্তিকতার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া ভারতের সীমান্তর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শঙ্করস্বামীর প্রায় এক শত বৎসর পর রামানুজস্বামী একটি নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপনে নিযুক্ত হন। বিষ্ণুই তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অনুগামী হইয়া নূতন ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত ভারতের অনেক স্থানে তাঁহার মতের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। তামসী নিশার আকাশের সমগ্র অন্ধকার বরং একটি সামান্য দীপশিখায় তিরোহিত হইতে পারে, কিন্তু

রামানুজের উক্তরূপ ধর্ম্মান্দোলনে ভারতের তৎকালীন দুঃখের অবসান হওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতের আকাশ ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ভারতভূমির গভীর আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনধ্বনি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বিধাতার কর্ণগোচর হইল। তিনি অভাবনীয় উপায়ে ভারতের কল্যাণের সূত্রপাত করিলেন।

[মোহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতাপ।]

স্বর্গীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত মহাপুরুষ শ্রীমোহম্মদ ঈশ্বর-বাণীতে পূর্ণ হইয়া সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে আরবরাজ্যকে কম্পিত করিয়া দুর্দ্দান্ত দস্যুসদৃশ আরবজাতিকে জ্ঞান সভ্যতা ও ধর্ম্মরত্নে ভূষিত ও একমেবা-দ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের নামে দীক্ষিত করেন। সঙ্কীর্ণহৃদয় সাম্প্রদায়িকতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবগণ আবদুল্লাতনয় ও তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মকে অকারণ যেরূপ ঘৃণা ও নিন্দা করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিতেছে, পৃথিবী কখন সে কলঙ্ক বিস্মৃত হইবে না। নানা ভ্রম ও ত্রুটি সত্ত্বেও পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে ইস্‌লামধর্ম্ম মানবকুলের অশেষ কল্যাণ সাধনের ভার লইয়া যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিতান্ত বিকৃতস্বভাব না হইলে এ কথা কেহ অস্বী-কার করিতে পারে না, ইতিহাস তাহার অভ্রান্ত সাক্ষী। যখন ঘোর তামসী নিশার অন্ধকারে সমস্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন ছিল এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক তথা হইতে একেবারে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, যখন অন্য সম্প্রদায়ের কথা দূরে, সমগ্র খ্রীষ্টসমাজও কুসংস্কার পৌত্তলিকতা ও মহা পাপের আলয় হইয়াছিল, তখন পৌত্তলিকতা অগ্নিপূজা সূর্য্যপূজার মূলচ্ছেদ করিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম প্রায় সমস্ত আফ্রিকাখণ্ড, আরব, তুরস্ক, পারস্য, তাতার, আফ-গানস্থান ও স্পেনরাজ্যে পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করে। এক-মেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নাম খলিফাদিগের রাজ্যের সহিত সমব্যাপী হইয়া-ছিল। যে জ্ঞানবিজ্ঞান ইউরোপের এখন এত শিরোভূষণ ও গৌরবস্বরূপ হইয়াছে তাহা কেবল ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই প্রসাদে যে তথায় পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল মুসলমান ধর্ম্মের পরম শত্রু ও নিতান্ত বিকৃতহৃদয় ব্যক্তিরাও এ কথা অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না। ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে ধাত্রীর ন্যায় ইহা বিপথগামী ইউরোপকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিল।

জগতের অশেষ কল্যাণসাধন জন্য বিধাতার হস্তের ইহা যে কত সময়োপযোগী যন্ত্র এখন আমরা তাহা সমগ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম।

[আর্য্যধর্ম্মের সহিত মুসলমান ধর্ম্মের সংগ্রাম।]

ভগবানের নিগূঢ় কৌশলে ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতভূমিতে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের সহিত মহা প্রবল মুসলমানধর্ম্মের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রায় সমস্ত ভারতভূমি মুসলমান-দিগের হস্তগত হয়। উত্তরকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্রের যতদূর স্বাতন্ত্র্য, হিন্দুধর্ম্ম হইতে মুসলমানধর্ম্মের তদপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম কাষ্ঠলোষ্ট্র নির্ম্মিত অসংখ্য দেবদেবী পূজা ও পুরাণোল্লিখিত রাম, কৃষ্ণ, পার্ব্বতী মহাদেব প্রভৃতির আরাধনাতেই আবদ্ধ; পৃথিবী হইতে দেবদেবী পূজাবিধি নির্ম্মূল করা ও তাহাদিগের কাষ্ঠ ও প্রস্তরময় মূর্ত্তি সকলকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করাই মুসলমানধর্ম্মের উদ্দেশ্য। জাতি-ভেদ প্রথাকে শিরোধার্য্য করিয়া দেবতাজ্ঞানে ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা, ঈশ্বরের নিকট সকল মনুষ্যই সমান এইরূপ শিক্ষা দ্বারা উক্ত প্রথা বিনাশ করাই মুসলমান ধর্ম্মের লক্ষ্য। উপরিউক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের ব্যবহার, ধর্ম্মসাধন, রীতি নীতি ও প্রথা প্রভৃতি পরস্পরে এত প্রভেদ এবং উভয়জাতীয় লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে এত বিদ্বেষ ও অসদ্ভাব যে, অনতিবিলম্বেই মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। কত দেবালয় যে ভূমিসাৎ অথবা মস্‌জিদে পরিণত হইল, বলপূর্ব্বক কত হিন্দুমহিলা এবং ব্রাহ্মণসন্তানকে জাত্যন্তর করা হইল তাহার গণনা কে করিতে সক্ষম? এই মহাযুদ্ধের মধ্যে কোন কোন সহৃদয় মুসলমান হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর সত্য ও হিন্দুদিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী হইয়া ইহার প্রতি উদার ও সহানুভূতির চক্ষে দৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য হিন্দু তরবারির ভয়ে অথবা মুসলমান ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ সত্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত আক্‌বর সম্রাট্ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া দুইটি ধর্ম্মের সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে কিয়ৎপরিমাণে বিবাদের তীব্রতা খর্ব্ব হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী শান্তির আশা অস-

ম্ভব ছিল। একটী অপূর্ব্ব উপায়ে গূঢ়ভাবে বিধাতা এই মহাবিরোধ মীমাংসার সূত্রপাত করিলেন।

[নূতন ধর্ম্মসংস্কারকগণ।]

বসন্তকালের সমাগমে পুষ্পোদ্যানে এক একটি করিয়া যেরূপ গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সুতবৎ ভারতভূমির চতুর্দ্দিকে তদ্রূপ এক এক করিয়া ধর্ম্মসংস্কারকদিগের অভ্যুদয় হইতে লাগিল, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামানন্দনামক রামানুজাচার্য্যের জনৈক শিষ্য কাশীধামে নূতন ধর্ম্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা প্রথমে তাঁহারই দ্বারা সংসাধিত হয়। বহু দেবদেবীর পরিবর্ত্তে তিনি এক দেবতার আরাধনাবিধি প্রবর্ত্তিত করেন। শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। কর্ম্মকাণ্ড ও ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর নিষ্ফল, কেবল ভক্তি ও প্রেমই মুক্তির কারণ, ঈশ্বরের সম্মুখে জাতিভেদ নাই, কারণ ভক্তি চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে সংস্থাপন করে, ইহাই তাঁহার প্রধান শিক্ষা ছিল। ক্রমে তাঁহার প্রচারক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া উঠিল, এবং শত শত লোক সংসার ও ধন মান পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুচর হইল। তিনি রামানন্দী সম্প্রদায়ের অভিনেতা। এই শতাব্দীতে গুরু গোরখনাথ পঞ্জাব প্রদেশে ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যারম্ভ করেন। তিনি যোগধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হন। তিনিও বহু দেবদেবীর স্থলে এক দেবতার উপাসনা প্রচার ও জাতিপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। পরম যোগী মহাদেব তাঁহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা ছিল। তাঁহার শিষ্যগণ "কাণফাটা" যোগী নামে আখ্যাত। তাহারা ছিন্ন কর্ণে মুদ্রা পরিধান পূর্ব্বক মুণ্ডিত মস্তকে সন্ন্যাসীর বেশে দলে দলে অদ্যাবধি পঞ্জাবাঞ্চলে ভ্রমণ করে। তাহাদিগের গুরুর আবাসস্থান গোরখনাথনামক পর্ব্বত তাহাদিগের প্রধান তীর্থস্থান। ভারতের চতুর্দ্দিকে মহাধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পৌত্তলিকতারূপ ইহার বহুদিনের দুর্ভেদ্য দুর্গে আঘাত দিতে সাহসী হয় এমন বীরপুরুষ কোথায়? বিধাতা সামান্য উপায়ে মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া আপনার মহিমা সংসারে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এই অসমসাহসী কার্য্যের জন্য তিনি একজন

নিরক্ষর নীচ বস্ত্রব্যবসায়ীর (জোলার) তনয়কে মনোনীত করিলেন। ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দের শিষ্য কাশীধামবাসী সুবিখ্যাত কবির অপূর্ব্ব তেজ ও অলৌকিক ভক্তি সহকারে ধর্ম্মসংস্কারকার্য্যে আহূত হন। তাঁহার জীবন যেরূপ পবিত্র, তেজস্বী ও ভক্তিতে পূর্ণ তাহাতে এ দুরূহ কার্য্যের জন্য তিনিই প্রকৃতরূপে উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তিনি সামান্য, মূর্খ ও জন-সমাজের নীচতম লোকদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের গভীর যোগ, ভক্তি ও বৈরাগ্যে দীক্ষিত করিয়া এই সত্যই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্বর্গরাজ্য হইতে বহুদূরে, ভক্তি ও বিনয় থাকিলে ভগ্নাত্মা জ্ঞানহীন দীনদুঃখিগণই তাহার অতি নিকটে অবস্থিত। সংস্কৃত ভাষা বহুদিন হইতে এ দেশে ধর্ম্মোপদেশের একমাত্র উপায় বলিয়া পরি-চিত ছিল, তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া নীচতম লোকদিগের কল্যাণ জন্য তাহাদিগের উপযোগী অতি সামান্য প্রচলিত ভাষায় "দোঁহা" রচনা করিয়াছেন। ভক্ত কবিরের "দোঁহা" সকল বাস্তবিক অমূল্য রত্ন, এবং এরূপ সময় নিশ্চয় আসিবে যখন তাহা শিক্ষিতসমাজে সমুচিত সমাদর লাভ করিবে। বেদ, পুরাণ, কোরাণ কিছুরই মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভক্তিতেই মুক্তি, কাষ্ঠলোষ্ট্রনির্ম্মিত নির্জীব দেবদেবীগণ মনুষ্যকে ভবসাগরে রক্ষা করিতে অক্ষম, তাহারা আপনারাই সামান্য জলে ডুবিয়া যায়, তাহাদিগের আরাধনায় মনুষ্যের অপরাধবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু হয় না; জাতিভেদ অনিষ্টেরই মূল ও জাত্যভিমান নরকেরই দ্বার স্বরূপ; এই সমস্ত অমূল্য সত্য সেই নীচ লোকের সন্তান কাশীধামের জ্ঞানগর্ব্বিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সম্মুখে অকুতোভয়ে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কবিরের শিষ্যগণ কবির পন্থী বলিয়া আখ্যাত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব ও বেহার প্রদেশের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে তাঁহাদিগের যে কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা আমরা এই বঙ্গদেশের ইংরাজী জ্ঞান সভ্যতার মধ্যে বসিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় বঙ্গদেশে কাহাকেও প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি বঙ্গবাসীদিগকে যে কিরূপ ভক্তিমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সময়ে তিনিও বঙ্গ-ভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। কেবল উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব ও বঙ্গদেশে

নহে, * আরবসাগরের উপকূলস্থ বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যন্ত এই সময়ে ধর্ম্মান্দোলনের বিষম তরঙ্গে আলোড়িত হইয়াছিল। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাভাচার্য্য গুজরাত প্রদেশে ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় তিনিও ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকল শিক্ষা দিয়া জনসমাজের কল্যাণসাধন করেন। সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী না হইলে লোকে ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, ভারতে সর্ব্বত্র প্রচলিত এই শিক্ষার তিনি বিষম প্রতিবাদ করেন, পুত্র কলত্র ও পরিবার দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া মনুষ্য যে কেবল ধর্ম্মসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু আচার্য্য হইয়া অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা পর্য্যন্ত দিতে পারিবে, ইহাই তাঁহার বিশেষ উপদেশ।

[গুরু নানক।]

উপরে যে সমস্ত ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মাদিগের নাম উল্লেখ করা গেল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যে মহাপুরুষের জীবনের অনুপযুক্ত সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার দ্বারা তাঁহাদের সকলের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এ কথা বলিলে বোধ হয় অসত্য বলা হয় না। তিনি একাধারে উক্ত মহাত্মাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ভাবসম্বন্ধে গুরু নানক যে উল্লিখিত মহাপুরুষদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এ কথা আমাদিগের বক্তব্য নহে, কিন্তু তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মশিক্ষায় তাঁহাদিগের সকলেরই ভাব ও শিক্ষা যথোচিত পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। নববিধান যাহা এখন প্রশস্ত ও সমগ্র ভাবে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মসম্প্রদায়সম্বন্ধে সম্পন্ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, গুরু নানক তাহা আংশিকভাবে এবং এই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সমাধা করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে গোরখনাথের যোগ এবং শ্রীচৈতন্যের ভক্তি, কবিরের উদ্যম ও অপৌত্তলিকতা এবং নীচলোকদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচার, রামানন্দের শান্তভাব ও

* এই সময়ে কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত ইউরোপে মহাধর্ম্মান্দোলনা উপস্থিত হইয়াছিল। জার্ম্মণি দেশে মার্টিন লিউথর, ইংলণ্ডে টমাস্ ক্রান্মার, স্কটলণ্ডে জন নক্স এবং ডেন্মার্ক, সুইজার্ল্যাণ্ড ও সুইডেন প্রভৃতি অপরাপর দেশে ধর্ম্মসংস্কারকগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার এই সময় ইউরোপের খ্রীষ্ট সমাজে আরম্ভ হয়।

শঙ্করাচার্য্যের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের উচ্চভাবের সামঞ্জস্য সকল যথাপরিমাণে একাধারে অবস্থিতি করে। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মকে জানিতেন, অপর কাহাকেও নহে, তিনি যোগে বিলীন হইতেন ও ভক্তিতে মত্ত থাকিতেন। হরিনাম ব্যতীত জীবের আর গতি নাই, এ সত্য শিক্ষা দিতেন। যোগপ্রধান ভক্তি তাঁহার ছিল। পরিবার ও গৃহত্যাগ দ্বারা ধর্ম্মকে সংসার হইতে স্বতন্ত্র করা তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য ছিল। যখন তিনি দেখিলেন তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবা শ্রীচাঁদ আসিয়া তাঁহার নিকট শিখদিগের নেতৃত্ব প্রার্থনা করিলেন। শ্রীচাঁদ উদাসীন ছিলেন, সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করা তাঁহার মত ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ভাই লেহনানামক জনৈক অনুগত শিষ্যকে শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু বলিয়া বরণ করিয়া গেলেন এবং শ্রীচাঁদ উদাসীন নামে ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহারই নেতা হইলেন। গুরু নানক হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বেদ, কোরাণ, পির, সাধু, ফকির, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, মুল্লা সকলকেই তিনি একদৃষ্টিতে দেখিতেন। এমনি তাঁহার উদার শিক্ষা ছিল যে তাহারই প্রভাবে শিখগ্রন্থে শিখ গুরুদিগের শ্লোক ও শব্দের সহিত কবির ও অন্যান্য ভক্তদিগের বাণী এবং মুসলমান সাধুদিগের উপদেশ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার পরলোক গমনের পর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরা আপন আপন প্রথানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবে বলিয়া মহাবিবাদ করিয়াছিল। নারী মিরাবাইয়ের উক্তি সকল গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত হইয়া শিখধর্ম্ম এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিরই ধর্ম্মসম্বন্ধে সমান অধিকার। গুরু নানক যেমন সকল সাধুকে দেশ কাল ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভক্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, তেমনি কাহাকেও ঈশ্বর অথবা অভ্রান্ত জ্ঞান করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মের সহিত সংসারের যোগ নাই এবং সংসার ত্যাগ ও অরণ্যবাসই তত্ত্বজ্ঞানীদিগের চরম গতি, প্রায় সকল হিন্দুধর্ম্মসংস্কারকেরই এই শিক্ষা। গুরু নানক যে কেবল এই মতের প্রতিবাদ করিয়া গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের গভীর ভাবের সামঞ্জস্য করিয়াছেন তাহা নহে, দেশসংস্কার ও সমাজসংস্কার পর্য্যন্ত তাঁহার

শিক্ষার অন্তর্গত ছিল, এবং তন্মধ্যে এরূপ একটি অপূর্ব্ব বীজ নিহিত ছিল যাহা হইতে অল্পকাল মধ্যে এই নির্জীব ভারতভূমিতে সুমহৎ ও প্রকাণ্ড শিখসাম্রাজ্য বৃক্ষরূপে বহির্গত হইল। যে শিখজাতির সুখ্যাতি এখন সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত, সমরক্ষেত্রে যাহারা সিংহ অপেক্ষা পরাক্রমশালী এবং জনসমাজে যাহারা মেষ অপেক্ষা নির্দ্দোষ, কার্য্যক্ষেত্রে যাহারা যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমী এবং দেবালয়ে যাহারা ভক্তিরসে আর্দ্র, যাহারা ভারতবাসীদিগের শিরোভূষণ-স্বরূপ তাহারা শ্রীগুরু নানকের শিক্ষা হইতে এরূপ উচ্চপ্রকৃতি লাভ করিয়াছে। যদি গ্রন্থ সাহেব ও অপরাপর শিখশাস্ত্র এ দেশ হইতে বিলীন হইয়া যায়, এবং শিখধর্ম্মের ইতিবৃত্ত সকল একেবারে অগ্নিসাৎ হয়, একা শিখজাতির জীবন ও চরিত্র পাঞ্জাবরাজ শ্রীবাবা নানকের অভ্রান্ত সাক্ষী হইয়া থাকিবে।

[শিখ ধর্ম্মশাস্ত্র ও জন্মসাক্ষীগ্রন্থ।]

প্রথম গুরু নানক হইতে নবম গুরু তেগ বাহাদুর ও অপরাপর ভক্তদিগের উপদেশে সংস্পৃষ্ট "আদিগ্রন্থ" এবং শেষ গুরু, গোবিন্দ সিংহের উপদেশ ও ধর্ম্ম-বিধি সংস্পৃষ্ট "দশুবা বাদশাহা গ্রন্থ" এই দুই খানি গ্রন্থকে শিখগণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য করে। আদি গ্রন্থে "শ্লোক" ও শব্দ দুই প্রকারের উপদেশ আছে। সকলই পদ্যে রচিত। শব্দগুলি রাগসংযুক্ত, শিখগণ সেই সমস্ত স্বরযোগে ঈশ্বরবন্দনায় ব্যবহার করে। এতদ্ব্যতীত "সূর্য্য প্রকাশ" অর্থাৎ নানক হইতে গুরু গোবিন্দসিংহ পর্য্যন্ত দশ গুরুর জীবনবৃত্তান্ত ও নানক প্রকাশ এবং জন্ম-সাক্ষী নামক গুরু নানকের জীবনচরিত, এ সমস্তকেই তাহারা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করে। উপরিউক্ত সকল গ্রন্থই গুরুমুখী ভাষায় লিখিত। বর্ত্তমান নানকপ্রকাশ পুস্তক খানি জন্মসাক্ষী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত বলিয়া তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কথিত আছে যে, ১৫৯২ সংবতে বৈশাখ মাসের পঞ্চমী তিথিতে ইহা শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। নানকের বিশ্বস্ত দাস ও চিরসঙ্গী ভাই বালার প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি পৈড়ে মোখা নামক জনৈক ক্ষত্রিয় শিখের হস্তদ্বারা দুই মাস ও সতর দিনে উহা লিপিবদ্ধ করেন। ইদানীন্তন অনেক প্রকারের জন্মসাক্ষী গ্রন্থ প্রচারিত দেখা যায়। স্থূল স্থূল বিষয়ে প্রায় সকলগুলিরই একতা আছে, কিন্তু সামান্য সামান্য বিষয়ে তাহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র।

সকল গ্রন্থ মধ্যেই লেখকগণ যে পরে আপনাদিগের মনঃকল্পিত অতিরিক্ত বিষয় সকল সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। শিখগ্রন্থের অনুবাদক ডাক্তর ট্রাম্প সাহেব বলেন যে, সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব যে একখানি জন্মসাক্ষী গ্রন্থ ইংলণ্ডস্থ ইণ্ডিয়া আপিসে প্রদান করেন তাহাতে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ অপেক্ষাকৃত অল্প, সেইখানিই গুরু অঙ্গদ কর্তৃক প্রচারিত আদি জন্মসাক্ষী। এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না।

[নানকপ্রকাশ গ্রন্থ।]

বর্ত্তমান নানকপ্রকাশ গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কয়েকবার ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে পঞ্জাব প্রদেশে গমন করিয়া শিখদিগের আদি গ্রন্থের কয়েকটি শব্দ শ্রবণে ও শিখজাতির প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগের মধ্যে গুরু নানকের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইয়াছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক শিখধর্ম্মযাজকের সাহায্যে অল্পমাত্র গুরুমুখী শিক্ষা করিয়া জন্মসাক্ষী গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করা যায়। এরূপ দুরূহ কার্য্য যে সেই অতি সামান্য শিক্ষা হইতে সম্পন্ন হইবে তাহা তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ক্রমে মঙ্গলময়ের কৃপায়, আচার্য্যদেবের আলোকে গুরু নানকের প্রতি ভক্তিসহকারে উক্ত গ্রন্থখানি আর একটু পাঠ করিয়া "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় নানক চরিত্র প্রকাশ করিতে অত্যন্ত প্রলোভন হইল। যখন তৎসম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিত হয়, তখন মনে হইয়াছিল চারি পাঁচ সংখ্যায় তাহা কোন প্রকারে সমাপ্ত করা যাইবে, কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া গেল, ততই বোধ হইল যেন অমূল্য রত্নখনির মধ্যে প্রবেশ করা যাইতেছে। তখন সেই অপূর্ব্ব বিষয়টি সেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য বলিয়া প্রতীতি হইল, সেই নানকচরিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করার আবশ্যকতা অনুভূত হইল। বর্ত্তমান গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের সময় ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত প্রবন্ধগুলি মূল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত এবং অনেক স্থলে পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। টীকার মধ্যে গুরু নানকের বাণীগুলির উল্লেখ করা গিয়াছে। বিশেষ বিশেষ শ্লোক ও শব্দ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। এ সমস্ত বাণীই আদিগ্রন্থে প্রকাশিত আছে, তাহার কোন অংশে সেগুলি সমাবিষ্ট তাহার উল্লেখও টীকায় করা হইয়াছে। তাহাদিগের বর্ণযোজনা

ও ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুসারে নহে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। বর্ত্তমান নানকপ্রকাশ পুস্তকখানি গুরুমুখী জন্মসাক্ষী গ্রন্থকে সম্পূর্ণ অবলম্বন করিয়া রচিত। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠকগণের উপযোগী করিবার জন্য ইহার মধ্যে যতদূর সম্ভব অলৌকিক ঘটনা ও বর্ত্তমান কালের অনুপযোগী বিষয় সকল পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কেবল আধ্যাত্মিক নৈতিক ও জীবনের স্বাভাবিক ঘটনারূপ ভূমির উপর দিয়া বিচরণ করা হইয়াছে। শিখগ্রন্থের ভাষা যেরূপ অসম্পূর্ণ ও অপ্রচলিত তাহাতে ইহার গম্ভীরতত্ত্বরসপূর্ণ বিশেষ বিশেষ বাণীর প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা অনেকেরই বোধগম্য হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন। প্রধান প্রধান শিখ ভাইগণ তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করেন। এ সমস্ত কারণ ব্যতীত যেরূপ অল্প বিদ্যা অবলম্বন করিয়া এ গ্রন্থখানি রচিত হইল, তাহাতে ইহার মধ্যে যে অনেক ভ্রম ও ত্রুটি থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বিধাতার ইচ্ছায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে যদি কখন প্রবৃত্ত হওয়া যায়, যতদূর সম্ভব সে সমস্ত ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা করা যাইবে। এখন এই নানকপ্রকাশের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল, ভগবানের আশীর্ব্বাদে যতশীঘ্র হয় ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রচারের ইচ্ছা রহিল। শিখধর্ম্মের বিশেষ বৃত্তান্ত ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার উদ্দেশ্য রহিল। ভূমিকা ব্যতীত এই নানকপ্রকাশ গ্রন্থ রচনায় ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের সহায়তা কিছুমাত্র সংগৃহীত হয় নাই। অনেক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সাধারণতঃ ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের উপর এদেশীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গভীর বিষয় সকল লিখিবার সময় নির্ভর করা যে বিপদেরই কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়দিগের চিন্তা, মনের গতি ও ধর্ম্মভাব এদেশীয়দিগের হইতে এত প্রভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতায় তাঁহাদিগের অনেকেই এত অন্ধ যে আর্য্যধর্ম্মের সুগভীর তত্ত্ব সমূহ তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম ও সহানুভূতির বিষয় হওয়া দূরে থাক তাঁহারা ঐ সকলকে বিষম ভ্রম ও কুসংস্কার বলিয়া সর্ব্বদা ঘৃণা ও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আদি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক ট্রাম্প সাহেব আমাদিগের কথার দৃষ্টান্ত স্থল। গবর্ণমেণ্টের প্রায় দশ সহস্র টাকা ব্যয়ে অত পরিশ্রম সহকারে আদি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "গুরু নানক অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী অন্যান্য শিখগুরু কাহারই স্বাধীন চিন্তা ছিল না। যত প্রকার পুস্তক আছে

আদি গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা অসার ও ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল পরস্পর অসংলগ্ন। ত্রুটি সকল গোপন রাখিবার জন্যই উহা ওরূপ অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লিখিত। পাশ্চাত্য দেশের লোকদিগের পক্ষে সহিষ্ণুতা সহকারে ইহার একটি সমগ্র রাগ পাঠ করা অসম্ভব। এই কারণে মৃতবৎ শিখধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুবাদ যে অনেকে পাঠ করিবে তাহার আশা নাই।" ডাক্তার ট্রাম্প সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় নিস্ফল ও রুচিবিরুদ্ধ। ইউরোপীয় ধর্ম্মভাব ব্যতীত আমাদিগের দেশের সদগতি হওয়া অসম্ভব ইহা যেরূপ নিশ্চয় কথা, এ দেশীয় ধর্ম্মের গভীর আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত ইউরোপীয়-দিগের মঙ্গল নাই, ইহাও তদ্রূপ অভ্রান্ত বাক্য। সঙ্কীর্ণচিত্ত ইউরোপীয়দিগের এখন যেরূপ ভাব ও অবস্থা তাহাতে সে দিন হইতে তাঁহারা যে বহুদূরে অবস্থিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দয়াময় পরমেশ্বর উভয় প্রদেশস্থ লোকদিগের পরস্পরের বিশেষ বিশেষ গুণ গ্রহণ করিতে সকলকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। আজ তাঁহার কৃপায় নানকপ্রকাশের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। যে কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধুর সাহায্যে ইহা প্রচারিত হইল তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি ইহা দ্বারা কাহার কি উপকার হইবে তাহা ভগবানই জানেন, সে চিন্তা তাঁহারই। সাধুচরিত্র আলোচনা ও লিপিবদ্ধ করিয়া যে জীবন কৃতার্থ হইল তজ্জন্য ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করি।

সূচীপত্র

নানকপ্রকাশ

জন্ম ও বাল্যলীলা।

সংবৎ ১৫২৬ (ইংরাজী ১৪৬৮ সালে) কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা দেড় প্রহর রজনী থাকিতে জেলা লাহোরের অন্তর্গত তালবণ্ডী * নামক গ্রামে শ্রীগুরু নানকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালু ও মাতার নাম ত্রিপতা ছিল। কালু বেদী ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন, গ্রাম্য জমিদার, রায় বুলাবের অধীনে পাটওয়ারির কার্য্য করিতেন। নানক জন্মিবার পূর্ব্বে মহিতা † কালুর এক কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম তিনি নানকী রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, নানকের জন্ম হইবা মাত্র স্বর্গের দেব দেবীগণ, যতী সতী, ঋষি মুনি প্রভৃতি উত্তম পুরুষ ও নারী সকল দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন। সকলে মহা আনন্দধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "এই কলিযুগ ধন্য! কারণ জগতের উদ্ধারের জন্য আবার অবতারের জন্ম হইল।" নবকুমারের জন্মপত্রিকা লিখাইবার জন্য পরদিন প্রত্যুষে নানকের পিতা হরিদয়াল নামক কুলপুরোহিতকে ডাকিলেন। পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত জ্ঞানবান ও জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যজমানের গৃহে নিয়মিত পূজা পাঠাদি সমাপন করিয়া নবকুমার ঠিক কোন মুহূর্ত্তে কি ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জন্মিয়া কিরূপ শব্দ করিয়াছিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জ্যোতিষ গণনা করিয়া বলিলেন, "হে কালু, যে নবকুমার আজ তোমার গৃহে

* এই গ্রামের বর্ত্তমান নাম "নানকানা"। ইহা লাহোর হইতে প্রায় পনের ক্রোশ পশ্চিমে। ইহা এখন শিখদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

† জন্মসাক্ষী গ্রন্থে মহিতা শব্দ প্রায়ই নানকের পিতার নামের অগ্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা সম্মানসূচক শব্দ। ইহার অর্থ পাটওয়ারী।

জন্মগ্রহণ করিলেন তিনি সামান্য লোক হইবেন না। আমি অনেক বালকের জন্ম দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত শিশু একটিও কখন দেখি নাই। ইঁহার মস্তকোপরি অপূর্ব্ব রাজচ্ছত্র শোভা পাইবে। হে কালু, তুমি ধন্য, এই বালকের জন্য তোমার নামও সংসারে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইবে” কথিত আছে, হরিদয়াল পণ্ডিত এতদূর বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন যে তিনি অন্তঃপুরে গিয়া নবকুমারকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং কোন উত্তম পুরুষ জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। কালু নবকুমারের নামকরণ করিবার কথা পুরোহিত মহাশয়কে বলিলে তিনি উত্তর করিলেন, ত্রয়োদশ দিবস পরে যথারীতি বালকের জন্য আশীর্ব্বাদসূচক বস্ত্র * প্রস্তুত করিয়া দিব এবং নামকরণ করিব।

নির্দ্ধারিত দিবসে হরিদয়াল পণ্ডিত আবার কালুর গৃহে উপনীত হইলেন, এবং শাস্ত্রানুসারে পূজাদি সম্পন্ন করিয়া নবকুমারের নাম “নানক নিরঙ্কারী” রাখিলেন। কালু নাম শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, “পণ্ডিত মহাশয়, আপনি যে নাম রাখিলেন তাহা হিন্দু ও মুসলমান কাহারও শাস্ত্রে নাই, আপনি এ নাম রাখিবেন না, অন্য কোন নাম রাখুন।” পণ্ডিত উত্তর করিলেন, “হে কালু, এই বালক হইতে তোমার কুল উদ্ধার হইবে। যুগে যুগে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পৃথিবীতে যেরূপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ তোমার গৃহে তদ্রূপ এক নূতন অবতারের উদয় হইল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইহাঁকে মানিবে। ইনি একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে মানিবেন না, ইনি সংসারের মধ্যে কেবল তাঁহারই নাম জপ করিবেন ও আর আর সকলকে জপাইবেন, তদ্দ্বারা মনুষ্যকুল উদ্ধার হইবে।” নানকের পিতা এই কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

নানকের জন্মের জন্য সমস্ত বেদী ক্ষত্রিয়দিগের পরিবার মধ্যে মহা আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল। অন্নহীনদিগকে অন্ন, বস্ত্রহীনদিগকে বস্ত্র এবং অনাথ অনাথিনীদিগকে অর্থ মুক্তহস্তে বিতরিত হইতে লাগিল। দেশাচার অনুসারে আত্মীয়কুটুম্ব মহিলা সকল এবং প্রতিবাসিনীগণ

* পাঞ্জাবে এই বস্ত্রকে “চোলা” কহে। কুলপুরোহিত কর্ত্তৃক ইহা নবকুমারদিগকে প্রদত্ত হইলে মঙ্গল হয় এইরূপ বিশ্বাস তথায় প্রচলিত আছে।

একত্র হইয়া কালুর অন্তঃপুরে আসিয়া "সহিলা" নামক মঙ্গল গীত গান করিতে আরম্ভ করিলেন, চারিদিক্ হইতে স্বগণ ও বন্ধু সকল নবকুমার দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন, কালুর গৃহে নিরন্তর আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। যত দিন যাইতে লাগিল শশিকলার ন্যায় অল্পে অল্পে নানকের শরীর, রূপ ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে তিনি সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। যে ব্যক্তি একবার তাঁহাকে দেখিতেন তিনি আর ভুলিতে পারিতেন না। কথিত আছে, যখন নানকের বয়স প্রায় এক বৎসর হইয়াছিল, মাতা ত্রিপতা ও মহিতা কালু দৈববাণীযোগে পুত্রের অলৌকিক জীবন অবগত হইয়াছিলেন, তদবধি তাঁহারা উভয়েই নানকের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন।

নানক মাতৃগর্ভ হইতেই যে যোগী বৈরাগী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার লক্ষণ প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার বাল্যক্রীড়া সকল অন্যান্য বালকদিগের ক্রীড়ার সদৃশ ছিল না। তাঁহার প্রকৃতি ও ভাব ভঙ্গি সকল সর্ব্বদাই গম্ভীর থাকিত, যোগী তপস্বীদিগের অনুকরণ করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় যোগাসনে বসা তাঁহার ক্রীড়া ছিল এবং সন্ন্যাসীদিগের মত বেশ ভূষা করিয়া তিনি সকলকে আমোদিত করিতেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিত, "এ বালক সামান্য লোক নহে, এ দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া ভাগ্যবান হইয়াছে।" কথিত আছে, নানকের বয়স চারি বৎসর হইলে তাঁহার মনে সাধুভক্তির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। এই বয়সে তিনি পথ দিয়া সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও ফকীর সকল চলিয়া যাইতেছেন দেখিলেই অত্যন্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগকে গৃহে ডাকিয়া আনিতেন এবং সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেন তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সেবা ও অর্চ্চনা করিতেন।

নানকের বয়স পাঁচ বৎসর হইলে শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্ত দেখাইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গোপাল পাঁধার * নিকট লইয়া

* বঙ্গদেশে যাঁহাদিগকে গুরু মহাশয় বলে পাঞ্জাবে তাঁহাদিগকে "পাঁধা" বলে। এ দুই শ্রেণীরই শিক্ষা প্রণালী, রীতি নীতি ও বিদ্যা বুদ্ধি প্রায় একই প্রকার।

গেলেন। দেশাচার অনুসারে কালু শর্করাপরিপূর্ণ একখানি পাত্র ও তদুপরি নগদ পাঁচ টাকা দক্ষিণাস্বরূপ রাখিয়া পাত্রটি পুত্রের হস্তে দিয়া গুরুর নিকট উপনীত হইলেন এবং দক্ষিণাসহ শর্করা পাত্রটী তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। যথারীতি পূজাদি অন্তে নানকের হাতে খড়ী প্রদত্ত হইল। কথিত আছে, নানক পাঠশালা হইতেই এমনি অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার গুরু মহাশয় ও অন্যান্য সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই পাঠশালায় তিনি অল্পদিন মাত্র লেখা পড়া শিক্ষা করেন, পরে বৈদ্যনাথ পণ্ডিত নামক জনৈক গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। বোধ হয় এইটি সংস্কৃত শিক্ষার স্থান হইবে। নানক এই স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। আজ কাল এ দেশে ইংরাজী ভাষার যেরূপ সমাদর, সে সময়ে পারস্য ও উর্দ্দু ভাষার ততোধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। এ ভাষায় অপরিচিত ছিলেন এরূপ ভদ্রলোক তখন প্রায় দৃষ্ট হইত না। মান সম্ভ্রম ও অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র দ্বার এই ভাষা ছিল। নানকের পিতা তালবণ্ডী গ্রামের ভূস্বামী রায় বুলারের কর্ম্মচারী ও বিশেষ অনুগত ছিলেন। সুন্দর প্রকৃতির জন্য নানক তাঁহার বিশেষ স্নেহ ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই ভূস্বামীর অনুরোধে কালু নানককে কুতবুদ্দিন নামক মুল্লার নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে প্রেরণ করেন। নানক অসাধারণ বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব সৌম্যস্বভাব প্রযুক্ত পণ্ডিত ও মুল্লা উভয়েরই চিত্ত বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। জন্মসাক্ষ্য গ্রন্থে এই সময়ে নানকের দৈবশক্তির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। কথিত আছে, তিনি এই দুই ভাষার বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণের এক একটি তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ শ্লোক রচনা করিয়া শিক্ষকদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সে সমস্ত শ্লোকের বিশেষ উল্লেখ বর্ত্তমান গ্রন্থে অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। কেবল তাহাদিগের মধ্য হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে প্রসিদ্ধ শ্লোকটী * টীকা মধ্যে উদ্ধৃত করা গেল, তাহার অর্থ, "জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা

* জাল মোহ ঘসি মসি করি মত কাগদি করি সার। ভাও কলম করি চিতু লিখারী গুরপুছু লিখু বিচারু। লিখু নামু সলাহ লিখি লিখি অন্তু নপারাবারু। রহাও। বাবা এহ লেখা লিখি যান। জিথৈ লেখা মাঙ্গীয়ে তিথে

মোহ জ্বালাইয়া তাহার ভস্ম ঘর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মসি প্রস্তুত কর ও মতিষ্ককে সার কাগচ কর। ভক্তিকে কলম কর ও তোমার চিত্ত লিথক হউক। সদ্‌গুরু স্বয়ং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিচার পূর্ব্বক লিখিতে থাক। হরি-নাম ও তাঁহার যশের কথা লেখ। এরূপ লেথার অন্ত নাই। এমন কথা লিখিতে শিখ, ধর্ম্মরাজ যাহা দেথিতে চাহিলে তাঁহার দ্বারে তাহা প্রবেশাধিকার-সূচক হইবে। ইহাতে সদা সুথ, উৎসাহ ও স্বর্গস্থ দরবারের মহত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যাঁহার মনে হরির সত্য নাম অবস্থিতি করে, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহারই মস্তকে তিলক প্রদত্ত হইবে। যদি পুণ্য কার্য্য থাকে তাহা হইলেই এই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, অন্যথা সকলি বায়ুর ন্যায় অসার। এ সংসারে কেহ জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ এখান হইতে মরিয়া যাইতেছে, কেহ বা বড় নাম রাখিয়া যাইতেছে কেহ বা উপজীবিকা ভিক্ষা করিতেছে, কেহ বা রাজা হইয়া বড় রাজদরবার করিতেছে, কিন্তু শেষ দিনে সকলকেই জানা যাইবে। হরিনাম ব্যতীত কিছুতেই কিছু হয় না। হে ধর্ম্মরাজ, তোমার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার দেহ দুর্ব্বল হইয়াছে। যাহার নাম রাজা সম্রাট্, তোমার নিকট সেও ভস্মের মত অসার বলিয়া দৃষ্ট হয়। নানক কহে যত অপবিত্র প্রেম সকলি বিনষ্ট হইবে।” কথিত আছে নানকের শিক্ষকগণ তাঁহার কথা শুনিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন।

শিখ ভাই অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞেরা নানকের বাল্য ক্রীড়ার মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটির সর্ব্বদা উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে জন্মসাক্ষ্য পুস্তক খানি উপলক্ষ করিয়া এই গ্রন্থ লেখা হইল তাহাতে তাহার কোন কথা দৃষ্ট হইল না। বিষয়টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল।

হোই সচা নীশান। বিথে মিলহি বড়াইয়া সদ খুসী সদ্ চাও। তিন মুখ টিকে নিকলহি যিন্ মন সচা নাও। করম মিলেতা পাইয়ে নহি গলী বাও দুয়াও। ইক্ আবহি ইক্ যাহি উঠি এফি রখীয়াহি নাও সলার। ইক্ উপায় মঙ্গতে ইক্ না বডে দরবার। আগে গইয়া জমীয়াহি বিন নবহি বেকার। ভৈ তেরে ডর আগলা খপি খপি ছিজে দেহ। নাব জিনা সুলতান্ খান্ হোদে ডিঠে খেহ। নানক উঠী চলিয়া সভি কুড়ে তুটে নেহ। শ্রীরাগ মহল্লা ১।

কথিত আছে, একবার নানক বিপাশা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, নিকটে কয়েকজন ব্রাহ্মণ তর্পণ করিতেছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নানক ক্রমাগত হাত দিয়া তীরস্থ মৃত্তিকায় জল সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তদ্দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "হে বালক তুমি জল লইয়া কি করিতেছ ?" তদুত্তরে নানক ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা জল লইয়া কি করিতেছেন ?" ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, "আমাদিগের পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদিগকে জল দান করিতেছি।" নানক উত্তর করিলেন, "তালবণ্ডীতে আমার একটি শাকের ক্ষেত্র আছে, আমি তাহাতে জল সেচন করিতেছি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি এত নির্ব্বোধ কেন ? তোমার শাকের ক্ষেত্র তালবণ্ডীতে রহিল, এখানে তুমি জল দিলে কি এ জল দ্বারা তাহা সিঞ্চিত হইবে ?" নানক উত্তর করিলেন, "অধিকতর নির্ব্বোধ কে, আমি না তুমি ? আমার এ জল এই কয়েক ক্রোশ অন্তর তালবণ্ডী গ্রামে পৌঁছিবে না তুমি বলিতেছ, কিন্তু তোমার ঐ অর্পিত জল কেমন করিয়া পরলোকে তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট পৌঁছিবে তুমি বিশ্বাস কর ?" ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

উপনয়ন।

নানকের বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইলে ক্ষত্রিয়দিগের প্রথানুসারে তাঁহার উপনয়নের দিন স্থির হইল। তাঁহার পিতা কালু কুলপুরোহিত হরিদয়াল পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় শুভ দিন ও শুভ মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের জন্য শাস্ত্রানুযায়ী আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। যথাসময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল এবং প্রয়োজনীয় বস্তু সকল নির্দ্দেশ মত সংগ্রহ করা হইল। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ে চারিদিক হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিয়া কালুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। নিয়মিত পূজানুষ্ঠানাদি সমাপন হইলে নানককে স্নানাভিষিক্ত ও উজ্জ্বল বসনে সজ্জিত করিয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত করা হইল। একে অনুপম বাহ্য লাবণ্যে তাঁহার সুকোমল শরীর চন্দ্রের ন্যায় শোভা

পাইতেছিল, তাহাতে অন্তরের নির্দ্দোষিতা ও ধর্ম্মানুরাগের জ্যোতি মুখ-মণ্ডল দিয়া এমনি প্রতিভাত হইতে লাগিল যে, তাঁহার অপরূপ রূপের শোভা সন্দর্শনে দর্শকগণ সকলেই বিমোহিত হইয়া গেল। যথারীতি কুলাচার ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক হরিদয়াল পণ্ডিত যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিয়া নানকের গলদেশে অর্পণ করিতে গেলেন। অকস্মাৎ নানক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, তদ্দর্শনে চারিদিকে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। নানকের পিতা অধিক ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন না, কোন প্রকারে এত ব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম সহকারে একমাত্র পুত্রের উপনয়নের জন্য যথাসাধ্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন সে সমস্তই পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে. এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে আহার, দুঃখীদিগকে দানাদি ও আত্মীয় কুটুম্বদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া বহুদিনের মনের সাধ মিটাইয়া লইবেন; কিন্তু তাহা হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বুঝিতে পারিলেন বিধাতা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। তাঁহার পুত্রের এরূপ বেদবিধি ছাড়া ব্যবহারে বিষম বিপদ্ উপস্থিত এবং তিনি যে কেবল ধনহানি মানহানি এবং অত্যন্ত লজ্জাভার বহন করিলেই অব্যাহতি পাইবেন তাহা নহে, তাঁহার জাতি ও ধর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা; তাঁহার নিষ্কলঙ্ক কুল-মর্য্যাদা পর্য্যন্ত এককালে কলঙ্কসাগরে ডুবিবার উপক্রম হইল। নানকের পিতা রাগ দুঃখ লজ্জা ও অপমানে হতজ্ঞানপ্রায় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু দৃঢ়-সঙ্কল্প নানকের মন কিছুতেই ভীত বা আন্দোলিত হইবার নহে। পুরোহিত মহাশয় নানককে উপদেশ দ্বারা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি যে উপবীত প্রদান করিতে আসিতেছেন তাহা গ্রহণ করিলে কি ধর্ম্মলাভ ও উন্নতি হয় এবং অগ্রাহ্য করিলে কি ক্ষতি ও অধোগতি হয়?" পুরো-হিত উত্তর করিলেন, "এই উপবীত গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের দেহ পবিত্র হয় না এবং তাঁহাদিগের হস্তের জল কেহ স্পর্শ করে না। বেদবিধিপূর্ব্বক ইহা পরিধান করিলে ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার জন্মে।" নানক এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "হে পণ্ডিত মহাশয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা

এই উপবীত ধারণ করে অথচ কুকার্য্য হইতে বিরত হয় না। তাহারা অর্থের জন্য হিংসা করে এবং অধর্ম্ম, পরহিংসায় রত থাকে ও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দুষ্কর্ম্ম করে। ইহাতে তাহারা আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইল কি প্রকারে? তাহারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্তে তাহাদিগের ধর্ম্মরাজের মহাশাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যক্তির উপবীত ধারণে ফল কি? উপবীত কি তাহাদিগকে নরকযন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে?" গুরু নানকের কথা শুনিয়া সভাস্থ সকল লোকেই স্তম্ভিত ও নিস্তব্ধ হইয়া গেল। হরিদয়াল পণ্ডিত তাহার কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নানক, তবে সে উপবীত কিরূপ যাহা পরিধান করিলে জীবগণ ধর্ম্মপথে অবস্থিতি করিতে পারে?" ইহার উত্তরে নানক যে শ্লোক * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, "দয়ারূপ কার্পাস, সন্তোষরূপ সূত্র, ইন্দ্রিয়দমনরূপ গ্রন্থি ও সত্যরূপ দণ্ডী যে উপবীতের, তাহাই জীবের যথার্থ উপবীত। হে পণ্ডিত, যদি এইরূপ উপবীত থাকে তবে তাহা পরিধান কর। ইহা ছিন্ন বা মলিন হয় না এবং অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না। ধন্য, হে নানক, সেই মনুষ্য, যে ত্রইরূপ উপবীত ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করে।"

নানক উক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "হে পণ্ডিত মহাশয়, যদি আপনার নিকট উক্তরূপ উপবীত থাকে, তবে তাহা আমাকে প্রদান করুন ও আপনিও তাহা গ্রহণ করুন, নতুবা অসার কার্পাসনির্ম্মিত উপবীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন, "হে নানক, সে কথা সত্য বটে, কিন্তু তুমি জান এই উপবীত আধুনিক নহে, ইহা আমা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতও নহে, এই পবিত্র প্রথা যে কত দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার স্থিরতা নাই। সনকাদি ঋষিগণ এই উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন, তুমি এখন ইহা কি প্রকারে অগ্রাহ্য করিবে?" নানক উত্তর করিলেন, "ইহা বহুকাল প্রচলিত হইলেও এই উপবীত যে

* দয়া কাপাহ সন্তোখ সূত্ গণ্ডি সত্ বট্। ইহ জিনিউ জীউকা হাইত পাণ্ডে ঘত্। না ইহ তুটে না মল লাগে না ইহ জলে না যাই। ধন্ন স মনুখ নানক যো গেল চলে পাই। শ্লোক মহল্লা ১।

এইখানেই পড়িয়া থাকিবে ইহা তো আর আমার সঙ্গে যাইবে না। আর আপনি উপবীতধারীদিগের হস্তের জল ও অন্নশুদ্ধির বিষয় যে উল্লেখ করিলেন তাহারই বা অর্থ কি? আপনি নিশ্চয় জানিবেন, মনুষ্যেরা আপনারাই রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিয়া রন্ধন করে, আপনারাই উপবীতধারী ব্রাহ্মণদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করে ও আপনারাই সেই ব্রাহ্মণদিগের হস্তনির্ম্মিত উপবীত গলদেশে ধারণ করে। যাহা মনুষ্যকৃত তাহা ক্ষণভঙ্গুর, তাহা কখন মানুষের চিরসঙ্গী হইতে পারে না। সুতরাং মৃত্যুর দিবস ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত শ্মশানে অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, পরকালে তাহা তাহার সহিত গিয়া ধর্ম্মরাজের দ্বারে তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে পারে না।" সভাস্থ সকল লোকই নানকের কথা শুনিয়া ও অলৌকিক ভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া গেলেন। কথিত আছে, তাঁহারা সকলেই পরাস্ত হইয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "হে পরমেশ্বর, তুমিই ধন্য, এ বালক তোমারই কৃপায় এরূপ আশ্চর্য্য কথা সকল কহিতেছে।" কোন কোন জন্মসাক্ষী গ্রন্থে লেখা আছে যে, অবশেষে নানক উপবীত গ্রহণ করিয়া দেশাচার রক্ষা করিয়াছিলেন।

গো এবং মহিষ চারণ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়স্ক নানকের মনে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে উদাসীনের ব্রত গ্রহণ করিলেন। উদাসীন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিতে পাইলেই তিনি সকল কার্য্য ছাড়িয়া তাঁহা-দিগের সহবাসে থাকিতেন। তাঁহার আর গৃহে থাকিতে ভাল লাগিত না, ক্রমে প্রেমোন্মত্ততার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই নেত্রযুগল মুদ্রিত করিয়া আপন ভাবেই নিমগ্ন থাকিতেন, তাঁহার মন বহির্জগৎ হইতে বিদায় লইয়া অন্তর্জগতে অধিবাস করিত, সংসার যে সম্পূর্ণ অসার তাহা তাঁহার নিকট সত্য সত্যই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি কাহারও সহিত কোন কথা কহিতেন না। সর্ব্বদা চুপ করিয়া আপনার ভিতর আপনি অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া

সকলে বলিতে লাগিল, "কালুর পুত্রকে কোন উপদেবতা আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে।" পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পিতা সর্ব্বদাই অত্যন্ত চিন্তা ও দুঃখে আকুল থাকিতেন। এক দিন তিনি পুত্রকে কোলে করিয়া অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন এবং বার বার তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি আমার একমাত্র পুত্র ও জীবনের আশাস্বরূপ। তুমি উন্মত্ত ও উদাসীনদিগের মত আছ বলিয়া আমার দুঃখের সীমা নাই, আমি লজ্জায় আর মুখ দেখাইতে পারি না। লোকে বলিতেছে ঐ হতভাগার একমাত্র পুত্র নানক, সেও আবার পাগল হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রসাদে আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তুমি সে সমস্ত লইয়া বিষয়কার্য্য করিয়া মানুষের মত হও। আমার এত গরু ও মহিষ রহিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া প্রান্তরে চরাইতে যাও. বেতনভোগী দাসদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে কার্য্য চলে না, ক্ষেত্রে এখন এত নবীন তৃণ হইয়াছে, তাহারা পশুদিগকে লইয়া সে দিকে যায় না, ক্রমেই দুগ্ধ অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছে ও পশু সকল দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়া আসিতেছে। সংসারের উপকার হয়, তুমি এরূপ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর।"

নানক পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য একবার পিতার গো ও মহিষ সকল লইয়া প্রান্তরে চরাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে তাহাদিগকে লইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যার সময় তাহাদিগের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। নানকের পিতা পুত্রের ভাবান্তর দেখিয়া আশা ও আনন্দে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। নানক সংসারের কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু তিনি সংসারের অতীত স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার মনে ঈশ্বরানুরাগের নবীন তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তিনি সামান্য রাখালদিগের মত কার্য্য করিয়া দিন কাটাইতে পারিতেন না। তিনি প্রান্তরে পশুদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আপনি এক বৃক্ষতলে বসিয়া একাকী ঈশ্বরসহবাসের সুমিষ্ট রসাস্বাদন করিতেন, সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিত না, গো মহিষাদি যে কোথায় যাইত কি করিত তাহার অনুসন্ধান কিছুমাত্র রাখিতেন না। একদিন তিনি ব্রহ্মধ্যানে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া প্রিয়তমের শ্রীপাদপদ্মের শোভা সন্দর্শনে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় তাঁহার গরু ও মহিষ

এক কৃষকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শস্য নির্ম্মূল করিয়া খাইয়াছে, নানক তাহার কিছুই জানিতেন না। সন্ধ্যার সময় কৃষক আসিয়া অত্যন্ত চীৎকার পূর্ব্বক গালাগালী দেওয়ায় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছিল। কৃষক তাঁহাকে গৃহে যাইতে দিল না। ভূম্যাধিকারী রায় বুলারের নিকট অভিযোগ করিয়া তাঁহার ভবনে লইয়া গেল। রায় বুলার নানকের পিতাকে ডাকাইয়া কৃষকের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন, অন্যথা নবাবের বিচারালয়ে প্রেরণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেন। মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। কথিত আছে এই সময় একটী অলৌকিক ক্রিয়ায় কৃষকের সকল ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছিল।

জন্মসাক্ষী গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে একদিন গুরুনানক প্রান্তরে গরু ও মহিষ সকল চরাইতেছিলেন। আকাশ হইতে সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ যেন চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। গোচারণ করিতে করিতে তিনি যে একটি সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল আপনাপন শাখা ও পত্র দ্বারা চারিদিকে শীতলতা ও শান্তি বিস্তার করিতেছিল। সুমন্দ বায়ুহিল্লোল ও তাহার সহিত নিকটস্থ বনকুসুমের সুমধুর গন্ধ আসিয়া সেই স্থানটিকে পরিশ্রান্ত ও আতপতাপিত পথিকের পক্ষে নিতান্ত সুখপ্রদ ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। অল্পবয়স্ক নানক পরিশ্রমে ক্লান্ত, ভয়ানক রৌদ্রে অবসন্ন হইয়া সেই স্থানেই শয়ন করিয়াছিলেন এবং অনতিবিলম্বেই গভীর নিদ্রার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত শরীর বৃক্ষচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু উপরিস্থ বৃক্ষপল্লবের মধ্য হইতে সূর্য্যকিরণ তাঁহার মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছিল। একটি কালসর্প বন হইতে আসিয়া তাঁহার মুখোপরি ফণাবিস্তার পূর্ব্বক রৌদ্র নিবারণ করিতেছিল। ভূম্যাধিকারী রায় বুলার এই সময় মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নানকের পিতা কালুকে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া বলিলেন, "দেখ কালু, তোমার ঘরে সামান্য পুত্র জন্মগ্রহণ করেন নাই। তোমার স্বভাব অত্যন্ত কঠোর ও ক্রোধান্বিত, তুমি সাবধান হও, যথোচিত যত্ন সহকারে নানককে লালন পালন করিও,

তাঁহাকে কখন কোন দুর্ব্বাক্য বলিও না, অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধা করিও।” এই দিন হইতে রায় বুলার নানকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ এবং তাঁহার পিতা ও তাঁহার সমস্ত পরিবারের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইলেন।

নবীন ঈশ্বরানুরাগ।

ক্রমেই নানকের মনে হরিপ্রেমতরঙ্গ এমন বেগে উঠিতে লাগিল যে তিনি সংসারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। তিনি মানুষের সহিত কথা বার্ত্তা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। আহার নিদ্রা এককালে পরিত্যাগ করিলেন, সর্ব্বদা একখানি বস্ত্রে আবৃত হইয়া দিবানিশি শয়ন করিয়া থাকিতেন, তাঁহার মন সংসার হইতে একেবারে বিদায় লইয়া তাঁহার প্রিয়তমের পদতলে বাস করিত এবং তাঁহারই প্রেম ও লীলা সন্দর্শনে মহাভাবসাগরে মগ্ন থাকিত। সংসারাসক্ত অজ্ঞান প্রতিবাসীরা তাঁহার ভাব কি বুঝিবে? সকলেই অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিত হতভাগা কালুর পুত্র বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। মহিতা কালু ও মাতা ত্রিপতা সর্ব্বদাই পুত্রের দুঃখে ক্রন্দন করিতেন। কথিত আছে, নানককে একদিন তাঁহার পিতা সকরুণ বচনে কাঁদিতে কাঁদিতে বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “বৎস, তোমার জন্য সমস্ত বেদী বংশের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতেছ না? কাহারও মনে সুখ নাই, তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছেন, তুমি আমার প্রাণের একমাত্র পুত্র, অকর্ম্মণ্য পুরুষদের জীবনধারণ বৃথা, তাহাদিগের কোথাও সমাদর নাই। তোমার জন্য ঐ সমস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, বেতনভোগী লোকদিগের দ্বারা তাহার কার্য্য চলে না। সকলেই জানে যে যে ক্ষেত্রের স্বামী আছে তাহারই ফসল হয়; তুমি গাত্রোত্থান করিয়া বলদ ও কৃষাণ লইয়া যাও, কর্ষণ করিয়া উহাতে বীজ বপন কর, প্রচুর লাভ হইবে।” নানক এই কথা শুনিয়াও

শুনিলেন না, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আপন ভাবে মগ্ন রহিলেন, কিন্তু কালু বার বার উত্তেজনা করায় অবশেষে তিনি উত্তর করিলেন "হে পিতা মহাশয়, এখন আমি এক খানি নূতন ক্ষেত্র পাইয়াছি, তাহার কর্ষণকার্য্য উত্তমরূপে আরম্ভ হইয়াছে এবং নূতন নূতন অঙ্কুর সকল বাহির হইতেছে, এখন আমাকে সর্ব্বদা সতর্ক ও যত্নবান থাকিতে হইতেছে। এ সময়ে আমার অন্যের ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিবার সময়ও নাই, তাহার ভারও লইতে পারি না।" নানকের পিতা এই কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া ইহাকে প্রলাপ বাক্য মনে করিয়া আরও চিন্তা দুঃখ ও কাতরতাসহ কহিয়া উঠিলেন, "হে পুত্র, নির্ব্বোধের ন্যায় কথা সকল পরিত্যাগ কর। তোমার আবার নূতন ক্ষেত্র কোথায়? আমার এত ক্ষেত্র রহিয়াছে, এখন পরিশ্রম সহকারে কর্ষণ কর, অনতিবিলম্বেই প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।" তখন নানক প্রত্যুত্তরে যে শব্দটি * বলিলেন তাহার অর্থ এই, "হে পিতা মহাশয়, আমার মন সাধুসঙ্গ সহকারে কৃষক হইয়াছে, জীবনই এই নূতন ক্ষেত্র, দিবানিশি সৎকর্ম্মরূপ হাল ইহার কর্ষণ করিতেছে, অনুরাগ জল সেচন করিতেছে ও পরমেশ্বরের নাম তাহাতে বীজস্বরূপ হইয়াছে। সন্তোষ মৈ হইয়া ক্ষেত্রের উচ্চ নীচতা বিনাশ করিয়া তাহাকে সমভূমি করিতেছে। গরীবের ন্যায় বেশ করাইয়াছে, এবং ভক্তি তথায় সমস্ত কৃষিকার্য্য জমাট করিয়া তুলিতেছে।" "এই শুভযোগের সময় আমি কি অপর কোন ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি? ধন্য সেই গৃহ, যথায় এইরূপ ক্ষেত্রের শস্য সকল সংগৃহীত হইতেছে। সেই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর আমার শরীর মনে বর্ত্তমান থাকিয়া আমার সদা সঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন, সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার নিরাকার দেশে লইয়া যাইতেছেন, আমি সেই নিরাকার গৃহে স্থান পাইয়াছি, আমার অত্যন্ত লভ্য হইয়াছে। এখন আমার মন এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।"

---

* মনি হালী কিরসানী করণী সরম পানী তনু ক্ষেতু। নামু বীজ সন্তোখ সুহারা রখ গরিবী বেসু। ভাও করম করি জম্সী সেঘরি ভাগঠ দেখি। বাবা মাইয়া সাধি ন হোই। হিন্ মাইয়া, জগু মোহিয়া বিরলা বুঝে কোই। রাগ সোরঠি মহল্লা ১।

নানকের কথা সকল কালুর বোধগম্য হইল না। তিনি মনে করিলেন যে, হয়তো কৃষিকার্য্য নানকের মনঃপূত হইল না। এ জন্য পুনরায় বলিলেন, "পুত্র, তোমাকে কীর্ত্তিমান হইতেই হইবে। যে পুরুষ কোন কার্য্য করে না, কোথাও তাহার সমাদর নাই। তুমি তবে দোকান কর।" নানক উপরিউক্ত শব্দের দ্বিতীয় পর্ব্ব * উচ্চারণ করিয়া তদ্দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "হে পিতা মহাশয়, আমিই প্রকৃত দোকান করিতেছি। আমার মন বিষয় ও পাপ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পবিত্র ভাণ্ডস্বরূপ হইতেছে। তাহার ভিতর আমি হরিনামরূপ পণ্যদ্রব্য সযতনে রক্ষা করিয়াছি। আর যে সমস্ত সাধু সন্ত মহাজনগণ এই কার্য্যে নিত্য রত তাঁহাদিগেরই সহিত আমার নিত্য সহবাস হইতেছে, আমার ব্যবসায় খুব জমাট্ হইয়াছে।" সংসারাসক্ত কালুর মনে পুত্রের অলৌকিক কথা প্রবেশ করা অসম্ভব। তিনি তাহা যত শ্রবণ করিতে লাগিলেন ততই ভীত হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র নানক সংসারে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা মান্য গণ্য হন, ইহাই তাঁহার নিতান্ত কামনা। তিনি তখন নানককে ঘোড়ার ব্যবসায় করিতে অনুরোধ করিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে ঘোড়ার ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক, শিখগুরুগণ অনেকেই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। নানকের মন হরিনামরূপ সুধাপানে নিমগ্ন, সংসারের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। তিনি যে কথা শুনিতেন তাহার ভিতর হইতে নিজের অবস্থোপযোগী পরমার্থরসপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতেন। তিনি উপরি উক্ত শব্দের তৃতীয় পর্ব্ব † দ্বারা এইরূপ উত্তর দিলেন, "হে পিতা মহাশয়, সৎ শাস্ত্র শ্রবণ করাই আমার প্রকৃত সওদাগরী হইয়াছে ও সত্যসমূহ আমার নিকট ঘোড়া বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। পুণ্যকার্য্যই সে পথের পাথেয়। আমি এই ভাবে সেই নিরাকার প্রভুর নিরাকার দেশে নিয়ত অগ্রসর হইতেছি। আমি সেই স্থানে পৌঁছিলে আমার অত্যন্ত লভ্য হইবে, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি গভীর আনন্দে মগ্ন হইতেছি।" নানকের পিতা কালু এইরূপ কথা পুত্রের মুখ হইতে বার বার শুনিয়া আর দুঃখ

* হানি হট করি অরজা ইত্যাদি।

† শুনি শাস্ত্র সওদাগরী ইত্যাদি।

সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, "হে নানক, তোমার আর কোন বাণিজ্য করিতে হইবে না, তুমি ভাল হইয়া গৃহেই বসিয়া থাক। তোমার এ ভয়ানক ভাব দেখিয়া লোকে কত কথাই না বলিতেছে। তুমি যদি এখন পাগল হইয়া বহির্গত হও তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। শত্রুগণ চারিদিকে হাসিবে। বৎস, তুমি কোন একটা বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ না করিলে বড় অমঙ্গল হইবে। তুমি কি কোন চাকরি করিবে?" নানক উক্ত শব্দের চতুর্থ পর্ব্ব * উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "হে পিতা মহাশয়, আমি ভগবানের দাসত্ব করিতেছি, মনকে তাঁহার ভিতর নিমগ্ন করিয়া দিয়া তাঁহার নাম অনবরত ধারণ করিয়া আছি এবং পাপকর্ম্ম ও সংসার হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া পুণ্যপথে জীবনকে পরিচালন করিতেছি। দেবতারা ধন্য ধন্য করিতেছেন। এখন আমার আত্মার উপর নিরাকার প্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলে তাহাতে চারিগুণ রং প্রতিফলিত হইবে।" নানকের আশ্চর্য্য কথা সকল তাঁহার পিতার নিকট অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি আর অধিক বাক্য ব্যয় করা নিষ্ফল মনে করিলেন এবং অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া নিরস্ত হইয়া রহিলেন।

নানক ও তাঁহার চিকিৎসক।

নানকের পিতা অত্যন্ত কৃপণস্বভাব ও সংসারী লোক ছিলেন। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিষয় সকল তাঁহার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। পুত্রের অলৌকিক কথা তাঁহার মনে ভয় ও চিন্তারই উদ্রেক করিতে লাগিল। এদিকে নানক গভীর হইতে গভীরতর প্রেম ও সমাধির মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তিনি মৃত দেহের মত রাত্রিদিন একই স্থানে পড়িয়া থাকিতেন। অনাহারে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও পিঙ্গলবর্ণ হইতে লাগিল। মাতা ত্রিপতা বলপূর্ব্বক যাহা কিছু আহার করাইতেন তাহাই তাঁহার উদরস্থ হইত। পরিচিত বন্ধু ও সঙ্গিগণ দেখিতে আসিলে

* চারি চিত্তকরি চাকরি ইত্যাদি

তাঁহাদিগের সহিত অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। কাহার সহিত কোন কথা কহিতেন না। মধ্যে মধ্যে এক এক বার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সম্পূর্ণ উন্মত্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্বগণ কালুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া দলে দলে নানককে দেখিতে আসিতেন এবং নানা প্রকার দুঃখ করিয়া চলিয়া যাইতেন। নানকের মাতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই ক্রন্দন করিয়া বলিতেন, "প্রিয়তম নানক, গাত্রোত্থান করিয়া সংসারের কার্য্য কর, তুমি এরূপ করিয়া দিন যাপন করিলে ভাল দেখায় না। বৎস, তুমি আর ফকির-দিগের সহবাসে যাইও না, তুমি তোমার শরীরের প্রতি একবার দৃষ্টি কর, কিরূপ দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হইয়াছ তাহা দর্শন কর। তোমার এ কি রোগ হইল, তোমাকে দেখিয়া লোক ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। তোমার এখন বিবাহ হয় নাই, এমন অবস্থা দেখিলে কে তোমাকে কন্যা দান করিবে?" প্রেমোন্মত্ত নানকের মনে ত্রিপতার ক্রন্দনধ্বনি একটু মাত্রও প্রবেশ করিত না। নানকের মাতা দেবতাদিগের নিকট অনেক প্রকার মাননা করিতে লাগিলেন। নানকের পিতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া অবসন্ন-প্রায় ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতেন। কি উপায় অবলম্বন করিবেন এবং কিরূপ রোগ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কালুর যে কৃপণস্বভাব ছিল তাহা প্রতিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, বুঝি অর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া তিনি পুত্রের রোগ সম্বন্ধে উদাসীন আছেন, চিকিৎসক ডাকিতেছেন না। তাঁহারা এক দিন অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ কালু এরূপ অর্থের প্রতি মায়া ছাড়িয়া দাও, তোমার একমাত্র পুত্র নানকের সহজ রোগ হয় নাই। তুমি এক জন সুচিকিৎসক ডাকিয়া তাঁহার রোগের প্রতীকার কর। কালু এই কথায় সচকিত হইয়া হরিদাস নামক চিকিৎসককে ডাকিয়া নানকের রোগের লক্ষণ সকল অবগত করিলেন এবং রোগ পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে পুত্রের নিকট লইয়া গেলেন। চিকিৎসক নানকের নাড়ী পরীক্ষার জন্য হাত ধরিলেন, নানক বলপূর্ব্বক হাত টানিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং চিকিৎসককে বলিলেন, "তুমি আমার চিকিৎসার জন্য

আসিয়াছ, তোমার নাম হরিদাস বৈদ্য? তুমি বল দেখি, আমার কি রোগ হইয়াছে?” গুরু নানক এই সময় যে একটি শ্লোক * বলিলেন, তাহার অর্থ এইরূপ; “বৈদ্য আসিয়া হাত ধরিয়া নাড়ী খুজিতেছেন, কিন্তু ভ্রান্ত বৈদ্য জানে না যে, তাহার আপনার বুকের ভিতর দুঃখ পরিপূর্ণ। হে বৈদ্য, তুমি সুচিকিৎসক, প্রথমে কি রোগ হইয়াছে তাহা স্থির কর। এরূপ ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছে যদ্দ্বারা সমস্ত দুঃখ ও রোগ দূর হইয়া অত্যন্ত সুখ হয়। হে বৈদ্য, তুমি আগে আপনার রোগ দূর কর, তাহা হইলে আমি বুঝিব যে তুমি যথার্থ সুচিকিৎসক। সংসারের জীবদিগকে দেখ, তাহারা কি প্রকার দুঃখী। আমিত্বরোগের জ্বালায় তাহারা অনবরত জ্বলিতেছে। যিনি প্রকৃত ঔষধ দ্বারা তাহাদের রোগের প্রতিকার করিয়া তাহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিকিৎসক। আমি এখন আমার প্রিয়তম পরমেশ্বরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দ-সাগরে ভাসিতেছি, এই আনন্দই সংসাররোগের এক মাত্র মহৌষধ। তুমি সেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া হিংসা ও মায়ারূপ মহারোগ হইতে আগে আপনি মুক্ত হও।” কথিত আছে হরিদাস কবিরাজ নানকের অলৌকিক ভাব ও কথায় অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁহার অন্তরের মোহ কাটিয়া গেল, তাঁহার মন একেবারে আর্দ্র হইয়া উঠিল এবং তিনি অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিয়া নানকের স্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবশেষে নানকের পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কালু, তোমার পুত্র সামান্য লোক নহেন, ইনি পরম ধন দান করিয়া সংসারের জীবদিগকে মুক্ত করিবেন।”

খারা সওদা।

একবার মহিতা কালুর অত্যন্ত উত্তেজনা ও অনুরোধে নানক বিষয়কার্য্য করিতে সম্মত হন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিশ টাকা ও ভাই বালা নামক

* বৈদ বুলাইয়া দৈদগী পকড় ডণ্ডোলে বাহি ইত্যাদি—শ্লোক মহল্লা ১।

একজন পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে দিয়া (খারা সওদা) উৎকৃষ্ট ব্যবসায় করিতে প্রেরণ করেন। ভাই বালা বস্ত্রাদি লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। একমাত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে পিতার মন স্বভাবতঃ মায়ায় বিগলিত হইল, উপদেশ দ্বারা পুত্রকে সতর্ক ও আশ্বস্ত করিতে করিতে তিনি কিছুদূর পর্য্যন্ত নানকের সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং বিদেশে গিয়া ভাই বালা নানকের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ও যত্নবান্ হইবেন বার বার তাঁহাকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া অবশেষে দুঃখিত ও বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নবীন যোগী নানক নির্জ্জনে যাইতে যাইতে মনের অনুরাগে বালার সহিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গভীর তত্ত্বকথা কহিতে লাগিলেন। মোহজালে আবদ্ধ বালার মনে তাহা প্রবেশ করা অসম্ভব, তিনি তদুত্তরে কেবল সংসারেরই কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে যাইতে যাইতে বার ক্রোশ অন্তরে কোন বৃক্ষ লতা ফল ফুলে সুশোভিত একটি নির্জ্জন স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে একটী সাধু মণ্ডলী তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহারা সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, অন্ন বস্ত্রের কিছুমাত্র ভাবনা নাই, কেবল সাধন ভজন তপস্যা সমাধিই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। কেহ বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর সাধন করিতেছেন, কেহ বা যোগাসনে বসিয়া গভীর সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কেহ বা চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তন্মধ্যে বসিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছেন, কেহ বা স্নানান্তে একমাত্র কৌপীন পরিধান করিয়া অঙ্গবস্ত্র খানি রৌদ্রে শুষ্ক করিতেছেন। তাঁহাদের দলপতি মহন্ত ব্যাঘ্র চর্ম্মোপরি বসিয়া মধ্যস্থলে গ্রন্থপাঠ করিতেছেন। সন্তগণের বৈরাগ্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধন ভজন ও ব্যবহারাদি দেখিয়া নানকের মন একেবারে বিমোহিত হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্য তিনি আর কখন দেখেন নাই, তাঁহার পদদ্বয় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িল, তিনি সেইখানে অবাক্ হইয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ এক স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালা নানককে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, নানক বলিলেন "ভাই বালা, সম্মুখে যাহা দেখিতেছি তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য আর কোথায় পাইব? পিতা মহাশয় আমাকে উৎকৃষ্ট ব্যবসায় করিতে

আদেশ করিয়াছেন, আমি এ অবসর আর ছাড়িতে পারি না। তুমি আমাকে ঐ বিশ টাকা দেও, এই সমস্ত মহাপুরুষের সেবার জন্য তাঁহাদের পদতলে তাহা সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হই, ইহা দ্বারা তাঁহাদিগকে সুখী করা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যবসায় এ সংসারে কোথায় পাইব?" এই কথা শুনিয়া ভাই বালা বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনার পিতা কি প্রকার কঠোরপ্রকৃতি সংসারাসক্ত ব্যক্তি তাহা আপনি জানেন, তিনি বাণিজ্যের জন্য এই বিশ টাকা দিয়াছেন; আপনি তাহা সাধু সেবায় ব্যয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তিনি বিরক্ত হইয়া যে কি করিবেন তাহা ভাবিলেও ভয় হয়। এ বিষয় আমি আর কি বলিব, আপনি তাঁহার পুত্র আর তিনি আপনার পিতা, যাহা ভাল হয় করুন; কিন্তু আমি ফলাফলের জন্য দায়ী নই। আমি চিরকালই আপনার অনুগত; আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিতে প্রস্তুত।" এই কথা বলিয়া বালা বিশ টাকা নানককে প্রদান করিলেন, তিনি তাহা হস্তে লইয়া সন্তদিগের নিকট অগ্রসর হইলেন। বিনয় ও ভক্তিতে গদগদচিত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং অতি বিনম্র ও সুকোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে সাধু মহাশয়গণ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি সকলই আপনাদের অনাবৃত শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আপনারা কোন বস্ত্রাদি পরিধান করেন না, অথচ আপনাদের শরীর কান্তি ও লাবণ্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি। আপনারা সঙ্গতির অভাবে কি বস্ত্রাদি পরিধান করেন না, না ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন?" সাধুগণ অল্পবয়স্ক নানকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আমোদিত হইয়া সস্নেহে উত্তর করিলেন, "হে বালক, আমরা নির্ব্বাণসাধক সাধু, বস্ত্রাদি পরিধান করা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। তুমি এ সমস্ত প্রশ্ন কেন করিতেছ?" নানকের অলৌকিক ভাব দেখিয়া সংসারাসক্ত ভাই বালার মনে সমূহ আশঙ্কা উপস্থিত হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, গাত্রোত্থান করুন, মহিতাজি খারা সওদা করিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন; আমাদের এ স্থানে থাকিয়া এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" নানক উত্তর করিলেন "দেখ ভাই বালা, আমি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট "খারা সওদা" আর কোথায় পাইব?"

ইহাতে নিশ্চয়ই লভ্য হইবে লোকশানের কোন সম্ভাবনা নাই।” বালা এই কথা শুনিয়া আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবলই এই কথা বলিলেন “তবে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন।” নানক সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা তো বস্ত্র পরিধান করেন না দেখিতেছি, কি প্রকারে আপনাদের ভোজন চলে?” সাধুদের মধ্যে এক জন উত্তর করিলেন “আমরা লোকালয়ে বাস করি না, প্রান্তর ও উদ্যান মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করি, তিনি আমাদিগের অন্নজল যোগান। প্রতি দিন আমাদিগকে যাহা দেন আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি।” নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম কি?” সান্ত বলিলেন, “আমার নাম সন্তরেণু” (সাধুদিগের পদধূলি)। এই সমস্ত কথা শুনিয়া ও ব্যাপার দেখিয়া নানকের মন একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া গেল. তিনি স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং সেই বিশ টাকা মহন্তের পদতলে অর্পণ করিলেন। মহন্ত টাকা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “হে বালক, এ টাকা লইয়া আমরা কি করিব? আমরা টাকা গ্রহণ করি না।” নানক তচ্ছ্রবণে ঐ টাকা লইয়া নিকটস্থ বাজার হইতে চাউল, ময়দা, ঘৃত, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিজে ক্রয় করিয়া সন্তমণ্ডলীর নিকট রাখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সাধুভোজন করাইয়া মনের সাধ মিটাইলেন। নানক সন্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় লইয়া তালবণ্ডী অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার মন একেবারে উদাস হইয়া গেল, ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি গৃহে না গিয়া নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীর নিকট বসিয়া ভাবাবেশে রহিলেন। বালা ভয়ে কালুর সহিত দেখা করিতে না পারিয়া আপন গৃহে উপনীত হইলেন, এবং বিশ টাকার কথা কালুকে কি বলিবেন সে বিষয় অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। নানকের পিতা তাঁহাদের প্রত্যাগমনের কথা শুনিয়া বালাকে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং ক্রোধে একেবারে প্রজ্বলিত হুতাশন সম হইয়া নানকের অন্বেষণে বাহির হইলেন। পুষ্করিণীর তীরে নানক পিতাকে দেখিয়া পিতার চরণে প্রণিপাত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ক্রোধে অন্ধ সংসারাসক্ত কঠোরহৃদয় কালু সেই ক্ষণেই তাঁহাকে ধরিয়া

অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন। নানকের নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবারি অনবরত বর্ষিত হইতে লাগিল, চারি দিকে বিষম কোলাহল উঠিল। গ্রাম্য জমিদার রায় বুলার নানকের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নানককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। কথিত আছে, তিনি নানকের পিতার নৃশংস ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে ও নানককে ডাকাইয়া নানকের অসাধারণ গুণের যৎপরোনাস্তি প্রশংসাপূর্ব্বক কালুকে অত্যন্ত তিরস্কার ও ভয়প্রদর্শন করিলেন, এবং ভবিষ্যতে আর কখন তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কঠোর ব্যবহার না হয় তজ্জন্য তিনি বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন। সাধুসেবায় যে বিশ মুদ্রা নানক ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পিতাকে তিনি আপনি প্রদান করিলেন। মহিতা কালু রায় বুলারের ঈদৃশ ব্যবহারে লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া নানকের সংসারসম্বন্ধে অত্যন্ত ঔদাসীন্য ও তজ্জন্য তাঁহার ও তাঁহার সমস্ত পরিবারের দুঃখ ও ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া পুত্রসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পিতৃগৃহ ত্যাগ ও সুলতানপুর গমন।

ক্রমে নানকের বয়স বিংশতি বৎসর হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বদাই সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের সহবাসে থাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। একদিন গ্রামের প্রান্তে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানক তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার নিকট একটি জলপাত্র ও একটি স্বর্ণের অঙ্গুরী ছিল। অসংসারী বৈরাগী বলিয়া নানকের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার হইয়াছিল। সেই সাধু নানককে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "হে বালক, তোমার হস্তের ঐ অঙ্গুরী ও জলপাত্রটি আমাকে দেও। কারণ সকল জীবই সমান, আমি যে পদার্থ তুমিও সেই পদার্থ।" নানক এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গুরী ও জলপাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সাধু অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিলেন; "হে বালক, এই সমস্ত দ্রব্য আমার গ্রহণ করাই হই-

য়াছে, এক্ষণে তুমি এ সকল পুনর্গ্রহণ কর, ইহাদিগকে তোমারই নিকট রাখ” এই কথা শুনিয়া নানক বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, “হে স্বামী দেবতা, একবার মুখ হইতে যে মুখামৃত বিনির্গত হয় কে তাহা মুখমধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট করে? আমি যাহা একবার ত্যাগ করিয়াছি আর তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।” নানকের ভাব দেখিয়া সন্ন্যাসী তখন বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন, “হে নানক, তুমিই প্রকৃত নিরহ-ঙ্কারী আত্মত্যাগী। আমরা কৃত্রিম বৈরাগী মাত্র।” নানক গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানক, স্বর্ণের অঙ্গুরী ও জলপাত্র কোথায় ফেলিলে?” নানক কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কৃপণ ও ক্রূরস্বভাব কালুর মন সহজে পরিবর্ত্তিত হইবার নয়। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা ও জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “নানক, এ পর্য্যন্ত আমি তোমার অনেক অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ সহ্য করিয়া আসি-য়াছি, আমি তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তুমি এমনি দুর্ব্বুদ্ধি ও মূঢ় যে তাহাতে একটুমাত্র কর্ণপাত কর নাই, আমি তোমার অত্যাচার এখন আর সহ্য করিব না, তুমি এই দণ্ডেই আমার গৃহ হইতে দূর হও, আমি আর কাহারও কথা শুনিব না।” নানকের অলৌকিক ভাব ও কার্য্য দেখিয়া তত্রস্থ ভূস্বামী রায় বুলারের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ক্রমেই তাঁহার উপর প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। নানক তাঁহার পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি কালুকে ডাকাইয়া কহিলেন, “দেখ কালু, নানক আর তোমার নিকট থাকিবেন না, তিনি সামান্য লোক নহেন, তুমি তাঁহার উপযুক্ত নও। তোমার একমাত্র এমন পুত্র নানক, তুমি যত্ন করিয়া তাঁহাকেও রাখিতে পারিলে না। তুমি নিতান্ত হতভাগা। আমি তাঁহাকে অন্যত্র পাঠাইব।” নানকের পিতা কালুর নানকী নামে যে কন্যা ছিল তিনি নানক অপেক্ষা অধিক বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন না। সুল্‌তানপুর গ্রামের জয়রাম পল্‌তে নামক জনৈক অত্যন্ত সজ্জন, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্‌ ও সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় যুবার সহিত রায় বুলারেরই যত্নে তাঁহার বিবাহ হইয়া-ছিল। তিনি স্বভাবতই নানকের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। নবাব দৌলত খাঁ লোদির কমিশরিয়েট সংক্রান্ত মুদিখানায় তিনি কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন।

নানকের ভগিনী নানকীও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সরলচিত্তা ও সহৃদয়া মহিলা ছিলেন। নানকের প্রতি তাঁহার যে কেবল স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ ছিল তাহা নহে, তিনি ভ্রাতার জীবনের মহত্ত্ব ও অলৌকিক উচ্চ ভাব বুঝিতেন। নানক যে ঈশ্বরপ্রেরিত, জীবের মঙ্গলের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও তিনি কিয়ৎ পরিমাণে অবগত ছিলেন। তিনি নানকের সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন না, তিনি ও তাঁহার স্বামী উভয়েই তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম করিতেন। রায় বুলার নানককে সুলতানপুরে তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন।

১৫৪৪ সংবৎ মাঘ মাসে গুরু নানক তালবণ্ডী হইতে সুলতানপুরে ভগ্নীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুলতানপুর বিপাশা নদীতীরে কপুর্থালা রাজ্যাধীন। কথিত আছে, নানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভক্তির সহিত তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। তাহাতে গুরু নানক অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভগ্নি, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার, আমি তোমার কনিষ্ঠ, আমি তোমাকে প্রণিপাত করিব, না তুমি আমাকে অগ্রেই প্রণাম করিলে?" নানকী অত্যন্ত বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি কে তাহা আমি চিনিয়াছি, তুমি সামান্য মনুষ্য নও, নিরাকার ঈশ্বরের প্রকাশ ও পরম ভক্ত, তুমি জীবদিগের উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ।" জয়রাম প্রথমে গৃহে ছিলেন না, গৃহে আসিয়া তিনিও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গুরুতর সম্বন্ধ বলিয়া নানক জয়রামের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণিপাত করিতে গেলেন। কিন্তু জয়রাম বল-পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে প্রণাম করিবে এরূপ কখন হইতে পারে না, তুমি যে সামান্য পুরুষ নও তাহা আমি জানি, তোমার শুভাগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইয়াছে।" নানকী তালবণ্ডীর বার্ত্তা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং সকলে মিলিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মুদিখানা।

এই সময় মুদিখানার কার্য্য করিবার জন্য নানকের প্রতি "ঈশ্বরের আদেশ" হইল। সুলতানপুরে নবাব দৌলতখাঁ লোদির যে কমিশরিএটের এক মুদিখানা ছিল, ইহার এক জন কর্য্যাধ্যক্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল। জয়রাম নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নানক, তুমি কি নবাব সাহেবের মুদিখানার কার্য্যাধ্যক্ষ হইতে ইচ্ছা কর?" নানক উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা আমি তাহাই করিব, পরিশ্রম সহ যে অর্থ উপার্জ্জিত হয় তাহা শুদ্ধ, মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন যে, ন্যায় পথে থাকিয়া যে অন্ন আহরণ করা হয় তাহাই উৎকৃষ্ট।" নানকী বলিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি কেন অসার কার্য্যের জন্য বৃথা অত পরিশ্রম করিবে? তুমি ভগবানের আরাধনা ও সন্ন্যাসী ফকীরদিগের সহবাসে থাকিতে ভাল বাস, তুমি তাহাই করিয়া দিন কাটাইবে, ভগবান্ যাহা দিতেছেন আমাদিগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।" নানক তাঁহাদিগের উপর অন্ন বস্ত্রের জন্য নির্ভর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তাঁহার ভগিনী উত্তর করিলেন, "তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করিও।" তিনি আপন স্বামীকে কহিলেন, "আপনি নানকের জন্য কোন ক্ষত্রিয়ের কন্যা অনুসন্ধান করুন, বিবাহ হইলে কার্য্যে তাঁহার মনোনিবেশ হইবার সম্ভাবনা। জয়রাম নানককে দৌলত খাঁ লোদির নিকট লইয়া গেলেন। দৌলত খাঁ নানকের অসাধারণ ভাব ও বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অগ্রিম এক সহস্র টাকা দিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে মুদিখানার ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন, নানক মুদিখানায় গিয়া কার্য্যভার লইলেন। তাঁহার পুরাতন ভক্ত ও দাস ভাই বালা সকল আশা ত্যাগ করিয়া গুরু নানকেরই অনুগামী হইয়াছিলেন, তিনিও এই সময়ে সুলতানপুরে নানকের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। নানক বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বালার মনোভঙ্গ হইয়া উঠিল। তিনি এক দিন নানককে বলিলেন, "গুরু মহাশয়, আপনি তো সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মুদিখানা চালাইতে আরম্ভ করিলেন, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন, আমি কেন আর বৃথা আপনার সঙ্গে এখানে

থাকি? আমিও আপন গৃহে গিয়া কোন বিষয় কার্য্য দ্বারা আপনার ভরণ পোষণের চেষ্টা করি।" নানক এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "ভাই বালা, তুমি আমার সহিত 'কাঁচা পীরিত' করিয়াছ? তোমাকে লইয়া আমাদের অনেক কার্য্য আছে, তুমি এখনই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?" বালা কহিলেন, "মহাশয়, আপনি ক্ষত্রিয়তনয়, আপনি জাতীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন, আমিও গৃহে যাইয়া আমার পৈতৃক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।" গুরু নানক এই কথা বলিলেন, "শুন ভাই বালা, তুমি এখন আমাকে বাধা দিও না, এইরূপই হইতে দেও। পরে আমাদিগের যাহা করিবার আছে তাহাই করিব। এখন তুমি কেবল নিরাকার ঈশ্বরের লীলা দেখ, নিরাকার প্রভু যে কি করিবেন তাহাও সন্দর্শন কর, এবং আমাদেরই সঙ্গে থাক।" তখন বালার সংশয় সকল তিরোহিত হইয়া গেল, তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "হে গুরুজি, তোমার প্রসন্নতা লাভই আমার জীবনের একমাত্র কার্য্য, তুমি যেরূপ আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তুমি জান, বাল্যকাল হইতে আমি তোমারই অনুগামী, যন্ত্রী যেরূপ যন্ত্র চালায় তদ্রূপ তুমি আমাকে চালাইতেছ। তুমি আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।" ভাই বালা এই সময় হইতে গুরু নানকের নিকট থাকিয়া মুদিখানার কার্য্যে তাঁহারই সহকারী হইয়া রহিলেন। নানক মুদিখানার কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রতি মাসে নবাবের নিকট হিসাব করিয়া লাভের টাকা বুঝাইয়া দিয়া আপনার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে "নানক মুদিখানা হইতে বস্ত্রার্থিদিগকে বস্ত্র, অন্নহীনদিগকে তণ্ডুলাদি ও দুঃখিদিগকে অকাতরে অর্থ দান করিতেন। যে ব্যক্তি মূল্য দিয়া পাঁচ সের দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিত তাহাকে তিনি সাড়ে পাঁচ সের ওজন করিয়া দিতেন, তাহাতে দোকানে সর্ব্বদাই লোকের অতিশয় জনতা হইত এবং সকলেই অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া নানককে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিত।" তালবণ্ডী পর্য্যন্ত নানকের উদারতা, যশ ও কীর্ত্তির কথা বিস্তার হইয়া পড়িল, কালু তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অবিলম্বে সুলতানপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। নানক

পিতাকে দূরে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন; কালুও অত্যন্ত স্নেহের সহিত পুত্রের মস্তক চুম্বন করিয়া তাঁহাকে ক্রোড় প্রদান করিলেন। কালুকে দেখিয়া নানকী ও জয়রাম অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ক্রমে সকলে একত্র হইয়া আনন্দের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কালু নানকের জীবনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস নানক, তুমি প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ, এই কাল মধ্যে কত টাকা লাভ করিলে এবং কত টাকাই বা সঞ্চয় করিলে তাহা আমাকে বল।" নানক উত্তর করিলেন, "পিতা মহাশয়, একাল মধ্যে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি কিন্তু সকলই ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আমার হস্তে একটি কপর্দ্দকও নাই।" এই কথা শুনিয়া মহিতা কালু একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত দুর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে নানকী বলিলেন, "পিতা, নানককে আপনি কেন এরূপ অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন? নানক এখানে আসিয়া অবধি আপনার এক পয়সাও ক্ষতি করেন নাই। এতদিন তিনি কোন কর্ম্মকার্য্য করিতেন না, আপনি তাহাতে অত্যন্ত দুঃখ করিতেন; কিন্তু এখন উত্তমরূপে বিষয় কার্য্য করিতেছেন তাহা দেখিয়াও আপনি কৃতজ্ঞ হইতেছেন না। নানক যেরূপ বিষয় কার্য্য করিতেছেন, মন দিয়া এইরূপ আর কিছুদিন করিলে শীঘ্রই যথেষ্ট লভ্য হইবে সে জন্য চিন্তা নাই। পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে চৌনীবংশীয় মূলা নামক ক্ষত্রিয়ের একটী সুন্দরী কন্যা আছে, তাঁহার সহিত নানকের সম্বন্ধ হইতেছে। আপনিও আর গৃহে ফিরিয়া যাইবেন না, মাতা ঠাকুরাণীকেও এইখানে আনয়ন করা যাইবে।" কালু উত্তর করিলেন, "তোমাদিগেরই হস্তে আমার নানককে আমি সমর্পণ করিয়াছি, যাহাতে ভাল হয় তোমরা তাহাই করিও। এখন আমি বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ তালবণ্ডী যাইব, নানকের সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাকে সংবাদ দিও, ত্রিপতাসহ আমরা এখানে আসিব, কিন্তু পুত্র জয়রাম, তুমি দৃষ্টি রাখিও যেন নানক অকারণ অর্থ নষ্ট না করে। নানক যেরূপ লোক তাহাতে লক্ষ টাকা তাহার নিকট তৃণবৎ। তুমি তাহার নিকট এক কপর্দ্দকও থাকিতে দিও না, লভ্যের সকল টাকাই

তুমি আপনি রাখিয়া দিও।" নানকী ভ্রাতার বিরুদ্ধে কাহার কোন কথা সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি উত্তর করিলেন, "পিতা মহাশয়, আপনি চিন্তিত হইতেছেন কেন? নানক কোন অসৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করেন না, ক্ষুধার্ত্তকে তণ্ডুল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র ও দীনদুঃখীদের অর্থ দান করিয়া থাকেন, সন্ন্যাসী ফকীর ও সাধুদিগের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার এতাধিক অর্থব্যয় দেখিয়া আমাদের ভয় হইত, বুঝি তিনি নবাবকে হিসাব দিতে না পারিয়া আমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবেন। কিন্তু বলিব কি, এত ব্যয় করিয়াও মাসে মাসে নবাবকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব বুঝাইয়া দিয়া যথেষ্ট লাভ দেখাইয়া দেন। আমার নিকট নানক সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হয় না।" পরে কালু বালাকে ডাকাইয়া নানক যাহাতে অর্থ নষ্ট করিতে না পারে তদ্বিষয় সতর্ক করিতে লাগিলেন। নানক-বিশ্বাসী ও সরলচিত্ত বালা কালুর অর্থপিপাসায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমাকে আবার অপব্যয় সম্বন্ধে আপনি কি সতর্ক করিতেছেন? ঘৃত ভক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিকট অপব্যয় বলিয়া বোধ হয় কিন্তু মহিতাজি, আমি দেখিয়া আসিতেছি আপনার পুত্র নানক সামান্য মনুষ্য নন, তিনি পরমেশ্বরের প্রকাশ। আপনি কেবল অর্থব্যয় সম্বন্ধে বৃথা চিন্তা করিয়া বেড়ান। আমি আপনার পুত্রেতে এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে তিনি ভিন্ন আমার জীবনে ভাবনার বিষয় আর কিছুই নাই। নানকের যাহা ইচ্ছা হয় তিনি তাহাই করেন আমরা তাহাতে আর কি কথা বলিব? যদ্যপি আপনার টাকার প্রতি এত মায়া হয় তবে আপনি নিজে এখানে আসিয়া থাকুন, অর্থ সকল নিজ হস্তে সংগ্রহ করুন।" কালু অনেক কথোপকথনের পর সুলতানপুর হইতে যাত্রা করিয়া তালবণ্ডী উপনীত হইলেন।

বাগ্‌দানানুষ্ঠান ও অর্থলাভ।

কালু তালবণ্ডী প্রত্যাগমন করিলে মাতা ত্রিপতা নানকের মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, নানকের পিতা উত্তর করিলেন, "নানক শারীরিক মন্দ নহে কিন্তু তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, অনেক টাকা উপার্জ্জন

করিয়াছে বটে কিন্তু একটী পয়সাও হস্তে রাখিতে পারে নাই, সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছে। ফকীর সন্ন্যাসী দেখিলে এখনও তাহার জ্ঞান থাকে না, সে সকল কার্য্য ছাড়িয়া তাহাদের সহবাসে থাকিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে।"

কথিত আছে নানকের দ্বারা মুদিখানার নোক্‌সান হইতেছে জয়রামের মনে একদা এই সন্দেহ হয়, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখায় সিদ্ধান্ত হইল যে, নোক্‌সান হওয়া দূরে থাকুক একশত পঁয়ত্রিশ টাকা নানকের প্রাপ্য রহিয়াছে। এই সময়ে পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে মূলা নামক ক্ষত্রীয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। লগ্নপত্রের দিন নির্দ্ধারণ করিয়া জয়রাম তৎসংবাদ একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তালবণ্ডীতে প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদে বেদীবংশে অত্যন্ত আনন্দধ্বনি উঠিল, সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন দেশাচারানুসারে মাতা ত্রিপতা নিজ হস্তে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সংবাদবাহক ব্রাহ্মণের মুখে প্রদান করিলেন; স্ত্রীলোকেরা রাত্রিতে একত্র হইয়া মঙ্গল গীত আরম্ভ করিয়া দিলেন। নানকের মাতুলালয় মাঞ্ঝা-নামক স্থানে সংবাদ প্রেরিত হইল। তথা হইতে তাহার মাতামহ রামা, আপন পত্নী তিরাই ও পুত্র কৃষ্ণসহ তালবণ্ডীতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সকলে পিতা মহিতা কালু, খুল্লতাত লালু এবং মাতা ত্রিপতার সহিত একত্র হইয়া ছয় জনে নানকের পিত্রালয় হইতে সুলতানপুর যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। আসিবার সময় ভুম্বানী রায় বুলায়ের নিকট কালু বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন, রায় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "দেখ কালু, নানক একজন পরম সাধু কিন্তু তুমি অত্যন্ত কঠোরচিত্ত; তাঁহার প্রতি অনেক দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছ, এখন হইতে তাঁহার সহিত আর বিবাদ করিও না। আমার পক্ষ হইতে তুমি তাঁহার মস্তক চুম্বন করিও।" মহিতা কালু পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন লইয়া দুই জন দাস সমভিব্যাহারে তালবণ্ডী হইতে শকটারোহণে সুলতানপুরে উপনীত হইলেন। অভ্যাগত স্ত্রীলোকেরা সুলতানপুরেই অবস্থিতি করিলেন, পরে পুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া জয়রাম ও তাঁহার পিতা পরমানন্দ পক্ষকারান্ধাবে মূলার গৃহে উপনীত হইলেন। সংবৎ ১৫৪৪ মাঘ মাসে সমারোহসহ শুভ বাগদা-

নানুষ্ঠান * সম্পন্ন হইয়া গেল। এক বৎসর পরে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে এইরূপ স্থির হইল। যে দুই জন দাস তাঁহাদের সহিত তালবণ্ডী হইতে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে মর্দ্দানা নামে একজন ডোম ছিলেন। ইনি মিরাসি অর্থাৎ গায়কবংশীয় অতি নীচ ডোম জাতি হইতে উৎপন্ন। এই জাতীয় লোক অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়, আজ পর্য্যন্ত পঞ্জাবাঞ্চলে ইহারা সপরিবারে সংগীত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। গুরু নানকের পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত আলোচন করিতে করিতে ক্রমে আমরা দেখিতে পাইব, ভাই বালা ও ভাই মর্দ্দানা গুরু নানকের পরম ভক্ত ছিলেন, ইঁহারা তাঁহারই অনুগামী হইয়া দেহ মন প্রাণ দিয়া গুরুর সঙ্গে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। ভাই বালা গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং মর্দ্দানা ডোম সুমধুর সঙ্গীত সহকারে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন করিতেন। গুরুও ইঁহাদের প্রতি এমনি আসক্ত ছিলেন যে, তিলার্দ্ধের জন্যও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে মর্দ্দানা গুরুকে কহিলেন, "মহাশয়, আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, এখন আমাকে কিছু উৎকৃষ্ট পদার্থ পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করুন।" গুরুর হৃদয় সর্ব্বদাই প্রেম ও দয়ায় বিগলিত এবং চক্ষু স্নেহেতে পূর্ণ থাকিত, যাহার প্রতি একবার সুকোমল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেন তাহার চিত্ত চিরকালের জন্য হরণ করিয়া লইতেন। অতিকঠোর-হৃদয় মহাপাপীরাও তাঁহার প্রেমের জাল কাটিয়া পলায়ন করিতে পারিত না। মর্দ্দানার ন্যায় দীন দুঃখী নীচ জাতীয় সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র। তাঁহাকে দেখিয়া গুরুর হৃদয় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি মর্দ্দানার প্রার্থনা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "মর্দ্দানা তুমি কি লইবে বল? তোমাকে লইয়া আমাদের এখনও অনেক কার্য্য করিতে হইবে।" মর্দ্দানা কহিলেন গুরুজি, "আমাকে কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ প্রদান করুন।" নানক উত্তর করিলেন, "আমার উৎকৃষ্ট

* বিবাহের পূর্ব্বে যে বাগ্দানানুষ্ঠান হইয়া থাকে পঞ্জাবপ্রদেশে তাহাকে "কুড়মাই" বলে। ইহা সম্পন্ন হইলে পর বিবাহ স্থির হইয়া যায়, অন্যথা হয় না এবং বর কন্যার অভিভাবকগণ পরস্পরকে উপঢৌকনাদি আদান প্রদান ও আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন।

পদার্থে তোমার বড় দুঃখ হইবে।” মর্দ্দানা বলিলেন, “আপনি আমাকে উৎকৃষ্ট পদার্থ দান করিবেন অথচ আমার দুঃখ হইবে এ কিরূপ কথা?” নানক উত্তর করিলেন, “মর্দ্দানা, তুমি জাতিতে মিরাসি কেবল অর্থ ও বস্ত্র বোঝ, অবিলম্বে যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে সে বিষয় তুমি কিছুই জান না।” তখন মর্দ্দানা বলিলেন, “গুরুজি, আপনি যে উৎকৃষ্ট পদার্থের কথা অবগত আছেন তাহাই আমাকে প্রদান করুন।” গুরু নানক উত্তর করিলেন, “মর্দ্দানা, আমরা * তোমাকে সংগীতে নৈপুণ্য গুণ প্রদান করিলাম, আমাদিগের এই বিদ্যায় বিশেষ প্রয়োজন আছে।” এই কথা শুনিয়া মর্দ্দানা গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, “হে গুরুজি, আপনি আমাকে যেখানে রাখিবেন আমি তথায়ই থাকিব।” গুরু নানক মর্দ্দানার দীনতা ও আনুগত্য দেখিয়া আপনার গাত্র হইতে অঙ্গ বস্ত্র লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন ও কোল দান করিলেন। মর্দ্দানা বস্ত্র খানি লইয়া গলদেশে রাখিলেন। নানক বলিলেন, “মর্দ্দানা, তুমি আমার আর একটী কথা শুন, তুমি অনেক দিন হইতে আমাদিগের বেদী বংশকে সঙ্গীত দ্বারা আমোদিত করিতেছ, এখন হইতে তুমি আর কাহারও দ্বারস্থ হইও না।” মর্দ্দানা বলিলেন, “মহাশয়, আমিও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকিতে চাহি, কিন্তু আপনি আমার সহায় হউন।” গুরু নানক উত্তর করিলেন, “মর্দ্দানা, প্রভু সকলেরই সহায়।” এই সমস্ত কথোপকথনে সদ্‌গুরুর কৃপায় মর্দ্দানার মোহ অন্ধকার দূর হইয়া গেল, তাঁহার অন্তরে পরমানন্দ ও জ্ঞানজ্যোতির উদয় হইল, তিনি ভক্তিভরে গুরুর চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহারই চিরানুচর হইয়া রহিলেন। নানকের পিতা মাতা প্রভৃতি সকলে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

* মহাপুরুষ বিধানপ্রবর্ত্তকগণ অনেক সময় আপনাকে উল্লেখ করিয়া বিধান সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিবার সময় এক বচন “আমি” “আমাকে” শব্দের স্থলে বহুবচনসূচক “আমরা” ও “আমাদিগকে” শব্দ ব্যবহার করেন। বোধ হয় তাঁহারা আপনার ভিতর বিধাতা ও বিধানকে অত্যন্ত জাগ্রদ্রূপে অনুভব করেন বলিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করেন।

নানক পূর্ব্ববৎ অর্থহীনদিগকে অর্থ, বস্ত্রহীনদিগকে বস্ত্র ও অন্নহীনদিগকে তণ্ডুল দান এবং সাধুসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার এতাধিক অর্থব্যয়ে চারিদিকের লোকেরা কহিতে লাগিল যে, নানক নবাব সাহেবের অর্থের অত্যন্ত অপব্যয় করিতেছে, অবিলম্বেই মুদিখানার সর্ব্বস্বান্ত করিবে। জয়রাম ও নানকী একথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। নানক তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জয়রামকে বলিলেন, অনেক দিন অতীত হইল এখন একবার নবাব সাহেবকে মুদিখানার হিসাব দেওয়া আবশ্যক। জয়রাম একথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং নবাব সাহেবকে অবগত করায় তিনি নানককে ডাকাইয়া বলিলেন, "ওহে মুদি, তুমি অত্যন্ত অপব্যয়ী লোক, অনেকেই তোমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছে, তুমি আমার মুদিখানার টাকা নষ্ট করিয়াছ কেন?" অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত নানক উত্তর করিলেন, "নবাব সাহেব আপনার জয় হউক! আমার হিসাবে আপনি দেখুন, যদি তাহাতে আপনার টাকা প্রাপ্য থাকে, আপনি তাহা গ্রহণ করুন এবং আমার প্রাপ্য হইলে আমাকে তাহা প্রদান করুন।" নবাব, যাদব রায় নবিসিন্দাকে নানকের হিসাব বুঝিয়া লইতে আদেশ করিলেন। কথিত আছে, যাদব রায় নানকের নিকট উৎকোচ চাহিয়াছিলেন, নানক তাহা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে অনেক বিপাকে ফেলিবার উদ্দেশে খুব তন্ন তন্ন করিয়া ক্রমাগত পাঁচ দিন ধরিয়া হিসাব লন, কোন ছিদ্র বাহির করিতে না পারিয়া অবশেষে বিলক্ষণ অপদস্থ হন। হিসাবে তিন শত একুশ টাকা নানকের প্রাপ্য বাহির হয়। নবাব দৌলত খাঁ লোদি সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলেন যে, এত দিন লোকেরা তাঁহার নিকট নানকের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যাগ্লানি মাত্র। গুরু নানকের কথা, ভাব ও রূপের এমনি গূঢ় আকর্ষণ ছিল যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সহবাসে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত তাহার মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারিত না। নবাব দৌলত খাঁ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুপম আসক্তি অনুভব করিলেন এবং কৌতূহল সহকারে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

নানক উত্তর করিলেন, "আমার নাম নানক নিরঙ্কারী।" নবাব নামের অর্থ না বুঝিতে পারিয়া জয়রামকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়রাম বলিলেন যে "রূপ ও আকারবিহীন সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের ভক্ত ও দাস, ইহাই আপনার মুদির নাম।" নবাব এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ যুবার বিবাহ হইয়াছে কি না?" জয়রাম বলিলেন "শীঘ্রই বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে, এক্ষণে যদি আপনার কৃপা হয় তবে আপনার দাসের অদ্যই বিবাহ হইতে পারে।" নবাব পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন "যতদিন উহার বিবাহ না হয় ততদিন ও অনায়াসে ঈশ্বরের দাস ও ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী গৃহে আসিলে কতদূর দাসত্ব ও ভক্তি থাকে তাহা বুঝা যাইবে। অসংখ্য ঋষি, মুনি, তপস্বী, পীর ও ফকীর দেখা গিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের সহবাসে তাহাদের আর এক প্রকার মতি হইয়া উঠিয়াছে।" নানক এই কথা শুনিয়া তেজ ও জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "পরমেশ্বরের প্রতি যাঁহাদের প্রেম পূর্ণভাব ধারণ করে নাই, তাঁহাদের দশা ঐরূপ হইতে পারে; কিন্তু যাঁহার মনে সেই ভগবান্ অনুদিন জাগ্রৎ ও বিদ্যমান, ক্ষণকালের জন্যও দূরে নহেন, যাঁহার মন আপনাআপনি অনবরত তাঁহারই মহিমা দর্শন ও কীর্ত্তন করিতেছে, স্ত্রীলোক তাহার কি করিবে? তাঁহার নিকট স্ত্রীলোকের শরীর অসার রক্ত, মাংস, অস্থি ও মল মূত্রের সমষ্টি মাত্র বলিয়া বোধ হয়; যে ভাগ্যবান্ পুরুষ ঈশ্বরের ও প্রেমিক ভক্ত এবং যোগ বলে ঈশ্বরের অনুরূপ হইয়া যায়, অসার স্ত্রীলোক তাহার কি করিবে?" নানকের অপূর্ব্ব কথাগুলি শুনিয়া ও স্বর্গীয় তেজ ভাব ও শরীরের অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া নবাব দৌলত খাঁ লোদির মনের মোহ তখনকার মত দূর হইয়া গেল, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইল, তাঁহার মন বিগলিত হইল, তিনি ভবানীদাস খাজাঞ্চীকে ডাকাইয়া নানকের প্রাপ্য টাকা ও তিন সহস্র টাকা নানককে পারিতোষিক-স্বরূপ দিতে আদেশ করিলেন। নানক এই সমস্ত মুদ্রা লইয়া গৃহে আসিয়া ভগিনী নানকীর হস্তে প্রদান করিলেন।

বিবাহ।

গুরু নানকের বিবাহের দিন নিকটস্থ হইলে নানকী গৃহে মঙ্গলগীত আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং নিধি নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা যথারীতি এলাচি ও নগদ পাঁচ টাকা এবং হরিদ্রা ও জাফ্‌রাণ রঙ্গে ভূষিত করিয়া একখানি নিমন্ত্রণপত্র তালবণ্ডীতে প্রেরণ করিলেন। কালু নানকের মাতুলালয়ে বিবাহের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তথায়ও আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। নানকের পিতা রায় বুলারের নিকট গিয়া বলিলেন, "রায়জি, আপনার দাস নানকের বিবাহের দিন উপস্থিত, আমরা সকলে সুলতানপুর যাত্রা করিতেছি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।" রায়, কালুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কালু, তুমি নানককে আমার দাস বলিয়া আর পরিচয় দিও না, তিনি যে কে তাহা তুমি জান না। তুমি তাঁহাকে আর সামান্য ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিও না। দেখ আর একটী কথা বলি, তোমার স্বভাবটা বড় কঠোর, সাবধান হইয়া তোমার বৈবাহিক মূলার সহিত ব্যবহার করিও, তাঁহারও স্বভাবটা তোমারই মতন কঠোর, দেখ যেন বিবাদ করিয়া শুভ কার্য্যের কোন ব্যাঘাত করিও না।" কালু সুপ্রসন্নচিত্তে উত্তর করিলেন, "রায়জি, নানক আমার এক মাত্র পুত্র, আজ তাহার বিবাহ উপস্থিত, আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলের দিন; আমি কি এ সময়ে রাগ করিতে পারি?" রায় বুলার উত্তর করিলেন, "পরমেশ্বর মঙ্গল করিবেন, তোমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি সুলতানপুরে যাইয়া নানককে আমার প্রণাম জানাইও ও আমার স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিও।"

রায় বুলারের নিকট কালু বিদায় গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুলতানপুর যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা লালু ও তাঁহার পুত্র এবং বেদী বংশীয় আর কয়েক জন একত্র হইয়া বিবাহোৎসবে যাত্রা করিলেন, নানকের মাতুলালয় মাঞ্ঝা গ্রাম হইতে রামা ও কৃষ্ণাও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। তাঁহারা সকলে গোযানে আরোহণ পূর্ব্বক পাঁচ দিনে সুলতানপুরে উপনীত হইলেন। জয়রামের গৃহে খুব সমারোহ হইতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা রাত্রিতে মঙ্গলগীত করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট শুভ দিনে অভ্যাগত ব্যক্তিগণ, কালু, লালু ও জয়রাম, এবং পরমানন্দ, ব্রাহ্মণ ও

দাসদিগকে লইয়া, বরপাত্রসহ পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ক্রমে কন্যাকর্ত্তার বাটীর সন্নিকট একটি উদ্যানে উপনীত হইলেন। নিধি ব্রাহ্মণ কন্যাকর্ত্তার বাটীতে অগ্রসর হইয়া বরযাত্রিদিগের শুভাগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। মূলা আপন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে আহ্বান করিয়া হিতে নামক গ্রাম্য চৌধুরীর * নিকট গিয়া বলিলেন, "চৌধুরী মহাশয়, বর-যাত্রিগণ আসিয়া জম্বু নামক উদ্যানে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আহারীয় সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া দিন, যেন কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়। তাঁহা-দিগের অভ্যর্থনার জন্য আপনি আমাদিগের সঙ্গে চলুন।" চৌধুরী উত্তর করিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, ততদূর চলিতে অক্ষম, পুত্র অজুতাকে তোমা-দের সঙ্গে পাঠাইতেছি। বস্ত্র, আহারসামগ্রী ও জলপাত্র প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তিনি সকলই আনাইয়া দিবেন, আমি তোমাকে একটী কথা বলিয়া দিতেছি, তুমি অত্যন্ত দুর্ম্মুখ এবং কালুরও স্বভাব শুনিয়াছি অত্যন্ত কঠোর, দেখ যেন দুই জনে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ করিয়া শুভ কর্ম্মের ব্যাঘাত করিও না।" মূলা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আত্মীয় কুটুম্বসহ বর ও বরযাত্রিদিগের অভ্যর্থনার জন্য যাত্রা করিলেন; এবং তাঁহাদিগকে যথা-বিধি অভ্যর্থনা করিলেন।

সন্ধ্যাকালে উৎকৃষ্ট বাদ্য ও আলোক সহকারে বরযাত্রিগণ বর লইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বরপাত্র সভাস্থ হইলে যথোচিত সম্ভ্রম প্রদ-র্শিত হইল। গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই পাত্র দেখিতে আসিতে লাগিল, নানকের রূপ লাবণ্য যেন সহস্র গুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কথিত আছে, বিবাহ উপলক্ষে স্বর্গের দেব দেবীগণ তাহা দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করি-লেন এবং আরতি করিতে লাগিলেন ও মর্ত্ত্যলোকবাসীদের সহিত তাঁহারাও জয় ও মঙ্গলধ্বনি আরম্ভ করিলেন। প্রায় দ্বিপ্রহর রজনীতে যথারীতি শুভ উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের আড়ম্বর ও আত্মীয় স্বজনদিগের

* পূর্ব্বকালে প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌধুরী থাকিত, গ্রামবাসীদিগের তিনি অভিভাবকস্বরূপ থাকিতেন। যাহার গৃহে যে শুভকার্য্য বা বিপদাদি উপস্থিত হইত সকল বিষয়ে সে তাঁহারই মুখাপেক্ষা করিত।

আমোদ প্রমোদ এবং স্ত্রীলোকদিগের গোলযোগ ও বিদ্রূপ এ সমস্ত নানকের গম্ভীর ও বৈরাগী মনে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তথায় তাঁহাকে তাঁহার প্রাণের সাধুসন্ত, ফকীর, সন্ন্যাসীদিগের সহবাসে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল, ধর্ম্মবন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ভাই বালা তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি বালাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই বালা, তুমি এ সময়ে আমার নিকট থাকিও, অন্যত্র যাইও না।" সংসারাসক্ত বালা নানকের উচ্চ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি আপনারই সঙ্গে আছি, আপনার নিজ প্রয়োজনীয় যাহা কিছু অর্থ আমারই সঙ্গে আছে।"

তিন দিন বর ও বরযাত্রিকেরা কন্যাকর্ত্তার গৃহে অত্যন্ত সমাদর ও আমোদের সহিত অবস্থিতি করিয়া চতুর্থ দিবসে সকলে সুলতানপুরে যাত্রা করিলেন এবং নববধূ "মাতা সুলখনা চৌনীকে" * শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া সঙ্গে লইলেন। তাঁহারা সকলে জয়রামের গৃহে উপনীত হইলে, কালু ও লালু বরকন্যাকে তালবণ্ডী লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। নানকী জয়রাম ও নানক সকলেই অসম্মত হইয়া উত্তর করিলেন যে, "তাহা হইলে মুদিখানার কার্য্য কি প্রকারে চলিবে?" নানকের শ্বশুর মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন; কন্যাকে আবার অতদূর লইয়া যাওয়া হইবে প্রস্তাবে, তিনিও আপত্তি করিয়া খুব বিবাদ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এই বিবাদ চলিতেছে এমন সময়ে জয়রামের পিতা পরমানন্দ বলিলেন, "প্রিয়তম পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য নানকের মাতা লালায়িত হইয়া গৃহে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে একবার কন্যাকে দেখাইয়া আনা কর্ত্তব্য।" অনেক বাদানুবাদের পর তালবণ্ডীতে মাতার নিকট নানকের সস্ত্রীক যাওয়ার প্রস্তাবই ধার্য্য হইল এবং নানক আপন পিতা ও আত্মীয়

* নানকের বধূর বাল্যকালের নাম "সুলখনা।" "চৌনী" বংশের নাম। রীত্যনুসারে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের সময়ই প্রথম নামটি অন্তর্হিত হয়, কেবল বংশের নামে তাঁহারা আখ্যাত হন। সম্মানার্থে নামের প্রথমে শিখেরা "মাতা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। পঞ্জাবে প্রায় সকল নামই অর্থসংযুক্ত যথা সুলখনা অর্থাৎ সুলক্ষণা, ত্রিপতা অর্থাৎ তৃপ্তা ইত্যাদি।

দিগের সহিত ভগিনী নানকী ও নববধূকে এক শিবিকায় লইয়া তালবণ্ডী যাত্রা করিলেন। আসিবার পূর্ব্বে বালাকে বলিলেন, "ভাই বালা, তুমি মুদিখানায় ভার লও, সাবধানে কার্য্যাদি সম্পন্ন করিও, আমি অল্পদিনের জন্য গৃহে চলিলাম।" বালা উত্তর করিলেন, "গুরুজি, আমি জাতিতে জাঠ, অতি নির্ব্বোধ, আপনার অনুপস্থিতিতে মুদিখানার সকল কার্য্য কি প্রকারে চালাইব?" নানক উত্তর করিলেন "ভগবান্ সকলই করিবেন, তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি কেবল মুদিখানায় গিয়া বসিও। আমি এক মাসের অধিক বিলম্ব করিব না।"

নববধূর সহিত নানকের ব্যবহার।

গুরু নানক একমাস তালবণ্ডীতে অবস্থিতি করিয়া সস্ত্রীক সুলতানপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। নানকের শ্বশুর মূলা আসিয়া আপনার কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। গুরু নানক মুদিখানার কার্য্যেই আবার নিযুক্ত হইলেন। কোন পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে বালা তাহা যথাস্থান হইতে বাহির করিয়া নানকের নিকট দিতেন, নানক স্বহস্তে তাহা ওজন করিয়া ক্রেতাদিগকে দিতেন। ভাই বালা তাঁহার সহকারীর কার্য্য করিতেন, দুঃখী অন্নবস্ত্রহীনেরা যে যাহা চাহিতে লাগিল তিনি তাহাকে তাহাই বিতরণ করিতে লাগিলেন। সকল লোকে বলিত যে, "নানক এইবার নবাব সাহেবের মুদিখানা লুট করিয়া দিলেন।" নানকের মিথ্যা অখ্যাতি নবাব দৌলতখাঁর পর্য্যন্ত কর্ণগোচর হইল। এই সময়ে নানক জয়রামের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুদিখানার নিকট একটি নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীর প্রতি তাদৃশ প্রেম ও অনুরাগ ছিল না। মাতা চৌনী এজন্য অত্যন্ত দুঃখ, রাগ ও ক্রন্দন করিতেন। নানক পত্নীর প্রতি এতদূর উদাসীন হইয়া উঠিলেন যে, দুই মাসের মধ্যে তিনি একদিনও গৃহে আসেন নাই। সর্ব্বদাই সাধু সন্তদের সহবাস ও সেবায় থাকিতেন এবং মুদিখানার অর্থ সামগ্রী হইতে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিতেন। তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী কাহারও নিকট

দুঃখের কথা বলিতে পারিতেন না, আপন মনের দুঃখের আগুনে আপনি পুড়িতেন। কিছু দিন পরে তাঁহার পিতা মুলা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি পিতাকে দেখিয়া একেবারে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "পিতা মহাশয়, আপনি আমাকে কাহার হস্তে ফেলিয়া দিয়াছেন। ইনি আমার ও গৃহের প্রতি একটু মাত্র দৃষ্টি করেন না, কেবলই ফকীর সন্ন্যাসী ও গরিব দুঃখী-দিগকে লইয়া থাকেন।" একে মুলার স্বভাবটা অত্যন্ত কঠোর, তাহাতে কন্যার দুঃখ ও ক্রন্দন দেখিয়া তিনি প্রজ্বলিত হুতাশনসম হইয়া উঠিলেন। জয়রামের নিকট গিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "উত্তম ব্যাপারটাই হইয়াছে, তোমরা আমার কন্যাকে হাতে পাইয়া একেবারে জলে ডুবাইয়া দিয়াছ!" তিনি নানককে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ?" নানক এই কথা শুনিয়া কোন উত্তরই করিলেন না। মুলা অত্যন্ত বিবাদ করিতে লাগিলেন। এই সময় নানকের শ্বশ্রূ চন্দ্রাণী কন্যার দুঃখের কথা শুনিয়া সুলতানপুরে উপনীত হইলেন। চৌনী মাতার নিকট অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাণীও কন্যার দুঃখে কন্যার সহিত কাঁদিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নানকীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, এ তোমার কি প্রকার ব্যবহার? তুমি কিরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে শিখিয়াছ? তুমি পরের কন্যার এইরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছ। তোমার একটুও ঈশ্বরভয় নাই। তোমার ভ্রাতাকে একটী কথাও বলিবে না। তোমার ভ্রাতৃবধূর প্রতি একটুও দৃষ্টি কর না। তিনি কেমন থাকেন তাঁহার সংবাদ একবারও লও না। তোমার স্বামীও একটী কথা বলেন না। তোমাদের মনে কি আছে বল দেখি।" নানকী উত্তর করিলেন, "আমি আমার ভ্রাতাকে কি বলিয়া ভৎর্সনা করিব? তিনি চোর নহেন, ব্যভিচারী নহেন, জুয়া খেলেন না, অন্য কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মও করেন না। তিনি কেবল মাত্র দুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করেন, তিনি নিজে যাহা উপার্জ্জন করেন তাহা তিনি স্বেচ্ছামত ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার দোষ কি? যদ্যপি তোমার কন্যা অন্ন বস্ত্র অভাবে কষ্ট পাইতেন তাহা হইলে আমরা সকলে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতাম। অকারণ আমরা ক্ষত্রিয়ের

পুত্রকে কি প্রকারে তিরস্কার করিব?" এই কথা শুনিয়া চন্দ্রাণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি আপন কন্যার নিকট আসিয়া বলিলেন, "তোমার কথা অনুসারে আমি নানকীকে অনেক তিরস্কার করিলাম, কিন্তু তাঁহার উত্তরে আমি লজ্জিত হইলাম, আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমার কি কখন অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হইয়াছিল?"

সুলখনা উত্তর করিলেন, "মাতঃ, কখন আমায় ক্ষুধিত অথবা বস্ত্রহীন থাকিতে হয় না। অলঙ্কার, বস্ত্র এবং খাদ্য দ্রব্য সকল আমার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু মাতঃ, আমি কি করিব, আমার স্বামী আমার প্রতি ভালবাসা দেখান না। তিনি আমার সহিত কখন মুখ তুলিয়া কথা কন না। এ সকল কথা আমি কাহাকে বলিব? আমি কি করিব?" চন্দ্রাণী এই সমস্ত কথা শুনিয়া নানকীর নিকট পুনর্ব্বার গমন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার ভ্রাতৃবধূকে অনেক ভৎসনা করিলাম, তাঁহার অন্ন বস্ত্রের কোন কষ্ট নাই তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমার স্বামী মুখ তুলিয়া আমার সহিত কথা কহেন না এবং আমার প্রতি প্রণয়প্রকাশও করেন না। আমি কি করিব, তিনি একমাস দুই মাসের মধ্যে একবারও ঘরে আসেন না।" নানকী এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, "মাশীজি, আপনার কন্যাও নিতান্ত সহজ লোক নহেন, তাঁহার স্বভাবটাও অত্যন্ত কঠোর। তিনি নিজ স্বামীর সহিত সেরূপ ব্যবহার করেন না।" চন্দ্রাণী উত্তর করিলেন, "তুমি আপনিই ভাবিয়া দেখ না কেন স্ত্রীলোকদের স্বভাব কি প্রকার এবং এরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের মন কেমন হয়।" নানকী উত্তর করিলেন, "আপনি যথার্থ কথাই বলিতেছেন, কিন্তু কিছু চিন্তা করিবেন না, ঈশ্বর সকলই মঙ্গল করিবেন, এখন আপনার কন্যা বালিকা, কালক্রম সহকারে স্বামীর মর্য্যাদা বুঝিলে আর এরূপ থাকিবে না। আপনি তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে একটু বুঝাইয়া বলিবেন তিনি যেন নানকের কথা শুনেন, এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। আপনি আরও জানিবেন আমার ভ্রাতা সামান্য লোক নহেন, আমি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আপনিও তাঁহার উপর বিশ্বাস করুন, তাঁহাকে পরম ভক্ত ও সন্তচূড়ামণি বলিয়া জানুন, আপনারও মঙ্গল হইবে।" চন্দ্রাণী নিজগৃহে

প্রত্যাগমন করিলেন। মানকী গুরু নানকের পরম ভক্ত ছিলেন, তিনি ভ্রাতৃবধূর দুঃখের কথা ক্রমাগত নানকের নিকট বলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে নানক পত্নীর প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র প্রকার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভগীরথ ও মনসুখের জীবনপরিবর্ত্তন

গুরু নানক মুদিখানার কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন। পত্নীর প্রতি আর উদাসীন রহিলেন না, তাঁহার ব্যবহারে তাঁহার স্ত্রী, ভগিনী এবং অন্যান্য সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি ফকীর, সন্ন্যাসী, দীন দুঃখিদিগের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। সুলতানপুরের নিকট একটি গ্রামে ভগীরথ নামে এক জন ধনবান্ সরলচিত্ত শক্তিসাধক বাস করিতেন। তিনি ব্রতনিয়মাদি অবলম্বন করিয়া নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত দেবীপূজা করিতেন, কখন কখন দেবীর মন্দিরে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া জপ্ তপ ও দেবীর নাম গান করিতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে দিব্য জ্ঞানের আলোক উদিত হইত না, তাঁহার জীবন শক্তিহীন শুষ্কই থাকিত, তাহাতে তিনি আপনাকে অত্যন্ত নরাধম জানিয়া বিনীত হৃদয়ে ক্রন্দনাদি করিতেন। মনের অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে এই মানসে সময়ে সময়ে সমস্ত দিন তিনি অনাহারে দেবীর মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিতেন। পরিশেষে তাঁহার সরল তপ, জপ, অনুতাপাশ্রু, প্রার্থনা ও সৎকার্য্য সকল শ্রীহরি গ্রাহ্য করিলেন। কথিত আছে, এক দিন ভগীরথ স্বপ্ন দেখিলেন যে, দয়াময় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, "হে ভগীরথ, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি তোমাকে সংসারের সুখ সম্পদে সুখী করিতে পারি, কিন্তু সাধুসঙ্গ বিনা তোমাকে দিব্যজ্ঞান কে দিতে পারে? তোমার সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সুলতানপুরে নানক নামে এক জন পরম সন্ত অতি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন, তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী, মুদিখানার কর্ম্ম করিয়া দিন যাপন করেন। তাঁহার মধ্যে নিরাকার পরব্রহ্ম অবস্থিতি

করেন, তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার সেবা কর। তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে তোমার মনের অন্ধকার দূর হইবে ও তোমার সদ্গতি হইবে।" এই কথা শুনিয়া ভগীরথের চৈতন্য হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি গৃহ পরিবার পরিত্যাগ করিয়া সুলতানপুরে গুরু নানকের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তি ও বিনয়ের সহিত তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সাধুসঙ্গ সাধুসেবা ও সাধুমুখবিনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশে ক্রমে ভগীরথের মনের অন্ধকার দূর হইতে লাগিল, জপ তপ কর্ম্মকাণ্ডে যে মনের শুষ্কতা দূর হয় নাই, তাহা গুরু নানকের সহবাসে ও মুখের কথায় বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি শান্তিসুখ লাভ করিলেন। গুরু নানক যেরূপ আদেশ করিতেন তিনি ভক্তির সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন. দিন দিন তাহার অন্তরে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, সাধুসেবার ভাব ও পুণ্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদিন মর্দ্দানা রবাবী তালবণ্ডী হইতে সুলতানপুরে নানকের নিকট উপনীত হইলেন। মাতা ত্রিপতা প্রভৃতি নানককে যে সমস্ত উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহা গুরুর চরণে অর্পণ করিয়া তথাকার কুশল বার্ত্তা ও প্রেম সম্ভাষণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। নানক মর্দ্দানাকে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কি তাহা জিজ্ঞাসা করায় মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আমি জাতিতে ডোম, আপনাদেরই মিরাসি, আমি আর অন্য কাহারও দ্বারস্থ হই না, সম্প্রতি আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত, তজ্জন্য ১২৫ টাকা লাগিবে। আমি এই বিষয় ভারগ্রস্ত হইয়া আর কাহাকে জানাইব?" নানক উত্তর করিলেন, "মর্দ্দানা, সে জন্য ভাবনা কি? ১২৫ টাকা কেন, তাহার দ্বিগুণ ২৫০ টাকার মতন আয়োজন হইবে, এখনই আমি তাহার বিষয় স্থির করিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া লাহোর হইতে বিবাহের সকল সামগ্রীর আয়োজন করিয়া আনিয়া দিতে ভগীরথকে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগীরথ, তুমি তথায় কেবল এক রাত্রি অবস্থিতি করিয়া বিবাহের সকল আয়োজন করিয়া আনিবে, ইহাতে তোমার জন্ম সফল হইবে।" গুরুর আদেশে ভগীরথ প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া গুরুর চরণে প্রণামানন্তর তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধার সহিত লাহোর গমন করিলেন। তথায় মনসুখ নামে

একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর হস্তে অর্থগুলি অর্পণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, এবং অত্যন্ত ভক্তি ও প্রেমের সহিত গুরুর অপূর্ব্ব গুণ ও কার্য্যের বিষয় তাঁহাকে অবগত করিলেন। মনসুখ তাঁহাকে আরও এক দিন অবস্থিতি করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, অদ্য সকল সামগ্রী সংগ্রহ, বিশেষতঃ চিপীটকের আয়োজন, হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ভগীরথ উত্তর করিলেন, "সাহজি, আমার প্রতি আমার মহারাজের এখানে এক রাত্রি মাত্র অবস্থিতির আদেশ আছে, আমি কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিব? তাহা হইলে আমার জন্ম বৃথা হইয়া যাইবে।" মনসুখ উত্তর করিলেন, "ভগীরথজি, এক্ষণে কলিযুগ, এখন বাস্তবিক ওরূপ মহাপুরুষ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।" ভগীরথ আপনার জীবনের পরীক্ষার কথা সকল বলিয়া উত্তর করিলেন, "মনসুখজি, আপনি কোনরূপ সংশয় করিবেন না। আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাঁহার সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না, তিনি আমাকে শান্তি দিয়াছেন। যে দিন হইতে আমার এই মস্তক তাঁহার পদতলে পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে আমার চিত্ত বিশ্বাস ও ভক্তিতে অটল হইয়াছে, আমার সদ্গতি হইয়াছে। তিনি এই কলিযুগে জগতের উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অত্যন্ত ভাগ্য না হইলে কেহ তাঁহার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না। মনসুখ তুমিও আমার সহিত চল তাঁহাকে দেখিলে তোমার জন্ম সফল হইবে।" মনসুখ বলিলেন, "আমি এই কলিকালে অনেক কপট দণ্ডী সাধু দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি, এখন যে প্রকৃত সাধু জন্মগ্রহণ করেন তাহাতেই আমার সংশয় হইয়াছে।" ভগীরথ উত্তর করিলেন, "সাহজি, মনের কুতর্ক দূর করিয়া শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গুরুদর্শন করিতে যাই চল, অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁহার চরণে মিনতি করিও। তাঁহার এমনি অমৃতময় বাক্য, আমি নিশ্চয় জানি, একবার তাহা শুনিলে তোমার অত্যন্ত শান্তি ও সদ্গতি হইবে। দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া আমার সহিত চল।" ভগীরথের কথাগুলি মনসুখের মনের গূঢ়তম স্থানে প্রবেশ করিল, তাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা হইল তাঁহার সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। তিনি

বলিলেন, "আমি তবে তোমার সহিত গমন করিয়া তাঁহার শিষ্য হইব।" ভগীরথ ও মনসুখ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুলতানপুরে যাত্রা করিলেন। পথে নানা প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহারা গুরুর চরণ সমীপে উপনীত হইয়া প্রণাম করিলেন। বিবাহের সামগ্রীসকল ভগীরথ গুরুজির চরণে অর্পণ করিলে গুরু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "হে ভগীরথ, তোমার নাম "পরোপকারী" হইল। চন্দনবৃক্ষ আপনার উদার স্বভাবে যেরূপ নিকটস্থ সকল প্রকার বৃক্ষকে চন্দনবৃক্ষ করিয়া দেয়, তুমিও তদ্রূপ আপন উদারতার গুণে সকল লোককে সৌভাগ্যশীল করিয়া দিতেছ।" গুরু নানক মনসুখের মুখের জ্যোতি দেখিয়া তাঁহার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রথমে তোমার মন অত্যন্ত অপক্ক ছিল, এখন তুমি বিশ্বাসের ভূমি পাইয়াছ, তোমার নাম এখন হইতে "পাক্কা মনসুখ" হইল। মনসুখ গুরুর কথার মধ্যে আপনার ধর্ম্মজীবন ও স্বভাবের প্রতিকৃতি পাইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও ভাবে গদ গদ হইলেন এবং দৌড়িয়া গুরুর চরণ বলপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভগীরথ গুরুর নিকট মনসুখের সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, "মনসুখ আপনার শিষ্য হইতে আসিয়াছেন।" শ্রীগুরুজি মনসুখের যথোচিত সমাদর করিয়া তিন জন একত্র বসিয়া মর্দ্দানাকে ডাকিয়া বিবাহের জন্য সকল সামগ্রী ও অর্থ প্রদান করিলেন। মর্দ্দানা গুরুর যশ ঘোষণা করিতে করিতে গৃহে গিয়া কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মনসুখ সুলতানপুরেই গুরুর নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন মনসুখ গুরু নানকের পদসেবা করিতে করিতে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, এ সংসার ঘোর অন্ধকারময়, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি অনন্যগতি হইয়া আপনার শরণ লইলাম।" গুরু নানক মনসুখের বিনয় ভক্তি ও সরলতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপনার স্বাভাবিক করুণাগুণে স্নেহের সহিত উত্তর করিলেন, "হে মনসুখ, এই সংসারে আমিত্বজ্ঞান জীবের সর্ব্বনাশ করিতেছে, মনুষ্য কেবল আমার সংসার, আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার এই সমস্ত কথা বলিয়া বিষম দুঃখ ভোগ করিতেছে। সদ্‌গুরু না পাইলে তাহার এ মায়া কখনই দূর হয় না। তুমি

এই আমিত্ব জ্ঞান ত্যাগ করিয়া "বাগুরু" * পরমেশ্বরের সত্য নাম জপ কর। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পরমেশ্বরের ইচ্ছানুরূপ দিন যাপন কর। সকলকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া প্রেম কর, ও সুমিষ্ট কথা বল। পরমেশ্বর যখন যাহা বিধান করেন তাহাই ভাল বলিয়া জান, তাঁহার প্রতি কখন কোন দোষারোপ করিও না। পরমেশ্বরের নামরসে সর্ব্বদা মগ্ন থাক, দৃঢ়রূপে এই সাধনের পথে চলিলে তুমি তাঁহার নিকট উপনীত হইবে, তুমি শান্তি পুণ্য ও মুক্তি লাভ করিবে।" কথিত আছে গুরুর উপদেশে মনসুখের মনে অত্যন্ত সুখ হইল, তিনি কিছুদিন মহারাজের নিকট অবস্থিতি করিয়া তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত রহিলেন; পরে গুরুর আজ্ঞা পাইয়া লাহোরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে নিত্য-জ্ঞানের উদয় হইল এবং তিনি ক্রমে সিদ্ধপদ লাভ করিলেন। ভগীরথ ও ভাই বালা নানকের সহিত সুলতানপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মুদিখানার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। এই সময় গুরু নানকের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। চারিদিকে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল, মহিতা কালু তালবণ্ডী হইতে আসিয়া পৌত্রের মুখ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, মাতা ত্রিপতাও পৌত্রের জন্ম সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। সন্তানের মুখ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর হইল, এই জন্য গুরু নানক তাঁহার নাম শ্রীচাঁদ রাখিলেন।

প্রত্যাদেশ লাভ।

একদিন বাবা † নানক মুদিখানায় বসিয়া রহিয়াছেন এমন সময় এক-জন সন্ন্যাসী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরু তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও

---

* "বাগুরু" অর্থাৎ পরম গুরু পরমেশ্বর এই নাম দ্বারা শিখেরা ঈশ্বরের সম্বোধন করে।

† রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ের ন্যায় শিখেরা ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের সম্বন্ধে "বাবা" ও "ভাই" দুই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করেন, ধর্ম্মযাজক মাত্রেরই নামের পূর্ব্বে "ভাই" শব্দ ব্যবহার করেন এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের নামের অগ্রে "বাবা" শব্দ সংযুক্ত করে।

সমাদর সহকারে বসাইয়া তাঁহার সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। নানকের অসাধারণ কথা শুনিয়া ও অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সামান্ত লোক নহেন, মহৎ কার্য্যভার দিয়া ভগবান্ তাঁহাকে ভারতভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র মুদিখানার অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে তাঁহার মহৎ জীবন অপব্যয়িত হওয়া অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি নানককে কেবল এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, "আপনি নানক নিরাঙ্কারী নাম পাইয়াছেন, এখন নিরাকারের নাম প্রকাশ করিবেন, না মুদিখানার কার্য্যেই জীবনপাত করিবেন ?" সন্ন্যাসীর কথা কয়টী নানকের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিল, তিনি সন্ন্যাসীকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তাঁহার কথাগুলি তাঁহার নিকট ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি বুঝিলেন প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করার সময় চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে অবিলম্বেই উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। তিনি ভাই বালাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বালা, আমাদিগের এখন লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তুমি দিন কতক ভগিনী নানকীর নিকট অবস্থিতি কর," এবং ভগীরথকে বলিলেন, "তুমি ভগবানের ভজন সাধন কর, তোমার জন্ম সফল হইবে।" সুলতানপুরে যে সমস্ত ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এক একটি উপদেশ প্রদান ও আদেশ করিয়া বিদায় করিলেন। গুরু নানক প্রতি দিন রাত্রির শেষভাগে উঠিয়া বিপাশা নদীতে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া তত্রত্য নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বর পূজাদি করিতেন। যে ঘাটে তিনি প্রাতঃকৃত্য করিতেন এখন তাহা সন্তঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শিখদিগের একটি তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

কথিত আছে, যখন শ্রীচাঁদ জ্ঞানবান্ হইয়াছিলেন এবং গুরু নানকের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাস মাতা চৌনীর গর্ভে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন নানকের মন এমনি হইল যে মুদিখানার কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিধাতাও আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একদিন তিনি প্রাতঃস্নান করিতে নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। জন্মসাক্ষী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বরুণ দেবতা আসিয়া তাঁহাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া নিরাকার পরব্রহ্মের সমীপে লইয়া উপনীত হইলেন। ক্রমে তিনি একেবারে

শ্রীঠাকুরজীর সত্য দরবারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার সমীপে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং হাত জোড় করিয়া রহিলেন। তখন কর্ত্তা পুরুষ ভগবান নানককে দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। গুরু নানকজি এই ভাবে তিন দিন ও তিন রাত্রি স্বর্গের দরবারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে নানক কোথায় চলিয়া গিয়াছেন এইরূপ জনরব চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। এ সংবাদ নবাব দৌলত খাঁর কর্ণগোচর হইল। নবাব সাহেব এবং অন্যান্য সকলেই তাঁহার অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। নানকের পত্নী সুলখনা চৌনীজি অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশুভ আশঙ্কায় সকলেই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন, কেবল বিশ্বাসী নানকীর মন অটল রহিল। কথিত আছে যে, বৈকুণ্ঠধামে শ্রীবাবা নানককে শ্রীনিরাঙ্কারজি অমৃতে পূর্ণ একটি পাত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে নানক, এই যে পাত্র ইহা আমার অমৃতরূপ নামে পরিপূর্ণ, ইহা তুমি পান কর।" শ্রীনানকজি, শ্রীঠাকুরজির সম্মুখে প্রণাম করিয়া অমৃত পান করিলেন। শ্রীনিরাঙ্কারজি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে নানক, আমি তোমারই সঙ্গে রহিয়াছি, সর্ব্বত্রই তোমার সহিত অবস্থিতি করিব, এবং তোমাকে মহিমান্বিত করিব। যে ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করিবে এবং জপ করিবে এবং অপরকে জপ করাইবে, সেও মহিমান্বিত হইবে। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রচারিত ধর্ম্মপথে চলিবে তাহাকে আমি মুক্তি দান করিব। তুমি সংসারে গিয়া আমার নাম জপ কর এবং লোকদিগকে জপাও। তুমি সংসারে নির্লিপ্ত থাকিবে, তুমি নিত্য দয়া, ধর্ম্ম, দান, স্নান, জপ ও পরোপকার করিবে, আমি তোমাকে আমার নাম দিতেছি। তুমি আমার নামকে পরমপদ জ্ঞান কর, তুমি এই নাম লইয়া সংসারকে জপাও।" শ্রীবাবা নানক উত্তর করিলেন, "হে পরব্রহ্মজি, এই যে কলিযুগ ইহা অত্যন্ত বিষম কাল। ইহা মায়া ও দুষ্কর্ম্মে সংসারকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি সে সমস্ত জানিতেছ, তুমি এখন আমাকে আপনার চরণপ্রান্তে রক্ষা কর।" তখন নিরাঙ্কারজি বলিলেন, "হে নানক, তুমি ভয় করিও না, আমি তোমাকে আমার নাম দিতেছি, তোমার নিকট কোন বিঘ্ন অগ্রসর হইতে

পারিবে না, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য কেহই তোমার পথ অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না, তুমি সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করিবে, আমি আমার পরাক্রম ও কৃপা তোমাকে প্রদান করিতেছি।" এই সময়ে শ্রীগুরুজি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীনিরাঙ্কারজি কহিলেন, "হে ভক্ত নানক, তুমি আমার নামের স্তুতিবাদ কর।" গুরু নানক পরব্রহ্মের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটি শব্দের * দ্বারা যে সুদীর্ঘ স্তব করিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ, "হে পরমেশ্বর তোমার নিকট কোটি কোটি আমার প্রার্থনা। কে তোমার মহিমার অন্ত বুঝিতে পারে? কোটি বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের দৃষ্টির অগোচর পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিয়া বায়ু ভক্ষণ ও কৃচ্ছ্র সাধন করিলেও কেহ তোমার মূল্য জানিতে পারে না। তোমার আবাসগৃহের নিকট কেহই অগ্রসর হইতে পারে না। সকল লোকেই কেবল পরস্পরের মুখে শুনিয়া তোমার কথা বলে। যে ব্যক্তি তোমাকে ভক্তি করে সে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করে। যদি লক্ষ মোন কাগজ সাধক লিখিয়া পড়িতে থাকে, সকল বনস্পতিকে লেখনী করে, স্বয়ং পবন যদি লেখক হয়, তথাপি তোমার মূল্য জানা যায় না। তোমার নাম এমনি মহৎ, এমনি অনন্ত।"

গুরু নানক এই শব্দ উচ্চারণ করিলে নিরাকার পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "হে নানক, এখন হইতে তোমার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়িবে, সেও আমার কৃপা লাভ করিবে, আমার নাম শ্রীপরব্রহ্ম পরমেশ্বর, তোমার নাম শ্রীসদ্‌গুরু হইল।" এই কথা শুনিয়া শ্রীনানকজি, নিরাকার শ্রীঠাকুরজির চরণের উপর পড়িয়া গেলেন, তখন শ্রীনিরাকারজি তাঁহাকে আপন পরাক্রম প্রদান করিলেন। শ্রীগুরু নানক বলিলেন, "হে পরব্রহ্মজি, আমাকে তোমার কৃপা প্রদান কর, আমি তোমার নাম জপ করিব।" শ্রীনিরাকারজি উত্তর করিলেন, হে নানক, আমি তোমাকে আমার নাম রত্ন ও ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছি, তুমি এই নাম লইয়া আপনি জপ ও সংসারকে

* কোটি কোটি মেরি আরজা ইত্যাদি—শ্রীরাগ মহল্লা ১।

জপাও এবং লোকদিগকে উপদেশ প্রদান কর। যে নাম * শ্রীনিরাকার পরমেশ্বর জপ করিবার জন্য নানকজিকে প্রদান করিলেন তাহা এই, "১ ওঁ তাঁহার নাম সত্য, তিনি কর্ত্তা, পুরুষ, নির্ভয়, বৈরহীন, নিত্য, জন্মহীন, স্বয়ম্ভু, গুরু প্রসাদে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তুমি ইহাই জপিবে।" এই মন্ত্র শিখদিগের আদি গ্রন্থের প্রথমেই উল্লিখিত আছে, শিখমাত্রেই অদ্যাবধি এই নাম প্রতিদিন জপ করে।

নানক পুনর্ব্বার পরব্রহ্মের স্তুতি করিতে লাগিলেন, শ্রীপরমেশ্বরজি বলিলেন, এখন হইতে যে সকল ব্যক্তি তোমার সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে আমি দয়া করিব। নানক পুনর্ব্বার শ্রীনিরাকারজির চরণে অবলুণ্ঠিত হইলেন, শ্রীঠাকুরজি নানককে বলিলেন, "হে নানক তুমি এখন হইতে দোকানের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার এই কার্য্যে নিযুক্ত হও। আমার নাম সংসারে জপাও ও আমার নামের চক্র ফেরাও। আর অসার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিও না" কথিত আছে তিনি নানককে আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

মুদিখানা লুট ও সংসার ত্যাগ।

বাবা নানক মুদিখানা ত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে এতদিন অনুপস্থিত থাকায় চারিদিকে লোক এইরূপ রটনা করিল যে, "মুদি নানক নিরাঙ্কারী" নবাব দৌলত খাঁ লোদির অর্থ আত্মসাৎ ও মুদিখানা নষ্ট করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। ক্রমে নবাব সাহেব এ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজে মুদিখানায় আসিয়া তাহা বন্ধ করিয়া গেলেন এবং নানা প্রকার আক্ষেপ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানকের অনুপস্থিতিতে বাস্তবিক চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাঁহার অসহায়া পত্নী একে পূর্ণগর্ভা তাহাতে পতির নিরুদ্দেশে অত্যন্ত কাতরা, নিতান্ত নিরুপায়া হইয়া পিতৃভবনে দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিলেন, নানকের অপরাপর আত্মীয়গণ চিন্তা ও

* ১ ওঁ। সতি নামু করতা পুরুখু নিরভও নিরবৈর অকালমূরতি অজুনী সৈভূগুরুপ্রসাদি ।জপু ।

দুঃখে কাতর হইলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে, কোন ভীষণ জলজন্তু নানকের প্রাণনাশ করিয়াছে, কেহ ভাবিলেন যে, তিনি বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তিন দিন তিন রাত্রি এইরূপ চারিদিকে আন্দোলন হইতেছে, এমন সময় গুরু নানক একেবারে মুদিখানার নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। জ্বলন্ত হুতাশন সদৃশ পুণ্যময় পরমেশ্বরের পুণ্যময় সহবাস লাভে তাঁহার সমস্ত শরীর ও মন জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার সমস্ত জীবন উদাস ও আলোড়িত হইয়াছিল এবং বৈরাগ্যের অগ্নিতে তাঁহার সমস্ত আত্মা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার একেবারে রূপান্তর হইয়াছিল। কেহ তাঁহার নিকট সহসা অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। তিনি আসিবা মাত্র নবাব কর্ত্তৃক বদ্ধ মুদিখানার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং হিন্দু মুসলমান, আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ডাকিয়া মুদিখানার সকল দ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতে লাগিলেন, যে যাহা সম্মুখে পাইল তাহাই গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। নানক নিরাঙ্কারী নবাব সাহেবের মুদিখানা লুট করিয়া দিতেছেন এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল ও চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইল! জয়রাম তৎক্ষণাৎ তথায় উপনীত হইলেন, দৌলত খাঁ লোদি মুদিখানা লুঠের কথা শুনিয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ও স্বর্গীয় তেজে তেজস্বী নানকের সম্মুখে কে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহসী হয়? তাঁহার অপূর্ব্ব রূপে সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নানক আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ হইয়া রহিলেন, কাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না, সুগম্ভীর ভাবে তাঁহার মস্তক অবনতই রহিল। চারিদিকে লোকেরা মুদিখানার যে যাহা পাইল লুঠ করিতে লাগিল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ নবাব দৌলতখাঁর নিকট অগ্রসর হইয়া কহিতে লাগিল, "খানজী, নানক কয়েকদিন নদীজলে থাকিয়া কিছু দৈব কৃপা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।" অমঙ্গলভয়ে সকলেই দৌলত খাঁকে কিছু বলিতে না দিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখিতমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নানক জীবের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, প্রকৃত হিন্দু অথবা প্রকৃত মুসলমান একজনও নাই। উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরা আপন আপন মৃত ধর্ম্মের শবরূপ বাহ্যাড়ম্বর লইয়া আপনাদিগকে স্ফীত ও আত্মপ্রতারিত করিয়া রাখিয়াছে অবশেষে তিনি আর দুঃখ সংবরণ করিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া অতি কাতরে সকরুণ ভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় প্রকৃত হিন্দু অথবা প্রকৃত মুসলমান একজনও নাই।" এই কথা শুনিয়া একজন ধর্ম্মাভিমানী কাজি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নানককে জিজ্ঞাসা করিল, "নানক, তুমি এমন কি দৈবকৃপা পাইয়াছ যে তুমি হিন্দু মুসলমান উভয়েরই নিন্দা করিতেছ?" নানক উত্তর করিলেন, "যে ব্যক্তি হিন্দুর কার্য্য করে সেই হিন্দু এবং যে প্রকৃত মুসলমানের কার্য্য করে সেই মুসলমান।" কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন, মুসলমানের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহা কি তুমি জান? নানক ইহার উত্তরে একটী শ্লোক * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, যে, "শুন কাজি মহাশয়, প্রকৃত মুসলমান হওয়া অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, কারণ প্রথমেই সিদ্ধপুরুষদিগের পথের অনুসরণ করিয়া অভিমান দূর করিতে হয়, যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে ঈশ্বরের নামে সকলি উৎসর্গ করিতে হয়। কেবলই প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা মস্তকের উপর ধারণ করিয়া সকল জীবের প্রতি সমান দয়া করিতে হয়। প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে প্রেমই যথার্থ মস্‌জিদ্, সত্যই নমাজ করিবার স্থান, ন্যায়ই বৈধ খাদ্য দ্রব্য, লজ্জাই ত্বক্‌ছেদ, জিতেন্দ্রিয় হওয়াই প্রকৃত রোজা, সৎকর্ম্মই কাবা, সত্যকথাই পীর, কর্ত্তব্য সাধনই নমাজ এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই মালা জপ।" গুরু নানক মুসলমানের এইরূপ লক্ষণ বলায় কাজি আর কোন উত্তর না করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন প্রকৃত হিন্দুর লক্ষণ বল দেখি?" নানক আর একটি শ্লোক † দ্বারা এই ভাবে বলি-লেন যথা—"হিন্দুগণ সকলেই ভ্রান্ত ও বিপথগামী, তাহারা আপনাদিগেরই বুদ্ধিকে ধর্ম্মপথপ্রদর্শক নারদস্বরূপ করিয়াছে। তাহারা সকলেই অন্ধ ও

* মুসলমান কহবান মুসকল ইত্যাদি—শোক মহল্লা ১।

† হিন্দু ভুলে আঘুটী জাই ইত্যাদি—শোক মহল্লা ২।

বাক্‌শক্তিবিহীন এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মোহে মুগ্ধ ও বোধশূন্য হইয়া তাহারা যে সমস্ত প্রস্তরের পূজা করিতেছে তাহারা আপনারাই জলে ডুবিয়া যায়; কি প্রকারে অন্যের উদ্ধারকর্ত্তা হইবে? কাম, ক্রোধ, মিথ্যা ব্যবহার, পরনিন্দা সকলই পরিহার কর, মায়া ও অহঙ্কার ত্যাগ কর, কাম ও কামিনীর প্রতি মোহ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে এই মায়াময় সংসারে নিরঞ্জন পুরুষের দর্শন পাইবে। মনে অভিমান ও দারাসুতের প্রতি আসক্তি পরিহার কর, ঈশ্বরের সহবাসের জন্য তৃষিত হও, শুদ্ধ মন হইলেই হৃদয়ধামে হরিনামরূপ সত্য শব্দ অধিবাস করিবে।" এই কথা শুনিয়া কাজি নিরুত্তর হইয়া গেলেন। গুরু নানক ভাবাবেশে একটী প্রস্তর ও ইষ্টকময় শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর বসিয়া রহিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে, "দেখ, নানক নবাব সাহেবের টাকা নষ্ট করিয়া এখন পাগলের ভাণ করিতেছে, কেহ বা তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিল যে, "দেখ, নানককে উপদেবতা আশ্রয় করিয়াছে, তাহার কিরূপ আকার প্রকার হইয়াছে।" নানকের ভগ্নীপতি জয়রামকে ডাকাইয়া দৌলত খাঁ বলিলেন, "নানক আমার মুদিখানার অনেক টাকা ক্ষতি করিয়া এখন পাগল হইয়াছে, তুমি আমার হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেও।" জয়রাম আসিয়া নানককে সকল বিষয় অবগত করায় নানক নবাব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কথিত আছে, হিসাব প্রস্তুত হইলে যাদব রায় মুহুরি তাহা পরীক্ষা করেন, হিসাবে নানকেরই সাত শত ষাট টাকা পাওনা হইল। এই টাকা তাঁহাকে প্রদান করিবার আদেশ হইল এবং নবাব সাহেব নানককে মুদিখানায় গিয়া পূর্ব্বমত কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নানক উত্তর করিলেন, "খানজি, আমার প্রাপ্য টাকা আপনি ফকিরদিগকে বিতরণ করুন, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। আমি আর মুদিখানার কার্য্য করিব না, আমি এখন হইতে পরমেশ্বরেরই দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনি ইহার পর আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না, নগরের মধ্যেও প্রবেশ করিলেন না, বাহিরে বাহিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময় গুরু নানকের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাসের জন্ম হইল। প্রসূতি পতির বৈরাগ্য দেখিয়া অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, প্রসবাগারে সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। জয়রাম ও নানকী দিবানিশি দুঃখে কাতর হইয়া রহিলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। নানকের শ্বশুর মুলা স্বভাবতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বভাবের লোক, তাঁহার কন্যাকে অসহায়া রাখিয়া সেই সঙ্কটাবস্থায় নানক সংসার ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি সুলতানপুরে উপনীত হইলেন। হৃদয়বিদারক সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি একেবারে কোপে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্রোধানল একটু নির্ব্বাণ হইলে শ্যামা নামে জনৈক পণ্ডিতের নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নানা প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নানককে প্রবোধ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। একদিন তাঁহারা উভয়ে অনুসন্ধান দ্বারা দেখিতে পাইলেন নানক বৈরাগ্য সহকারে সন্ন্যাসীর বেশে শ্মশানে বসিয়া আছেন। মূলা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয় দুঃখ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে নানক, তুমি কিরূপ বেশ ধারণ করিয়া এখানে বসিয়া আছ? তোমার এ বৈরাগ্যের সময় নহে, এখন তোমার বয়স অল্প, তুমি বালকের মত কার্য্য করিতেছ। তুমি এখন গৃহে গিয়া কর্ম্ম কার্য্য কর।" গুরু নানক শ্যামা পণ্ডিতের কথা শুনিয়া একটি শব্দের * দ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, "আমার এই জীবন একটি কাঁচা নগরসদৃশ এবং আমার মন তাহার রাজা, কিন্তু এ রাজা বালকের ন্যায় অজ্ঞান, ইহা ষড়্‌রিপুরূপ কয়জন দুষ্ট লোকের সহিত আসক্ত হইয়াছে। এখন হে স্বামী পণ্ডিত, আমি কি প্রকারে আমার প্রাণপতিকে প্রাপ্ত হইব তদ্বিষয় আপনি শিক্ষা দিন। আমার মনের মধ্যে আশার অগ্নি জ্বলিতেছে এবং বাহিরে বিষয়রূপ দাহ্য বনস্পতি সকল অবস্থিতি করিতেছে। আমার আত্মার অভ্যন্তরে স্বয়ং ঈশ্বর চন্দ্র সূর্য্যরূপে অবস্থিত, তিনি এখন প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন, সদ্‌গুরুর উপদেশে তিনি প্রকাশ পাইবেন। সেই প্রকাশবান রমণশীল হরি সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহার

* রাজা বালক নগরী কাচী ইত্যাদি— রাগ বসন্ত মহল্লা ১।

কৃপায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাকে পাইলে পুণ্য ও ক্ষমা অন্তরে উদিত হয়। আমার মন তাঁহাকে ক্ষণে তিল সমান দর্শন করিতেছে, ক্ষণে তাঁহাকে হারাইতেছে।" নানকের কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া শ্যামা পণ্ডিতের জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনি তাঁহার শিষ্য হইলেন। নানকের শ্বশুর মুল্লার মনে তাঁহার কথা কিছুমাত্র প্রবেশ করিল না. তিনি বলিলেন, "তোমার যদি এইরূপই অভিপ্রায় ছিল তবে কেন তুমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়া আমাকে মহাদুঃখী করিলে? তোমার গৃহে নবকুমার জন্মিয়াছে, তুমি একটী পয়সাও দেও নাই, এত অর্থ বৃথা নষ্ট করিয়া দিলে।" গুরু নানক শ্যামা পণ্ডিত ও মুল্লার সহিত সদালাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। শ্যামা পণ্ডিত নানকের বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি ও স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। কিন্তু মুলা জামাতার কথায় কোন সান্ত্বনা লাভ করা দূরে থাকুক, আরো ক্রুদ্ধ ও হতাশ হইয়া উঠিলেন।

নবাব দৌলতখাঁর সহিত নানকের নমাজ।

গুরু নানক সাংসারিক লোকদিগের সহিত সাংসারিক কথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি আপন ভাবেই আপনি মত্ত রহিলেন, আপন গৃহে প্রত্যাগমন অথবা নগর মধ্যে প্রবেশ কিছুই করিলেন না, কেবল শ্মশানে শ্মশানে ও মুসলমানদিগের সমাধিস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। লাহোরনিবাসী মনসুখ নামক শিষ্য তাঁহার ঈদৃশ অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া গুরুর নিকট উপনীত হইলেন। নানকের প্রচারযাত্রা সঙ্কল্পের কথা পূর্ব্বে তিনি শুনিয়া থাকিবেন। তিনি দেখিলেন সেই কার্য্যের সময় এখন বাস্তবিক উপস্থিত হইয়াছে। মনসুখ গুরুসমীপে প্রণিপাত করিলেন। গুরু নানক ঈষৎ হাস্য দ্বারা মনের প্রসন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া শিষ্যের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। মনসুখ বলিলেন, "মহারাজ, আমার কথা আর কি বলিব, আপনাকে দর্শন করিয়া অবধি আমার শরীর মনের সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি সিংহল দ্বীপ ও অপরাপর দূরদেশে গমন করিব. আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" গুরু নানক তাঁহাকে বলিলেন,

"তুমি এখন অন্য কোথায় যাইবে না, তুমি রজনীর শেষভাগে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান করিবে এবং পবিত্র হইবে, একান্তচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যান করিবে এবং পরম গুরু পরমেশ্বরের নাম জপ করিবে, তাঁহার সত্য নাম জপ করিলে তোমার সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এখন তুমি গৃহে গিয়া সাধন ভজন কর; নিরাকার ঈশ্বরের নাম জপ কর. তুমি ভগীরথকে আমার নিকট প্রেরণ করিও।" মনসুখ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সময় নানকের শ্বশুর মুলা নবাব দৌলতখাঁর নিকট গিয়া অত্যন্ত চীৎকার সহকারে নানকের নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে নবাব সাহেব. আমি আপনার নানক মুদির শ্বশুর, সাত শত ষাট টাকা মুদিখানার হিসাবে আপনার নিকট যে নানকের প্রাপ্য আছে, তাহা এখন তাঁহার পরিবারকে দিতে হইবে।" নবাব উত্তর করিলেন, "সে টাকা নানক নিজে ফকিরদিগকে বিতরণ করিতে কহিয়াছেন, তোমাকে কেন তাহা প্রদান করিব?" মুলা উত্তর করিলেন যে, "নানক উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কথা এখন নিষ্ফল।" নবাব বলিলেন, "তুমি তবে নানকের নিকট গমন করিয়া ইহার নিষ্পত্তি করিয়া লও।" মুলা নানকের নিকট আসিয়া দেখেন যে, বৈরাগ্য এবং মহাভাবে তাঁহার বাহ্যরূপের এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তিনি তাঁহাকে আর চিনিতে পারিলেন না। তিনি নানককে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় নানক যে একটি শ্লোক * বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই, "আমার ক্ষেত্র উজাড় হইয়া গিয়াছে, ফসল রাখিবার স্থান নাই। এ জীবন ঘৃণার বিষয় হইয়াছে।" তৎপর তিনি একটি শব্দ † উচ্চারণ করিলেন. তাহার অর্থ এইরূপ, "কেহ এই নানক বেচারাকে ভূত

---

* ক্ষতী যিনকী উজড়ী ইত্যাদি—শ্লোক মহল্লা।

† কোই আখৈ ভূতনা কোই কহে বেতাগা। কোই আখৈ আদমী নানক বেচারা। ভইয়া দিনা সাইকা নানক কউরানা। হউ হরি বিনা অবরু নজানা। রহাও। ওউ দেবানা জনী ঐ যা ভৈ দেবানা হোই। একই সাহিব বাহরা দুজা অবরুন জানৈ কোই। তউ দেবানা জানী ঐ যা একাকার কমাই। হুকুম পছানৈ খসমকা দুজী আর সিয়ানপ কাই। তউ দেবানা জানীঐ জা সাহিব ধরে পিয়ারু। মন্দা জানিঐ আপকউ অবর ভলা সংসারু।
—মারু মহল্লা ১।

কহে, কেহ কেহ উন্মাদ, এবং কেহবা ইহাকে মনুষ্য বলে। ক্ষিপ্ত নানক ঈশ্বরেরই পাগল হইয়াছে। আমি হরি বিনা অন্য কাহাকে জানি না। তাঁহাকেই প্রকৃত পাগল জানিবে যে ভক্তিতে পাগল হইয়াছে। একই প্রভু বাহিরে সর্ব্বত্র, তিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আর জানি না। তাঁহাকেই পাগল জানিবে যিনি সর্ব্বত্র একাকার দেখেন এবং যিনি আপন পতির আদেশ বুঝিয়া চলেন, চতুরতা সহকারে অন্য কিছু করেন না। তাঁহাকেই পাগল জানিবে প্রভুর প্রতি যাঁহার প্রেম, এবং যিনি আপনাকে মন্দ এবং সমস্ত সংসারকে ভাল বলিয়া জানেন।” নানকের কথায় মুলার একটু চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি উন্মাদ হন নাই, তিনি নবাবের নিকট আসিয়া বলিলেন, “নবাব আপনার জয় হউক, আমি স্বয়ং দেখিয়া আসিলাম, আপনার মুদি নানকের জ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, তাঁহার অত্যন্ত বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইয়াছে। দৌলতখাঁ এই কথা শুনিয়া জয়রামকে ডাকিয়া কহিলেন, “আমি আর নানকের টাকা রাখিতে চাহি না তিনি তদ্দ্বারা ফকিরদিগকে ভোজন করাইতে কহিয়াছেন, কিন্তু এই তাঁহার শ্বশুর আসিয়া তাহা তাঁহার পরিবারের জন্য চাহিতেছেন। তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন যে, নানক উন্মাদ হন নাই, তুমি আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।” জয়রাম নবাবের কথায় প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশেষ উত্তেজনায় উত্তর করিলেন, “নানক তো দূরে নন, আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।” তখন দৌলত খাঁ নানককে ডাকিয়া আনিবার জন্য জনৈক দূত পাঠাইলেন। নানক দূতের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আমি কোন নবাবকে চিনি না।” নবাব দূত মুখে নানকের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। দূত দ্বিতীয় বার গিয়া নানককে কহিল, নবাব সাহেব আপনার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, আপনার এখনই যাইতে হইবে।” নানক তাহাতে উত্তর প্রদান করিলেন যে, “তুমি নবাবকে গিয়া বল যে আমি যখন তাঁহার দাস ছিলাম, তখন তাঁহার বিরক্তির কথা শুনিবামাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। আমি এখন আর তাঁহার দাস নহি, এখন আমি সত্য প্রভু পরমেশ্বরের

দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছি।" দূত নানকের কথাগুলি দৌলতখাঁকে জ্ঞাপন করায় তিনি নিজেই নানকের নিকট আসিতে উদ্যত হইলেন। কাজি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, মুসলমান হইয়া এক জন হিন্দুর নিকট ওরূপ করিয়া আপনার যাওয়া উচিত নহে। নবাব কাজির কথা শুনিয়া দূতকে পুনর্ব্বার নানকের নিকট গিয়া এই কথা বলিতে আদেশ করিলেন যে, "যে পরমেশ্বরের তুমি দাস হইয়াছ, তাঁহারই নামের জন্য তুমি একবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।" দূতের কথা শুনিবামাত্র নানক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নবাবের নিকট আসিয়া সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নবাব বিরক্তির সহিত কহিলেন, "হে নানক, আমি এত বার তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম তুমি আমার নিকট আসিলে না কেন?" নানক উত্তর করিলেন, "নবাব সাহেব, আমি যখন আপনার দাস ছিলাম, তখন আপনার নিকট আসিতাম। আমি এখন আর আপনার দাস নহি, প্রভু পরমেশ্বরের দাস হইয়াছি।" নবাব কহিলেন, "তুমি যদি বাস্তবিকই ঈশ্বরের দাস হইয়াছ তবে চল, আজ শুক্রবার আমার সহিত গিয়া নমাজ কর।"

নবাব দৌলত খাঁ লোদি, কাজি এবং গুরু নানক একত্র হইয়া জুম্মা মসজিদাভিমুখে গমন করিলেন। সমস্ত সুলতানপুরময় এই কথা প্রচার হইল যে, নবাব সাহেব আজ নানক নিরাঙ্কারীকে মুসলমান করিবেন। কৌতুহল পরবশ হইয়া হিন্দু ও মুসলমানগণ চারিদিক হইতে দলে দলে জুম্মা মসজিদের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ নমাজ করিবার জন্য নিজ নিজ স্থান পরিগ্রহ করিল। নানক মুসলমান হইবেন লোক-মুখে জয়রাম এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে গমন করিলেন। নানকের ভগিনী নানকী পতির বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। নানকী গুরু নানককে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, তাঁহার সমস্ত অন্তরের বিশ্বাস ভক্তি তাঁহার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তিনি স্বামিমুখে উক্ত নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে উত্তর করিলেন, "হে ঠাকুর, আপনি আমার ভ্রাতার নিমিত্ত একটু মাত্র চিন্তা বা দুঃখ করিবেন না, তিনি সামান্য লোক নহেন,

আপনি নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহার দ্বারা কখন কোন মন্দ কার্য্য হইতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন।" নানকজী নিধি নামক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি একবার জুম্মা মসজিদে গিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া আসুন, আমরা সকলে আপনার প্রতীক্ষায় রহিলাম।" অল্পক্ষণ পরেই নিধি ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইয়া বলিল, "সমস্ত মঙ্গল, খুব আনন্দেরই ব্যাপার হইয়াছে। তোমরা শুনিলে হয় তো বিশ্বাস করিতে পারিবে না। জনতার জন্য আমি স্বয়ং মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি নাই, মুসলমানগণ দলে দলে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে, তাহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বলিল যে, প্রথমে নবাব, কাজি ও নানক একত্র নমাজ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। নবাব ও কাজি যথাবিধি নমাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানক এক স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইলে নবাব সাহেব ক্রুদ্ধভাবে নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নানক, তুমি এখানে আমাদিগের সহিত নমাজ করিতে আসিয়া কেন স্বতন্ত্র এক স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলে?" নানক উত্তর করিলেন, নবাব, আপনার সম্মান আরও বৃদ্ধি হউক! কৈ আমি কাহার সহিত নমাজ করিব?' নবাব বলিলেন, 'কেন, আমরা নমাজ করিলাম আমাদিগের সহিত?" নানক উত্তর করিলেন, "যখন আপনি নমাজ করিতে আসিতেছিলেন, তখন ঈশ্বরের নিকট আপনি অবস্থিতি করিতেছিলেন বটে, তাই আমি আপনার সহিত এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়াই আপনি কান্দাহারে ঘোড়া কিনিতে গিয়াছিলেন, তখন আর আমি কাহার সহিত নমাজ করিব?' তখন নবাব বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হে নানক, তুমি এত মিথ্যা কথা বল কেন? আমি তো সমস্ত সময়ই এখানে উপস্থিত ছিলাম!' নানক উত্তর করিলেন, 'হে খানজি, শ্রবণ করুন, নমাজের সমস্ত সময়ই আপনার শরীর এখানে দণ্ডায়মান ছিল বটে, কিন্তু শরীর তো আর উপাসনা করে না, প্রকৃত উপাসক যে আপনার মন সে এখানে ছিল না, সে কান্দাহারে ঘোড়ার ব্যবসায় করিতে গিয়াছিল।' অমনি ধর্ম্মাভিমানী কাজি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়া উঠিল যে, 'দেখুন নবাব সাহেব, এই হিন্দু কত মিথ্যা কথাই বলিতে পারে' তখন লজ্জিত মনে নবাব বলিলেন, 'নানক সত্য কথাই বলিতে

ছেন, উপাসনাকালে সত্য সত্যই আমার মন কান্দাহারের ঘোড়ার ব্যবসায়ের কথা ভাবিতেছিল। ধর্ম্মাভিমান ও অহঙ্কারে অন্ধ কাজি তখন তাঁহার ঘৃণিত হিন্দু জাতীয় লোকের এইরূপ অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টির দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অত্যন্ত অপমান ও লজ্জা বোধ করিলেন। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি তো সমস্ত সময়ই নমাজ করিয়াছিলাম, তুমি আমার সহিত নমাজ করিলে না কেন?" নানক কাজিকে আর কিছু না বলিয়া নবাবের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "নবাব সাহেব, সমস্ত নমাজের সময় উঁহার মন আপন গৃহে অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় তাঁহার একটী শিশু আছে, পাছে সেই অসহায় সন্তান নিকটস্থ কূপে পতিত হয় এই ব্যক্তি তাহারই ভাবনা করিতেছিল, কাজি নানকের কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলেন। সকলেই নানকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টি ও অলৌকিক ভাব দেখিয়া পরাস্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

বৈরাগী নানক।

অল্পক্ষণ পরেই নানক ভগিনী নানকীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন উদাসীনের বেশ পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার কটীদেশে ডোর-কৌপীন, অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র ও মস্তক আচ্ছাদনহীন ছিল। তাঁহার শরীরের রূপ লাবণ্য সহজেই অসামান্য ছিল, তাহার উপর তিনি সেই নবীন বয়সে উদাসীনের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মতেজ ও প্রেমের মধুরতা সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় একত্র হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে আশ্চর্য্য শোভা বিকীর্ণ করিয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার রূপ ও কান্তি অপরূপ হইয়াছিল, আকাশ হইতে বিদ্যুন্মালা তাঁহার মাংসময় শরীরকে যেন আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল। সেই নবীন সন্ন্যাসীর প্রেমোন্মত্ত ও বৈরাগ্য ভাব বিভূষিত রূপ যে দেখিয়াছিল সেই চক্ষুর জল সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। নানকী ও জয়রাম তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া অশ্রুজলে ভাসিবেন কি প্রেম ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবেন, প্রথমে কিছুই স্থির

করিতে সক্ষম হইলেন না। অনেকক্ষণের পর তাঁহাদের ভাবাবেগ একটু সংবরণ হইলে জয়রাম আর কিছু না করিতে পারিয়া বার বার আপন পত্নীর স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে বহুজি, তুমি ধন্য! তুমি নানকের ভগ্নী, তোমাতে তাঁহার অংশ অধিবাস করিতেছে; আমি নিতান্ত ভ্রমান্ধ ব্যক্তি; ধন্য পরমেশ্বর, আর তুমিও ধন্য; এবং আমিও ধন্য হইলাম, কারণ তোমার সহিত আমি বিবাহসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছি। এখন হইতে ভূমণ্ডলের যেখানে গুরু নানকের নাম কীর্ত্তিত হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার এবং আমারও নাম লোকে উচ্চারণ করিবে, সাধু সন্তদিগের রসনায় গুরু নানকের নামের সহিত আমার নাম গৃহীত হইবে, তাহাতে আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে।" নানকী ভক্তির সহিত সেই রাত্রিতে উত্তম করিয়া পাক করিলেন। পাক হইলে নানক, ভাই বালা এবং জয়রাম একত্র ভোজন করিতে বসিলেন। নানকী স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন, সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করিলে সে রাত্রিতে তাঁহারা সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন প্রাতে সকলে গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পক্ষকারান্ধাবে হইতে নানকের শ্বশুর মুলা পত্নীসহ তথায় উপনীত হইলেন। নানকের বৈরাগ্যের সংবাদে তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। নানকের সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাঁহারা দুঃখ, শোক, নিরাশা ও ক্রোধে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। নানকের শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী চন্দ্রানা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "হে নানক, যদি তোমার এইরূপ ফকির হইবার ইচ্ছা ছিল, তবে তুমি কেন আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া চিরদুঃখিনী করিলে? তোমার দুইটি পুত্র এবং পত্নী এখন কি আহার করিবে তাহা তুমি কি একবারও ভাবিলে না? তোমার গৃহে যাহা কিছু অর্থ ছিল এবং নিজে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিলে এই জন্যই কি তুমি এতদিন তাহা ফকিরদিগকে বিতরণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আসিয়াছ? এ পর্য্যন্ত তুমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলে যদি সে সমস্তও শ্রীচাঁদের জন্য রাখিতে তাহা হইলে আজ তাহাদের ভাবনা কি ছিল? তোমার কি পরমেশ্বরের ভয়ও নাই। তুমি যেরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলে তাহাতে মনে হইয়াছিল যে তোমার

অন্ন বস্ত্রের আর অভাব হইবে না, লোকের নিকট যথেষ্ট সম্ভ্রম পাইবে এবং অন্যান্য অনেককে প্রতিপালন করিবে, তুমি একেবারে সে পথ আপনা আপনি ছাড়িয়া দিলে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক কাঙ্গাল হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ও বনে বনে ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, একি তোমার দুর্ব্বুদ্ধি হইল।" চন্দ্রানী এই রূপে শোক ও ক্রোধে অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিলেন। শেষে কাতরতা সংবরণ করিতে না পারিয়া একবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। গুরু নানক প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটী শব্দ * উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, "মাতা পিতাকে প্রাপ্ত হইয়া এই শরীব পাইয়াছি, কিন্তু ভগবান যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সংঘটিত হইতেছে। এ সংসারে তাঁহার ইচ্ছায় কাহার দানশীলতা লাভ এবং কাহার পদবৃদ্ধি হয়, অজ্ঞান মন বৃথা অহঙ্কার করে। সেই পতির ইচ্ছায় সকলেই এখান হইতে চলিয়া যাইবে। নিজ স্পৃহা বিসর্জ্জন করিয়া সহজ সুখ লাভ কর। সকলেরই মরিতে হইবে। এখানে কেহ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কেহ অন্যকে আদেশ করিতেছে, কেহ ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহাদের অন্তর মধ্যে একটি আবর্ত্ত হইয়াছে। পাপরূপ প্রস্তর সকল ডুবিয়া যাইতেছে। একমাত্র হরির নামই সংসারসাগর পার হইবার নৌকাস্বরূপ।" বিষয়ান্ধ ও ঘোর সংসারাসক্ত ব্যক্তিদিগের মনে কি মহা উত্তেজনার সময় ধর্ম্মের কথা স্থান প্রাপ্ত হয়? একটি সামান্য তৃণ দ্বারা বরং সমুদ্রতরঙ্গ শান্ত করা সম্ভব, কিন্তু ক্রুদ্ধ, শোকানলপ্রজ্বলিত, নিরাশ ও উত্তেজিত চিত্ত বিষয়ীদের মন উত্তেজনার সময় দুই একটী সৎ কথা দ্বারা শান্ত করা সম্ভবপর নহে। নানকের শ্বশুর মূলাও ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে শান্তির সমুদ্র নানকের মনে বিরাজ করিতেছিল তাহা কি কখন মনুষ্যের সামান্য ফুৎকারে আন্দোলিত হইতে পারে? তিনি অপূর্ব্ব শান্তভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মূলা বলিতে লাগিলেন, "যখন জন্মাবধি ইহার ফকিরদিগের প্রতি এত অনুরাগ, যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ফকিরদিগকে আহার পান করাইত আমি শুনিয়াছিলাম, তখনই আমার মনে

---

* "মিল মাত পিতা পিণ্ড কামাই ইত্যাদি—রাগ মহল্লা ১।

হইয়াছিল যে একদিন বুঝি আমার কপাল ভাঙ্গিবে, নানকও ফকিরদিগের একজন সঙ্গী হইয়া যাইবে।” জয়রাম নানকী ও ভাই বালা, মুলা ও চন্দ্রানীর সকল কথা নীরব হইয়া শ্রবণ করিলেন, একটীও উত্তর করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না।

এই সময় দৌলত খাঁ লোদির দূত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মুলা টাকার জন্য নবাবের নিকট গিয়া পূর্ব্বে যে গোলযোগ করিয়াছিলেন তাহার পর নবাব সাহেব নানকের মত লইয়া এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাপ্য টাকা সমস্তই ফকিরদিগের আহার জন্য ব্যয় করিবেন না, তাহার অর্দ্ধাংশ ফকিরদিগকে বিতরণ করিবেন, অপরার্দ্ধাংশ নানকের পত্নীকে দিবেন। দূত এখন সেই অর্দ্ধেক, তিন শত আশি টাকা লইয়া নানকের সম্মুখে রাখিল এবং বলিতে লাগিল যে, “আপনি ফকির হইয়া সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আপনার শরীর দিন দিন অতি দুর্ব্বল হইতেছে, এই কথা নবাব সাহেব শুনিয়া আপনার জন্য অত্যন্ত ভাবিত আছেন, তিনি আপনার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।” নানক বলিলেন, “সেই পরমেশ্বরের ভয়ে আমার মন সর্ব্বদা আকুলিত ও শরীর দুর্ব্বল হইতেছে। তাঁহার নিকট রাজা ও সম্রাট্‌গণ ভস্মসদৃশ অসার। এই সংসারের অপবিত্র মোহ সকলি শীঘ্র বিলুপ্ত হইবে।” এই কথা বলিয়া নানক গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলেন। টাকাগুলি জয়রাম নানকের পত্নী চৌনীজির নিকট লইয়া গেলেন। মুলা এবং চন্দ্রানী সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীন হইয়া ক্রমাগত চীৎকার এবং রোদন করিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যুষে গুরু নানক বিপাশা নদীতে মুখ প্রক্ষালন ও স্নানাদি সমাপন করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অল্পক্ষণ পরে একজন ব্রাহ্মণ একটী গাভী লইয়া নৌকাযোগে অপর পার হইতে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, পারের মূল্য দিবার অর্থ ছিল না। নাবিক প্রাপ্য মূল্য লইবার জন্য ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে লাগিল, ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল যে, ব্রাহ্মণ উৎপীড়নে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারে গুরু নানকের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, তিনি দুঃখী ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ অত্যাচার দেখিয়া নাবিককে অত্যন্ত

ভৎসনা করিতে লাগিলেন, তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য এমনি ভাবে একটি শ্লোক * দ্বারা তাহাকে তিরস্কার করিলেন যে তাহাতে তাহার চৈতন্যোদয় হইল, দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সে অত্যন্ত কাতর হইল। অবশেষে নানক সেই নাবিককে পরম গুরুর নামে দীক্ষিত করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন। নানক আর গৃহাভিমুখী হইলেন না, বৈরাগী হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে মুলা সুলখনীকে বলিলেন, "কন্যা, তোমার স্বামী লজ্জা, ভয়, কুলমর্য্যাদা সকলেতেই জলাঞ্জলি দিয়া ফকির হইয়া গেল, দুইটী শিশু লইয়া তুমি এখন দুঃখিনী হইলে, এখানে তোমার এ নিরাশ্রয় অবস্থায় কোন ক্রমেই থাকা উচিত নহে। তুমি আমাদিগের সহিত চল, ভগবান্ আমাদিগকে যেরূপে চালাইবেন, তোমারও সেইরূপে দিনপাত হইবে।" নানকী একথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমার ভ্রাতা সামান্য লোক নহেন, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অংশ তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, তিনি যাহা কিছু করেন কথনও তাহা মন্দ নহে। তিনি যদি পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইয়া অথবা অন্য কোন অসদ্ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতাম, কিন্তু আমার ভ্রাতা সে স্বভাবের লোক নহেন, তিনি অসদ্ভাব হইতে কোন কার্য্য করেন না। তিনি এক বার যাহা করিতে উদ্যত হন কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত করিতে সক্ষম হয় না। আপনি আমার ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লইয়া যাইবেন বলিতেছেন, আমার আর কে আছে? আমি তাঁহাদিগকে লইয়াই সংসারে বাঁচিয়া আছি। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবেন না, তাঁহারা এই থানেই থাকুন, আমাদিগের যেরূপ দিন নির্ব্বাহ হইবে তাঁহাদিগেরও সেইরূপ হইবে, ভগবান্ যখন সকলেরই প্রতিপালক তখন সে জন্য চিন্তা কি?" মুলার মন অত্যন্ত দুঃখেতে উত্তেজিত হইয়াছিল, তিনি নানকীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে এইরূপ স্থির হইল যে, লক্ষ্মীদাসকে লইয়া সুলখনী দেবী পিত্রালয়ে

* গউ ব্রাহ্মণ করাবো ইত্যাদি শ্লোক মহল্লা ১।

যাইবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদ নানকীর নিকট সুলতানপুরে থাকিবেন। পরদিন প্রাতে সকলে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন, নানকীর আর দুঃখের সীমা রহিল না, নানকের পত্নী সুলখনী ঠাকুরাণী ও তাঁহার মাতা অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, জয়রামও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রতিবাসিগণ নানা-প্রকার দুঃখ করিতে লাগিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, "একা নানক উদাসীন হইয়া যাওয়ায় এমন সংসার একেবারে ছারখার হইল।" অবশেষে মূলা চন্দ্রানী ও সুলখনী দেবী শিশু লক্ষ্মীদাস সহ পক্ককারান্ধাবে গ্রামে যাত্রা করিলেন।

মর্দ্দানার সঙ্গীতশক্তি লাভ।

গুরু নানক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সুলতানপুরের প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে তালবণ্ডীতে নানকের পিতা কালু লোকমুখে পুত্রের সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণবার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য দাস মর্দ্দানা মিরাশিকে সুলতানপুরে পাঠাইয়া দিলেন। মর্দ্দানা সুলতানপুরে যথাসময় উপনীত হইয়া লোকমুখে শ্রবণ করিলেন যে, নানক সত্য সত্যই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একেবারে জয়রামের গৃহে উপস্থিত হইয়া নানকীকে বলিলেন, "আপনার ভ্রাতার সংসার পরিত্যাগের কথা আপনার মাতা পিতা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন, সকল বৃত্তান্ত জানিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া সুস্থ করিবার জন্য তাঁহারা অদ্য আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন আপনি আপনার ভ্রাতাসম্বন্ধে সকল কথা আমাকে অবগত করুন" নানক-বিশ্বাসী নানকী মর্দ্দানার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "ভাই মর্দ্দানা আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে আর কি বলিব, যাহা কিছু তুমি সকলই আপন চক্ষে দেখিতেছ। তবে তুমি যদি কোন বিশেষ কিছু বৃত্তান্ত জানিতে চাও, তাহা নানককে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি আপন মুখে যাহা বলিবেন তাহাই পিতা মাতাকে বলিও।" মর্দ্দানা নানকীর কথা শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নগরের প্রান্তভাগে নানকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে

যজমান. তুমি এমন উৎকৃষ্ট বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে একখানি গামছা মাত্র বাঁধিয়া সন্ন্যাসীর বেশে এ, কি করিয়া বসিয়া আছ ?” প্রেমোন্মত্ত নানক মর্দ্দানাকে বিশেষ জানিতেন, ভগবানের বিধানরূপ রঙ্গভূমিতে তিনি যে একজন প্রধান অভিনেতা হইবেন তাহা তিনি দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেন। তাঁহার অন্তরে যে তদুপযোগী বিশ্বাস অনুরাগ উৎসাহ বৈরাগ্য ও অপরাপর সদ্‌গুণ সকল প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল তদ্বিষয় তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি মর্দ্দানার কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “হে মর্দ্দানা, তোমাকে যে এমন উৎকৃষ্ট সংগীতের গুণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রকৃত প্রয়োজনের সময় এখন উপস্থিত। তুমি এখন আমাদিগের সহিত দূর দেশে চল।” মর্দ্দানা জানিতেন তিনি নানকেরই লোক, তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “গুরুজি, আপনি কোথায় যাইবেন, আমাকে এখন বলুন।” নানক বলিলেন, “মর্দ্দানা, যে দিকে প্রভু আমাদিগকে লইয়া যাইবেন সেই দিকেই যাইতে হইবে।” ইহা শ্রবণ করিয়া মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, “আপনার পিতা মাতা আপনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আপনার সংবাদ জানিবার জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, অবিলম্বে তাঁহাদিগকে আপনার সংবাদ দিয়া সুস্থ করিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ আছে, এখন আপনি আমাকে আপনার সহিত যাইতে অনুমতি করিতেছেন, আমি এখন কি করিব ?” নানক উত্তর করিলেন, “মর্দ্দানা, শ্রবণ কর, আমার সঙ্গে যাইতে হইলে সম্মুখে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও বস্ত্রহীনতা আছে, কিন্তু যদি সুখে থাকিতে চাও তবে তালবণ্ডীতে প্রত্যাগমন কর।” মর্দ্দানা নানকের কথা ও ভাবের মধ্যে দিয়া এমনি একটী মোহিনী শক্তি দেখিতে পাইলেন যে তিনি তাহা অতিক্রম করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি উত্তর করিলেন, “হে গুরুজি, আমি এখন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারি না। আমার দৃষ্টির সম্মুখে কেবল আপনিই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আমি আর কোথায় যাইব ?’ গুরু নানক মর্দ্দানাকে তার যোগে সঙ্গীত বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন, মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, “গুরুজি, আমি কোন সঙ্গীত বিদ্যা জানি

না, কোন বাদ্য যন্ত্র কখন বাজাই নাই।” বাবা নানক বলিলেন, “মর্দ্দানা আমরা তোমাকে সঙ্গীতের গুণ প্রদান করিয়াছি। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের বিদ্যা, তিনি ইহা যাঁহাকে প্রদান করেন সে নিতান্ত মূর্খ হইলেও এতদ্দ্বারা সে এমনি আশ্চর্য্য শক্তিলাভ করে যে সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট মুগ্ধ হইয়া থাকে।” নানক মর্দ্দানাকে রবাব যন্ত্র সহকারে সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলেন। মর্দ্দানার নিকট রবাব যন্ত্র ছিল না। তিনি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া রবাব যন্ত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ডুমেটা পাঠান নামে একজন রবাববাদক বৃক্ষতলে বসিয়া রবাব যন্ত্র সহকারে মনোহর সঙ্গীত করিতেছে। মর্দ্দানা তাহার নিকট নমস্কার করিয়া বলিলেন, “একজন পরম সাধু নিকটস্থ এক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তোমাকে তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে. তুমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাধুদর্শনে যাত্রা কর।” ডুমেটা ডোম পথে যাইতে যাইতে মর্দ্দানার সহিত পরিচয়ে বুঝিল যে তাহারা দুই জনেই এক জাতি। গুরু নানকের নিকট ডুমেটা উপনীত হইয়া দর্শন করিল যে তিনি সম্পূর্ণরূপে সমাধিস্থ. সে তাঁহার সম্মুখে প্রণাম করিল। মর্দ্দানা ডুমেটাকে রবাব বাজাইতে অনুরোধ করায় সে উক্ত যন্ত্র সংযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিল, সঙ্গীত শুনিয়া নানকের ধ্যান ভঙ্গ হইল। নানক তাহার সঙ্গীতে সন্তুষ্ট না হইয়া মর্দ্দানাকে সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলেন। মর্দ্দানা পূর্ব্বে সম্পূর্ণ সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন, কখন রবাব বাজাইতে জানিতেন না, তথাপি তিনি গুরুর আদেশে বিশ্বাস করিয়া বাদ্য করিবার জন্য ডুমেটার নিকট হইতে রবাব যন্ত্র হস্তে গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে যে, তিনি যেমন যন্ত্রে হস্তার্পণ করিলেন অমনি দৈবশক্তি তাঁহার উপর আবির্ভূত হইল এবং তিনি এমনি সুমিষ্ট বাদ্য করিতে লাগিলেন যে মৃগ প্রভৃতি বন্য জন্তু সকল মোহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে তথায় উপনীত হইল। গুরু নানক মর্দ্দানার বাদ্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, ডুমেটা রবাবী তচ্ছ্রবণে অবাক্ হইল, সে আজীবন এমন সঙ্গীত কখন শুনে নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল। মর্দ্দানা বিস্ময়াপন্ন হইয়া গুরু নানকের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। গুরু নানক মর্দ্দানাকে একখানি

বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলে মর্দ্দানা তম্বুরা আনিবার কথা উত্থাপন করিলেন। নানক উত্তর করিলেন, "ভাই মর্দ্দানা, একালে মনুষ্য কর্ত্তৃক সকল বাদ্যযন্ত্রই অপবিত্র ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কেবল রবাব যন্ত্রই * পরম গুরুর যন্ত্র বলিয়া মনোনীত হইয়াছে, তুমি তাহাই সংগ্রহ করিবে।"

মর্দ্দানা গুরু নানকের নিকটে রবাব যন্ত্র চাহিলেন, তিনি তাহা নানকীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন। ডুমেটা আপন রবাব যন্ত্র গুরু নানককে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, নানক তাহাকে বলিলেন, "তুমি যখন নিঃস্বার্থ হইয়া আমাকে তাহা দিতে প্রস্তুত হইয়াছ তখন আমার তাহা গ্রহণ করাই হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। মর্দ্দানা নানকীর নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি মর্দ্দানার মুখে নানকের সংবাদ শুনিয়া ভক্তি ও বিনয়ে বিগলিত হইলেন। নানক বিদেশ যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার দর্শন দিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "আমার ভ্রাতার ইচ্ছা হইলে একখানি কেন এক শত রবাব যন্ত্র আমি এখনি দিতে পারি।" মর্দ্দানার প্রমুখাৎ নানকীর অনুরোধ শ্রবণ করিয়া নানক প্রান্তর হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভগিনীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানকী, গুরু নানক ও ভাই মর্দ্দানা উভয়কেই বসিবার আসন প্রদান করিলে উভয়ে উপবেশন করিলেন। নানক অত্যন্ত স্নেহ ও প্রেমের সহিত নানকীকে বলিলেন, "ভগ্নি, তুমি আমার নিকট তোমার মনের কথা বল।" নানকী উত্তর করিলেন, "ভাইজি, আমি আর কি বলিব, তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকট

* খোল ও করতাল যেরূপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রিয় বাদ্য যন্ত্র, সেইরূপ রবাব যন্ত্র শ্রীগুরুনানকের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। শিখেরা ভজন করিবার সময় এই যন্ত্র ব্যবহার করে। ইহা দেখিতে অনেকটা সারিন্দের মত, তার সংযোগে অঙ্গুলি দ্বারা বাজাইতে হয়। মর্দ্দানার বংশকে গুরুনানক আশীর্ব্বাদ করিয়া এই বর দিয়াছিলেন যে তাহারাই শিখ ভজনালয়ে পুরুষানুক্রমে সঙ্গীত করিবে। এই রবাব যন্ত্র হইতে তাঁহারা রবাবী নাম পাইয়াছেন। মর্দ্দানা অতি নীচ জাতিয় মুসলমান ডোম ছিলেন। তাঁহার জাতিকে মিরাসী বলে। রবাবিগণ অতি নীচ জাতীয় হইলেও এখনও শিখেরা তাহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।

থাক এই আমার প্রার্থনা।" নানক বলিলেন, ভগ্নি, আমি সর্ব্বদাই তোমার নিকটে আছি। এখন হইতে তুমি যখনই আমাকে দেখিবার জন্য মনে মনে ভাবনা করিবে, তখনই তোমার মনের ভিতর আমরা আসিয়া উপস্থিত হইব।" নানকী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মর্দ্দানাকে বলিলেন, "ভাই বালাকে ডাকিয়া আনিয়া সকলে ভোজন কর।" ভাই বালা তখন তালবণ্ডী যাইতেছিলেন। মর্দ্দানার কথা শুনিয়া নানকীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার মন তখন সন্দেহ ও নিরাশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি নানককে প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। কিসে নানকের সুখ সম্পদ ও মান মর্য্যাদা হয় ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি সকল কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেন কিন্তু নানকের দুঃখ দুর্নাম তাহার প্রাণে অসহ্য হইত। নানক এত মান মর্য্যাদা ও ধন ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করাতে তাঁহার অন্তরে গভীর বেদনা ও অবসন্নতা উপস্থিত হইয়াছিল। লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে যথেচ্ছা যে সমস্ত রটনা ও অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেছিল তচ্ছ্রবণে বালার মন মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তিনি কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিতেন না, চারিদিকে অন্ধকার ও নিরাশা দেখিতেছিলেন, নানকের প্রতিও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংসারে ফিরিয়া গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিনের ভার কোন প্রকারে বহন করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি গুরু নানকের নিকট আসিয়া বলিলেন, "গুরুজি, আর কেন? এখন সকলই সমাপ্ত হইয়া গেল, আপনি আমাকে বিদায় দিন, আমি সংসারে ফিরিয়া যাই।" নানক জানিতেন বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই বালাকে তাঁহার বিধানের একটি স্তম্ভ-স্বরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তাঁহা দ্বারা ভগবান্ এখনও অনেক কার্য্য করাইবেন, বালার মনোভঙ্গের কারণ কি তাহাও তিনি জানিতেন। বিধানের মহত্ত্ব অপেক্ষা তাঁহার শরীরের প্রতি অযথা আসক্তিই যে বালার সকল নিরাশার মূল কারণ তিনি নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অগাধ ভক্তি যে তাঁহার অন্তরে নিহিত ছিল তাহাও তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। তিনি বালার কথা শুনিয়া বিনীত ভাবে এবং সম্পূর্ণ স্নেহের সহিত মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন। "ভাই বালা আমার প্রতি তুমি

অকারণ এত রাগ করিতেছ কেন, আমি কি করিব?" নানক এই কথার সহিত বালার প্রতি এক প্রকার অপূর্ব্ব প্রেমকটাক্ষপাত করিলেন। এইরূপ প্রেমকটাক্ষ দ্বারা মহাপুরুষগণ যুগে যুগে কঠোরচিত্ত সংসারাসক্ত মহাপাপীদিগের চিত্তহরণ ও তাঁহাদিগকে একেবারে প্রেমে বদ্ধ করিয়া থাকেন। বালা নানকের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া পরাস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "গুরুজি, আমি কি পদার্থের লোক যে আমি আপনার উপর রাগ করিব? আমার মন হইতে সংসারাসক্তি যায় না, আমার মনে প্রেম হয় না, আমার মনের ভ্রম দূর হয় না, তোমার সঙ্গে থাকাতে আমার দুঃখ যায় না, প্রভুকে আমি চিত্তের মধ্যে দেখিতে পাই না। তাই আমি তোমার প্রতি এত কঠোর হই।" তখন নানক বালাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার দুঃখ দূর হইল, প্রভু তোমার চিত্তে দর্শন দিবেন। সংসার কুক্কুরের ন্যায় নীচ, সে তোমার কি করিতে পারিবে?" ভাই বালার মনে তখন অপূর্ব্ব সুখের উদয় হইল, তাহার সকল সংশয় ও নিরাশা চলিয়া গেল, তিনি বিনীত ভাবে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন নানক বালাকে তালবণ্ডীতে গমন করিতে আদেশ করিলেন, মর্দ্দানাকে আর যাইতে দিলেন না। নানকী পিতা মাতার জন্য নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য উপঢৌকনস্বরূপ বালার দ্বারা প্রেরণ করিলেন।

মর্দ্দানার অবিশ্বাস ও গুরু নানকের ভৎসনা।

কথিত আছে, ফরিন্দে নামে একজন সাধক মর্দ্দানাকে রবাব দান করিয়াছিলেন। রবাব ও ফরিন্দে সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা জন্মসাক্ষী পুস্তকে উল্লেখিত আছে। ইহাও কথিত আছে যে মর্দ্দানা দৈবশক্তি প্রভাবে যখন রবাব যন্ত্র বাজাইতে আরম্ভ করিতেন, তখন অদ্ভুত সুমিষ্ট স্বরে রবাব হইতে এই শব্দই বার বার বাজিত যে "তুহিই নিরাঙ্কার, তুহিই নিরাঙ্কার, এবং নানক তোমার দাস।" একদিন নানক রবাবের সুমধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। দুই দিন দুই রাত্রি নানক সমাধিতেই

মগ্ন রহিলেন, আহার নিদ্রার অতীত হইয়া তিনি আপন ভাবে মত্ত রহিলেন। মর্দ্দানা রবাব যন্ত্র সহকারে ক্রমাগত ঈশ্বর বন্দনা করিতে-ছিলেন, যথাসময় মর্দ্দানা ক্ষুধা ও শ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি অনাহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। গুরুর সম্মুখে তাঁহার আদেশে তিনি ভজনে রত হইয়াছিলেন, গুরু সম্মুখে সমাধিস্থ, এই সুগম্ভীর সময়ে তিনি সঙ্গীত বন্ধ করিয়া আর আহারানুসন্ধানে যাইতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন এ এক দিনের কথা নয় সর্ব্বদাই এরূপ ঘটনা হইবে। উপস্থিত ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা ও পরি-ণাম চিন্তায় সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রচেতা মর্দ্দানা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে স্থির করিলেন যে, এবার যতক্ষণ না গুরুর সমাধি ভঙ্গ হয়, কোন ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া কালাতিপাত করিব কিন্তু তিনি চক্ষু খুলিলেই তাঁহার নিকট হইতে একেবারে বিদায় লইব এবং তালবণ্ডী চলিয়া গিয়া দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। তৃতীয় দিনে নানক নেত্র উন্মীলন করিয়া উৎসাহ ও আনন্দের সহিত প্রিয়তমের সহবাস-সুখের পরিচয় মর্দ্দানার নিকট দিতে গেলেন, ক্ষুদ্রাত্মা ও ক্ষুধায় কাতর সংসারী জীব মর্দ্দানা তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন, "হে গুরুজি, আপনার ক্ষুধা ও দুঃখ প্রভু দূর করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগের শরীরকে এখনও ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করে নাই, তবে আপনার সহিত আমাদিগের একত্র বাস করা কিরূপে সম্ভব? আমরা অন্ন জলের অধীন জীব, এই নির্জ্জন স্থানে এমন একটি মানুষও নাই যে তাহার নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া উদরের জ্বালা নির্ব্বাণ করি, আপনি তো চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই কাল কাটাইলেন।" নানক মর্দ্দানার কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, "মর্দ্দানা আমার সঙ্গে থাকিলে দুঃখ এবং ক্ষুধা তো তোমার ভোগ করিতেই হইবে। যদি তুমি সে সমস্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাক, তবে আমার সঙ্গে অবস্থিতি কর, আর যদি তুমি সে সমস্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত হও, তবে তুমি গৃহে গমন কর।" মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, "গুরুজি, আমার একটি বন্দবস্ত হইলেই আমি এখানে থাকিতে পারি।" নানক উত্তর করিলেন, "এখানে থাকিতে হইবে,

ক্ষুধা তৃষ্ণা ও সুখদুঃখনিরপেক্ষ হইয়া প্রভুর হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, নতুবা চলিয়া যাও।" বিশ্বাসহীন মর্দ্দানা নানকের কথা শুনিয়া তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে কিরূপে ক্ষুধা তৃষ্ণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় তাহা তাঁহার মনে প্রবেশই করিল না। তিনি অত্যন্ত হতাশ ও ভীত হইয়া সম্মুখে অন্ধকার দুঃখ বিপদ ও মৃত্যুই গণনা করিতে লাগিলেন এবং অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "গুরুজি, আমি তবে গৃহেই চলিলাম।" নানক অতি শান্ত ভাবে কেবল এই কথা বলিয়া তখন মর্দ্দানাকে বিদায় দিলেন যে, "তবে তুমি তোমার রবাব যন্ত্রখানি ভগিনী নানকীর নিকট দিয়া যাইবে।"

মর্দ্দানা রবাব লইয়া সুলতানপুরে জয়রামের ভবনে উপনীত হইলেন। অনেক দিনের পর নানকী মর্দ্দানাকে দেখিয়া নানকের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ও সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মর্দ্দানা, আমার ভ্রাতাকে তুমি কোথায় ফেলিয়া আসিলে?" মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, "হে বিবিজি, আপনার ভ্রাতা ফকির সাধু হইয়াছেন, তাহাকে দুঃখ ও ক্ষুধা আর স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার সহিত আমাদিগের মত লোকের একত্র থাকা কিরূপে সম্ভব হয়? তাই অনেক কষ্ট পাইয়া আমি অবশেষে তাহাকে বলিলাম যে, গুরুজি তবে আমি তালবণ্ডী চলিলাম। গুরু আমাকে বিদায় দিয়া বলিয়া দিলেন এই রবাব যন্ত্র খানি তুমি ভগিনীর নিকট রাখিয়া যাও। তাই আমি ইহা দিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।" মর্দ্দানার মুখের কথাগুলি শুনিবামাত্র নানকী আর কিছু উত্তর করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জয়রাম গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে নানকী উত্তর করিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, এত দিন মর্দ্দানা আমার ভ্রাতার নিকট ছিলেন, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তিনি সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়া গিয়াছেন, সর্ব্বদাই ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত ও সমাধিস্থ থাকেন, তাঁহার ক্ষুধার সময় এখন কে তাঁহাকে আহার করাইবে এবং তৃষ্ণার সময় জলই বা কে দিবে? নানক

একাকী আছেন একথা ভাবিলে আমি আর স্থির থাকিতে পারি না।" জয়রাম উত্তর করিলেন, "কেন তুমি অত দুঃখ করিতেছ? আমি সর্ব্বদাই তোমার আজ্ঞাকারী. যাহা হইলে মর্দ্দানা আবার তোমার ভ্রাতার নিকট গমন করিতে সমর্থ হন আমাকে তাহা বলিয়া দেও, আমি তাহাই করি।" নানকী উত্তর করিলেন, "ঠাকুর মহাশয় আমি আর আপনাকে কি বলিয়া দিব, যাহা করিলে তিনি আবার তাঁহার নিকট গমন করেন, আপনি নিজে তাহাই করিয়া দিন।" জয়রাম মর্দ্দানাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে তুমি অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করিও না. আমরা সে জন্য দায়ী। যখন তোমরা এই সুলতানপুরের সন্নিকট থাকিবে, তোমার জন্য আমার গৃহে দুই বেলা রুটি প্রস্তুত থাকিবে। তুমি এক বার করিয়া আসিয়া ভোজন করিয়া যাইবে। আর যদি তোমাদিগের দূরে গমন করিতে হয়, তবে এই বিশ মুদ্রা সঙ্গে রাখ, ইহার দ্বারা উদরান্ন প্রস্তুত করিয়া লইও, আর বস্ত্রের জন্যই বা চিন্তা করিতেছ কেন? এই আমার নিজের পরিচ্ছদগুলি তুমি গ্রহণ কর। এই সমস্ত লইয়া তুমি গুরু নানকের নিকট গমন কর, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিও। তাঁহার যেন কোথাও কোন কষ্ট না হয়, সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।" নানকী মর্দ্দানাকে বলিয়া দিলেন, তুমি আমার ভ্রাতাকে বলিও যেন তিনি এক বার আমাকে দর্শন দিয়া অন্যত্র গমন করেন।

মর্দ্দানা অতি নীচ জাতীয় ডোম এবং চিরদরিদ্র. তিনি এক কালে বিশ মুদ্রা কখন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এতগুলি মুদ্রা হস্তে পাইয়া এবং অন্ন বস্ত্রের এমন সুবিধা হইল দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, রবাব যন্ত্র লইয়া পর দিন উত্তমরূপে আহার করিয়া গুরু নানকের নিকট যাত্রা করিলেন এবং গুরুর সম্মুখে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। গুরু নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মর্দ্দানা, এই রবাব যন্ত্র তুমি কেন আবার এখানে লইয়া আসিলে?" মর্দ্দানা সকল বৃত্তান্ত গুরুকে অবগত করিয়া বলিলেন, "এই রোক বিশ টাকা খরচের জন্য জয়রাম আমাকে দিয়াছেন এবং আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, এই বস্ত্রগুলিও তিনি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আপনার ভগিনী আপনাকে এক বার দর্শন করিতে

চাহিয়াছেন। আমি আপনাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছি শুনিয়া তিনি চীৎকার রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন এবং ভাই জয়রাম আমার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে আবার আপনার নিকট প্রেরণ করিবার কথা স্থির করিলে তিনি শান্ত হইলেন।" নানক মর্দ্দানার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মর্দ্দানা, তুমি একি কার্য্য করিয়াছ, তুমি জাতিতে ডোম, এখানেও ঠিক ডোমের ব্যবহার করিলে?" মর্দ্দানা, গুরু নানকের অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "গুরুজি, আমিতো এ টাকা তাঁহাদের নিকট যাচ্ঞা করি নাই, তাঁহারা আপনারাই ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করিয়াছেন।" নানক উত্তর করিলেন, "মর্দ্দানা, তুমি এখনই গিয়া এই বিশ টাকা তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর, আর তোমার বস্ত্রের জন্যই বা চিন্তা কি, তুমি কেবল আমাদিগের প্রভুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাক, আমরা তাঁহার দাস, তিনি আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন জানিবে। তুমি তাঁহার উপর আশা সংস্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট থাক।" মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, "গুরুজি, আপনার ভগিনী আপনাকে এক বার দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন।" আমার সহিত আপনিও চলুন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাপুরুষদিগকে আলোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তাঁহারা স্বর্গের আলোকসদৃশ হইয়া এই অন্ধকারময় পৃথিবীতে দীপ্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু অন্ধকার পৃথিবী তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না। তাঁহাদের আন্তরিক স্বর্গীয় ও উচ্চতর ভাব গুলি পৃথিবীর লোকদের বোধগম্য হওয়া দূরে থাকুক, যে কয়েক জন লোক সংসারের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও সে সকল কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন না। বিধানপ্রবর্ত্তকদিগের উচ্চতর ভাব সকল শুনিয়া সময়ে সময়ে তাঁহারা যেরূপ সংসারাসক্তি অতি নীচ ভাব ও অজ্ঞানতা প্রকাশ করেন, তাহা শুনিলে লোকে তাঁহাদিগকে স্বভাবতঃ অতি কৃপাপাত্র বলিয়া বোধ করিতে পারেন, কিন্তু মহাপুরুষগণ ধন্য, তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যদিগের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততা ও ঘোর সংসারাসক্তি এবং পাপের কথা সকল বার বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও তাঁহাদের মধ্যে এমন

একটু বিশেষ দৈব গুণ দেখিতে পান, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে সংসারের লোক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারেন। অন্য লোকে তাঁহাদিগের সহিত সংসারী জীবদিগের পার্থক্য অনুভব করিতে অসমর্থ হন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এমন কিছু লক্ষ্য করেন যদ্দ্বারা তাঁহাদের দুর্ব্বলতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বল, তাঁহাদের পাপের মধ্যে পুণ্যের গূঢ় বীজ এবং অনুপযুক্ততার মধ্যে বিধানের লুক্কাইত অপরাজিত শক্তি প্রকাশ পায়। এই জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগের অনুপযুক্ততার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিয়াও কিছু মাত্র নিরাশ না হইয়া তাঁহাদের উপর এমনি বিশ্বাস স্থাপন করেন যে অন্য লোকে তাহার অর্থ কিছুই না বুঝিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়। মর্দানা যখন গুরু নানককে ভগিনী নানকীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি শান্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন "আচ্ছা মর্দানা, আমি তোমার কথাই শুনিব। তোমাকে লইয়া আমাদিগের অনেক কার্য্য করিতে হইবে।" মর্দানার সহিত গুরু নানক আবার জয়রামের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, গুরু নানক নানকীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তথাচ ভ্রাতাকে দেখিয়া নানকীর মনে এমনি ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত যে, তিনি তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ভগিনীর এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি তাঁহাকে অনেক নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং মর্দ্দানাকে বিশ টাকা ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। নানকী কহিলেন, "মর্দ্দানাকে এ টাকা আমরা আপনারাই দিয়াছি সে তাহা চাহে নাই।" গুরু নানক উত্তর করিলেন, "ভগিনী, তুমি কেবল আমাদিগের প্রভুর উপর নির্ভর কর। তুমি আমার বড় ভগিনী এবং ঈশ্বরভক্ত, তুমি আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, জ্যেষ্ঠার প্রার্থনায় আমার অনেক কল্যাণ হইবেই হইবে। টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলিয়া নানক ভগিনীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের বাহিরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

সন্ন্যাসীবেশে নানকের তালবণ্ডী গমন।

নানকীর গৃহ হইতে বিদায় লইয়া গুরু নানক ইম্নাবাদে আসিয়া ভাই লালো নামক এক জন সাধুর গৃহে এক মাস কাল অবস্থিতি করিতে

সুরু করিলেন। এই সময় ভাই মর্দ্দানা গুরু নানকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তালবণ্ডী যাত্রা করিলেন। ভাই বালা ইতিপূর্ব্বেই তাল-বণ্ডীতে আসিয়াছিলেন। নানকের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের কথা কালু পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন এবং এজন্য যৎপরনাস্তি দুঃখে বিহ্বল ছিলেন। মর্দ্দানা নানকের নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিবামাত্র কালু তাঁহাকে ডাকাইয়া নানকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, "মহিতাজি, আপনার পুত্র রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় অবতার, তিনি একাধারে চন্দ্র সূর্য্য হইয়া জগতে উদিত হইয়াছেন।" সংসারাসক্ত কালুর হৃদয়ে মর্দ্দানার কথা বিষ সদৃশ কটু বোধ হইল, তাহাতে তাঁহার মনে আরও দুঃখের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ভাই মর্দ্দানার প্রত্যাগমনের কথা ভক্ত রায় বুলার শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, তাঁহার নিকট গুরুর সমাচার জিজ্ঞাসা করায়, সরলচিত্ত মর্দ্দানা বলিয়া উঠিলেন, "রায়জি, নানক আমার সম্রাটের সম্রাট্, পীরের পীর, এবং ফকিরদিগের শিরোভূষণ হইয়াছেন। তাঁহার মধ্যে দৈবশক্তি অত্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছে।" রায় বুলার মর্দ্দানার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মর্দ্দানা আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, একবার নানককে দেখিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে। তুমি বালা সিন্ধুকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও এবং তাঁহার দর্শন জন্য আমার ব্যাকুলতার কথা তাঁহাকে অবগত করিও। যে কোন প্রকারে হয় একবার আমাকে দেখা দিয়া যাইতে নানককে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিও।" মর্দ্দানা এই বলিয়া রায় বুলারের নিকট বিদায় লইলেন যে, "নানক তো আমাদিগের অধীন নহেন যে আমা-দিগের কথা শুনিবেন, আমরাই তাঁহার অধীন, তবে আপনার অনুরোধ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিব।"

ভাই বালা এবং মর্দ্দানা একত্র হইয়া ইমনাবাদে যাত্রা করিলেন। ভাই লালোর গৃহে উপনীত হইয়া নানকের সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎ করিলেন, এবং প্রণিপাত করিয়া তালবণ্ডীর সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, রায় বুলার আপনাকে একবার দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।" নানকের পুরাতন ভক্ত রায় বুলারের নাম শুনিবামাত্র তাঁহার মনে প্রেমের উদয় হইল। তিনি বলিলেন, "রায় বুলারের ভার

আমার স্কন্ধে সর্ব্বদাই আছে, আমি শীঘ্র গিয়া একবার রায়জীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।" ভাই বালা ও ভাই মর্দ্দানাসহ গুরু নানক তালবণ্ডী আসিয়া উপনীত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাই বালাকে নানক বলিতে লাগিলেন, "ভাই বালা তালবণ্ডী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা নাই।" অবশেষে নানক আসিয়া তালবণ্ডীর প্রান্তরস্থ ভাই বালার কূপের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। নানকের পিতা মহিতা কালু, খুল্লতাত লালু এবং তাঁহার মাতা ত্রিপতা নানকের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া ত্বরায় তথায় উপনীত হইলেন; তাঁহারা সকলেই নানককে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লালু বলিলেন, "বৎস নানক, আমাদিগের এই শিবরাম বেদীর বংশ তোমারই জন্য অত্যন্ত কলঙ্কিত হইল। তোমার পিতা তোমার সহিত অনেক দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি বলিতেছি সে জন্য তুমি আর তাঁহার নিকট থাকিও না। তুমি এখন আবার গৃহে চল।" নানক উত্তর করিলেন, "খুড়া মহাশয়, আমি অনেক ঘর পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে এই একটি সুখের ঘর পাইয়াছি। এ ঘর ছাড়িয়া আমি আর কোথা যাইব।" লালু উত্তর করিলেন, "হে নানক, তুমি সাধু হইয়াছ, দয়াই সাধুর প্রধান ধর্ম্ম। আমি তোমার খুল্লতাত, এই তোমার পিতা দণ্ডায়মান এবং ঐ দেখ তোমার বৃদ্ধা মাতা তোমার জন্য ক্রন্দন করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়াও কি তোমার দয়া হয় না? চল বৎস গৃহে চল।" লালুর কথা শুনিয়া বাবা নানক যে একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, ক্ষমা আমার মাতা, সন্তোষ আমার পিতা, সত্য আমার খুল্লতাত, তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমার মন

* ক্ষিমা হামারী মাতা কহিয়াহি সন্তোখ হামারা পিতা। সত হামারা চাচা কহিঐ জিন সঙ্গ মনু আজিতা। শুন লালু গুণ ঐসা। সগলে লোক বন্ধনকে বাঁধে সো গুণ কহিঐ কৈসা। রহাও। ভাও ভাই সঙ্গি হামারে প্রেম প্রীত সো চাচা। ধীয় হামারী ধীরজ বনিহি ঐসা সঙ্গ হামারা। সান্ত হামারী সঙ্গ সহেলী মতি হামারী চেলী। এহ কুটম্ব হামারা কহিয়হি সসি সসি হমারী খেলী। এক ওঁকার হামারা খাবদ জিন হম বনত বনাই। উসকো তিয়াগ অবর কৌ লাগে নানক সো দুঃখ পাই।—রাগ রামকেলী মহল্লা। ১।

অপরাজেয় হইয়াছে। হে লালু, এই সমস্ত গুণের কথা শ্রবণ কর। যে সকল লোক পাপের বন্ধনে আবদ্ধ তাহারা এ সমস্ত গুণের কথা কিরূপে বলিবে? ভক্তি আমার ভ্রাতা সর্ব্বদাই আমার সঙ্গী এবং প্রীতিই আমার জ্যেষ্ঠ তাত, ধৈর্য্য কন্যা হইয়াছেন, তিনি কখনই আমার সঙ্গ ছাড়া হন না। সাধুগণ আমার সহচর, তাঁহাদেরই দ্বারা আমি সর্ব্বদা পরিবৃত থাকি। আমার মতিই আমার শিষ্য হইয়াছে। এই প্রকার আমি কুটুম্ব সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, সর্ব্বদাই আমি ইহাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকি। ওঁকারস্বরূপ পরমেশ্বরই আমার পতি হইয়াছেন। যিনি আমাকে তাঁহার জন্য উপযুক্ত করিয়া লইতেছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের আশ্রয় লইলে নানক কহেন অনেক দুঃখ পাইতে হইবে।" বাস্তবিক সকল মহাজনেরই এ সম্বন্ধে এক মত। তাঁহাদের শরীর এই সংসারে বাস করে বটে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা অন্যতর জগতে অবস্থিতি করে। তাঁহাদের গৃহ, পরিবার, আত্মীয়, কুটুম্ব, এ পৃথিবীর নহে। মানবকুল শ্রেষ্ঠ অপর মহাত্মা ও আপনার পিতা মাতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "কে আমার পিতা, কেইবা আমার মাতা, এ সংসারে যিনি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করেন, তিনিই আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলি।"

পরে গুরু নানক রায় বুলারের অনুরোধে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। রায় বুলার তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি নানকের চরণে মস্তক রাখিয়া বার বার প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নিজ মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানক উত্তর করিলেন, "রায়জি, তোমাকে আমি আর কি বলিব; যেখানে আমরা সেই খানেই তুমি।" রায় বুলার নানকের আহারের জন্য আয়োজন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তপস্বী, আপনার জন্য কি রন্ধন হইবে?" নানক উত্তর করিলেন, "যাহা পরমেশ্বর প্রেরণ করেন তাহাই হইবে, এ সম্বন্ধে আমি কখন কোন আদেশ করি না।" গুরু নানক এই সময়ে যে একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, "সুমিষ্ট প্রেমই প্রকৃত

* মিঠা মরম সলুনা সঞ্জম খটা খরা ধিয়ান। ঐসা ভোজন জো জন

ব্যঞ্জন, ইন্দ্রিয়সংযমই অম্ল, এবং ধ্যানই যথার্থ লবণ, এইরূপ ভোজন যে জন করে সে পুরুষপ্রধান। রায়জি, তুমি আর সকল ছাড়িয়া এইরূপ ভোজন কর। তুমি সত্যরূপ আহারেই নিমগ্ন থাক, তাহাতে তোমার তৃপ্তি হইবে। সদ্‌গুরুরূপ কল্পতরু হইতে ফল্ পাড়িয়া তাহাই অল্পে অল্পে আহার কর। নামামৃত ফলের রস তোমাকে প্রদত্ত হইবে, তুমি তাহাই পান কর। যে অকালমূর্ত্তির রূপদর্শনে জন্ম সফল হয় তাঁহাকেই তুমি হৃদয়ে ধারণ কর। নানক কহেন এক ওঁকার রসেরই প্রকৃত আস্বাদন আছে, তাহাই আমি গ্রহণ করিয়াছি। যখন হইতে সত্য নাম রসনায় দিয়াছি, সেই দিন হইতে অন্য সকল আস্বাদন বিস্বাদ হইয়া পড়িয়াছে।" গুরুজি এই শব্দ উচ্চারণ করিলে রায় বুলার প্রণাম করিলেন। রায়জি এই সময়ে কঠোরচিত্ত সংসারাসক্ত অবিশ্বাসী কালুর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "তবে কালু এখন তুমি কি বল?" কালু উত্তর করিলেন, "রায়জি, ও যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি, ও কিছুই নহে।" গুরু নানক ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "পিতাজি, যিনি আমার প্রভুকে দেখিয়াছেন, তিনিই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন।" নানক এই স্থানে আর একটি শব্দ * উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, 'তিনিই বড় তিনিই বড়' সকলে এই কথা বলে ও শুনে, কিন্তু বড়কে কে জানে? তাঁহার মূল্য নাই, তদ্বিষয় কেহ জানে না। তাঁহার কথা বলিতে গিয়া বক্তাগণ স্তম্ভিত হইয়া থাকেন। আমার প্রভুই বড়। তিনি গভীর ও সুগম্ভীর। তাঁহার গভীরতা ও গুণ কেহ জানে না। সকল সৌন্দর্য্য তাঁহা হইতে সুন্দর হইয়াছে। তাঁহা হইতেই সকল বহুমূল্য পদার্থ মূল্যবান্ হইয়াছে। জ্ঞানী ধ্যানী সকলেই [প্রভু,] তোমা হইতে উচ্চ হইয়াছে। তোমার

অচরে সো মানষ পরধান। রায়জি ভোজন ঐসা করিয়ে। ঔর সগল পরহরিঐ। রহাও। মেরা মগন লগা সচ সতী জিস খাঁধে ত্রিপতাবৈ। সতি গুরু বিরছ ফল আসন ডালিয়ে ফল চুগ চুগ খাবৈ। অমৃত ফল রস নামু ধনীকা সে পীবৈ জিস দেবৈ। সফলিউ দরস অকালমূরত হৈ তাঁকে রিদে সমাবে। কহু নানক সো খরা সুয়াদী এক ওঁকার রস লিয়া। আউর সুয়াদ সভ ফিকে লাগে যব সচ নাম মুখ দিয়া।—রাগ মারু মহল্লা ১।

* শুনি বড্ডা আখে সভ কোই।"—রাগ আশা মহল্লা ১।

মহত্ত্বের এক তিলও কেহ বলিতে পারে না। সকল তপস্যা, সকল মঙ্গল, সকল সিদ্ধি তোমারই স্তুতি করিতেছে। তপস্যা ব্যতীত কেহ সিদ্ধ হয় না। সৎকর্ম্ম না করিলে আঘাত পাইতে হয়। তোমার বিষয় বক্তা বেচারারা কি বলিবে? তোমার ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। যাহাকে তুমি সামর্থ্য দেও সেই তোমার কথা বলিতে পারে। নানক কহেন, সত্য স্বরূপের নিকট সকলেই বলিহারি যায়।" নানকের কথা শুনিয়া কালু বলিতে লাগিলেন, "বৎস নানক, তুমি এ সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া সকল লোক যে পথে চলে সেই পথই গ্রহণ কর।" কালুর নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কথা শুনিয়া লালু বলিলেন, "মহিতাজি, তুমি চুপ করিয়া থাক।" তিনি রায় বুলারকে বলিলেন, "রায়জি, তুমি যেমন ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর, কিন্তু নানককে তোমারই নিকট রাখিয়া দাও।" রায় বুলার নানককে তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া বলিলেন, তুমি এখানে অবস্থিতি করিলে আমি তোমাকে অনেক বিষয় সম্পত্তি প্রদান করিব, তোমার কোন প্রকার চিন্তা থাকিবে না, নির্ভাবনায় ভগবানের আরাধনা করিবে, তোমার আত্মীয়গণ সকলেই সুখী হইবেন। নানক একই সম্পত্তি ও একই প্রভুকে জানিতেন। তিনি বলিলেন, "আমি এখন সেই প্রভুর হস্তে আমার সকলই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমার এখন আর কোন প্রকার চিন্তা নাই।" নানকের মাতা ত্রিপতা অত্যন্ত খেদ করিতে করিতে এই সময় বলিয়া উঠিলেন "পুত্র নানক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইও না, আমি তোমাকে দুই বেলা রন্ধন করিয়া দিব, তুমি তাহা ভোজন করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিও, তোমার আর কিছু কার্য্য করিতে হইবে না, তুমি গৃহহীন হইয়া দেশ বিদেশে ওরূপ করিয়া বেড়াইও না। তোমাকে কে আহার করাইবে, এরূপ করিলে অনাহারে তোমার প্রাণ যাইবে।" গুরু নানক এই স্থানে একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন,

* আখা জীবা বিসরে মর যাউ। আখন অউখা সচা নাউ। সচে নামকী লগৈ ভুখ। উত ভুখে খাই চলিয়াছি দুঃখ। সো কিউ বিসরৈ মেরী মাই। সাচা সাহিবু সচা নাউ। রহাও। সাচ নামকী তিল বড়িয়াই। আখি থকে কীমতি নহী পাই। জে সভ মিলকৈ

তাহার মর্ম্ম এই. "তাঁহার কথা বলাই আমার জীবন, বিস্মরণে মৃত্যু হয়। সত্য নাম বলা বড় কঠিন। আমার সেই সত্য নামের ক্ষুধা হইয়াছে, সেই ক্ষুধাতেই আমার দুঃখ সকল চলিয়া গিয়াছে। হে মাতঃ, তাঁহাকে আমি কিরূপে বিস্মৃত হইব? তাঁহার শোক অথবা মৃত্যু নাই, সত্য নামের তিলমাত্র স্তুতি করিতে সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া যায়। তাঁহার মূল্য কেহ জানে না, সকল লোক একত্র হইয়া স্তব করিলে তাঁহার মহত্ত্বের কোন বৃদ্ধি হয় না, না করিলেও কমিয়া যায় না। দাতা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, জীবের ভোগ নিবৃত্ত হইতেছে না। ইঁহারই গুণ আছে আর কাহার নাই, ছিল না এবং হইবে না। যেরূপ তিনি আপনি বড় তেমনি তাঁহার দান বড়। তিনি দিন সৃজন করিয়া রাত্রি করিতেছেন। যে স্ত্রী আপন পতিকে বিস্মৃত হয় সে স্ত্রী জাতিতে অতি নীচ। নানক কহেন কেবল তাঁহার নামই সত্য। নানক মাতাকে আরও বলিলেন, "হে মাতঃ, তুমি সেই পরমেশ্বরের নাম জপ কর, তাঁহার সেই নাম জপ করিয়া আমি সর্ব্বদাই তৃপ্তি লাভ করিতেছি, আমার অবস্থানও সেই ভগবানের ইচ্ছাধীন, যেখানে তিনি আমাকে রাখেন সেইখানেই আমায় থাকিতে হইবে।" রায় বুলার বলিলেন, "নানক, তুমি আমাকে কিছু আদেশ কর, আমি তোমার কিছু সেবা করিতে ইচ্ছা করি।" অপর একটি শব্দ * দ্বারা গুরু নানক এইরূপ উত্তর করিলেন, "কেবল প্রভু পরমেশ্বরই আদেশ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে কাহার বল চলে না, বলপূর্ব্বক কেহ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। হে রায়জি, তিনি এমনি প্রভু, যে তিনি কাহার অধীন নহেন, কিন্তু হাত জোড় করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে সকলি প্রাপ্ত হওয়া যায়।" রায় বুলার পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে তপোধন,

---

অথন পাই। বড়া না হোবৈ ঘটি না যাই। না উহু মরে ন হোবৈ সোর। দেদা রহৈ নচুকৈ ভোগু। গুণ এ হোর নহী কোই। না কো হোয়া না কো হোই। যে বড আপি তে বড় দতি। যিন দিন করকে কীতী রাতি। খাবন বিসারহি তে কম জাতি। নানক নাবহি বাঝু সনাত।—রাগ আশা মহল্লা ১।

* ইক ফরনাইস আখি ঐ ইত্যাদি—রাগ সারঙ্গ মহল্লা ১।

এই স্থানে কি তোমার নামে একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিব? তুমি এই স্থানেই থাকিয়া ফকিরদিগকে আহার করাও। অন্য কোথায়ও আর যাইও না।" গুরু নানক স্বতন্ত্র একটি শব্দে * তাহার এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন তাহার অর্থ এইরূপ, "অতিথিশালা একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে, অন্য অতিথিশালা নাই। হে রায় বুলার, আমার এক মিনতি শ্রবণ কর। সত্যস্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা একই, তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ সৃজন করিয়াছেন। দাতা স্বয়ং দয়াময়, তিনি ধনী হইয়া সকলের সঙ্গে থাকিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি জীবন প্রাণ দেহ ধন দিয়াছেন এবং রস ভোগ করাইতেছেন। তিনি আপনি কোন রসভোগ করিতেছেন না। সিদ্ধ ও সাধক সকলের উপরে এক জনই আছেন। নানক কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা দাতার নিকট সকল লোকই ভিক্ষা করিতেছে।" রায় বুলার নানকের কথা শুনিয়া প্রণতি পূর্ব্বক অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "হে তপোধন, তোমার যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর।" নানক কয়েক দিন তালবণ্ডীতে থাকিয়া ভাই বালা এবং ভাই মর্দ্দানাকে বলিলেন, "তোমরা দুই জন আমার সঙ্গে চল।" বালা ও মর্দ্দানা উভয়েই গুরু নানকের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে মাতা ত্রিপতা আসিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি নানককে কিছুতেই যাইতে দিতে চাহিলেন না। কালুও অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রায় বুলারও অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নানকের কর্ণকুহর তাঁহার প্রভুর আদেশে পরিপূর্ণ ছিল, অন্য কাহারও কথা তাহাতে স্থান পাইল না। সে রজনী নানক মাতার নিকট থাকিয়া পর দিন ১৫৫৩ সংবৎ ৯ই পৌষ, বৃহস্পতিবার সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন।

* লঙ্গর ইক্ খুদাইকা দুসর লঙ্গর নাহি। দুসর লঙ্গর না চলে বিরজর বয়হাই। রাই বুলার সুন বেনতী ইক্ অরজ হমারী। রাই বুলার সুন বেনতী এক অরজ হমারী। খালক সচা এক হৈ জিন খলক সবারী। রহাও। দাতা আপ রহীম হৈ সভ জীয় নালে দেবনকউ আপে ধনী সগলিয়া প্রতিপালে। জীয় প্রাণ তন ধন দীয়ে দীন রস ভোগ। আপো কচু ন হোবয়ী কীনে রস যোগ। সভ নাকে সির এক হৈ সিধ সধক বিচারে। নানক মঙ্গতা সভকো দাতা সিরজনহারে।—রাগ আশা মহল্লা ১।

গুরু নানক তালবণ্ডী হইতে যাত্রা করিবার সময় রায় বুলার আসিয়া অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, "হে তপোধন, তুমি আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা কর, আমার নিবেদন এই যে, তুমি এই স্থানেই অবস্থিতি কর, অন্যত্র গমন করিও না।" বাবা নানক উত্তর করিলেন, "রায়জি সে বিষয় আমার ইচ্ছাধীন নহে, প্রভু যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা করিতেই হইবে।" অবশেষে গুরু নানকের কোন প্রকার সেবা করিবার জন্য রায় বুলার বারংবার অত্যন্ত মিনতি করিতে লাগিলেন। নানকের কোন সেবারই প্রয়োজন ছিল না, রায়জির নিতান্ত অনুরোধে তিনি বলিলেন, "পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিরা আসিয়া এই জলহীন স্থানে অত্যন্ত কষ্ট পায়, রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া জলাভাবে স্নান দ্বারা শীতল হইতে না পারিয়া পথিকেরা অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে। অতএব আপনি এই স্থানে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিন, তাহা হইলেই আমার সেবা হইবে, দুঃখীদের সুখ হইলেই আমি তৃপ্তি লাভ করিব।" রায় বুলার গুরুর আদেশে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন, তিনি নানকের নামে তালবণ্ডীতে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিলেন। উক্ত পুষ্করিণী আজও তথায় বিদ্যমান আছে। শিখেরা ইহাকে অত্যন্ত পবিত্র জলাশয় জ্ঞান করে।

কর্ত্তারপুরের বৃত্তান্ত।

গুরু নানক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করায় তাঁহাদের মন দুঃখ অন্ধকার ও শোকে আকুল হইয়া উঠিল। পিতা মাতার অন্ধের যষ্টি ও বৃদ্ধ বয়সের আশাস্বরূপ একমাত্র পুত্র নানক তাঁহাদিগকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া তাঁহারা অনবরত হা হতোঽস্মি ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্গরাজ্যের গূঢ় নিয়ম এই যে, মনুষ্যাত্মা যখন ঘোর দুঃখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সেই অবসরই জীবাত্মার মধ্যে নবজীবনের বীজ বপন করিবার পক্ষে পরমাত্মার অতি প্রশস্ত সময়। অন্ধকার দুঃখ তাঁহার কার্য্যের যেরূপ অনুকূল, এমন আর অন্য কিছু নয়। অশ্রুজল পাইলে নবজীবনের বীজ চিত্ত-

ক্ষেত্রে যেরূপ অঙ্কুরিত হয় এমন আর কিছুতে হয় না। যিনি দিবালোক সৃজন করিয়া আপনার মহিমা প্রচার করিয়াছেন, রজনী তাঁহারই গভীরতর কৃপা প্রকাশ করিতেছে। সুখসম্পদ মনুষ্যজীবনে যাঁহার অপার প্রেমের পরিচয় দেয়, দুঃখ বিপদ ও অশ্রুজল তাঁহারই গূঢ়তর মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সম্পন্ন করে। নানকের পিতা মাতার আত্মা এই গূঢ় নিয়মকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। ঈশ্বর প্রেরিত সাধু শ্রীগুরু নানকের কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত বারি তাঁহাদিগের আত্মার উপর পড়িয়াছিল, তাহাতেই ভিতরে ভিতরে তাঁহাদিগের চিত্তভূমি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর পরমাত্মা তাঁহাদিগের গভীর দুঃখের মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া নবজীবনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে লাগিল এবং তন্মধ্যে ভক্তি ও দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয় হইল। নানকের পিতা কালুর কঠোর পাষাণসম অত্যন্ত সংসারাসক্ত মনও ক্রমে বিগলিত হইতে আরম্ভ হইল।

গুরু নানক পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিপাশা নদীর কূলে আসিয়া স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। নিকটস্থ পল্লীর নর-নারীরা প্রায় অনেকেই মহিতা কালুর পুত্র নানককে জানিতেন। তাহারা তাঁহার সংসারত্যাগ ও অপূর্ব্ব জীবনের কথা শুনিয়াছিলেন। নগরবাসীরা এই সময় দলে দলে সেই নবীন তপস্বীকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা দুগ্ধ, কেহ বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য লইয়া উপনীত হইল। নানক সকলের সঙ্গে প্রেম সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে ক্রোড়ীয়া নামে এক জন অত্যন্ত ধনী সন্তান তাঁহার ভাবে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাঁহার চরণে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বিনীতভাবে নানককে এই বলিয়া বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, "আমার যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে, আপনি আর অন্যত্র যাইবেন না। এই খানেই পিতা মাতা স্ত্রী-পুত্র সকলকে আনয়ন করিয়া অবস্থিতি করুন। আমি আপনার নামে এই স্থানে একটি নগর নির্ম্মাণ করিব।" নানক উত্তর করিলেন, "ভাই ক্রোড়ীয়া নয় খণ্ড পৃথিবী সমস্তই আমার। আমি একটী

সামান্য স্থান লইয়া কি করিব?" ক্রমে তিনি ক্রোড়ীয়ার ভাব ও বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার পুত্র পরিবারকে তথায় রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বলিলেন, তিনি নিজে যে কার্য্যে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা কখনই অসম্পন্ন রাখিতে পারিবেন না। নানক পিতা মাতা ও পরিবারবর্গকে তথায় আনিতে ভাই মর্দ্দানা ও বালাকে প্রেরণ করিলেন। ভাই বালা ও মর্দ্দানা মহিতা কালুর গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারের মধ্যে আনন্দধ্বনি উঠিল। তাঁহারা দূতদিগের প্রমুখাৎ নানকের অভিপ্রায় শুনিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিলেন। বিধাতার গভীর কৌশল ও অপূর্ব্ব প্রেমলীলা কে বুঝিবে? এতদিন মহিতা কালুর অন্তর মোহ ও সংসারাসক্তিতে অত্যন্ত আচ্ছন্ন ছিল, তাঁহারা সেই তালবণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু যেমন তাঁহাদিগের অন্তরে নবজীবনের আবির্ভাব হইল, অমনি বিধানের পূর্ণতার জন্য, বিধাতা তাঁহাদিগের অবস্থিতির নূতনবিধ আয়োজন করিয়া দিলেন। কালু আসিবার সময় রায় বুলারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিলেন। রায়জি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি অতি বিনীতভাবে বলিলেন, আমার তাঁহাকে আর কিছু বক্তব্য নাই, তুমি কেবলমাত্র বলিও যেন তিনি ভবসাগর পারের সময় আমার সহায় হন। অনন্তর কালু সপরিবারে বিশ্বাস ও আশার সহিত নানকের নিকট উপনীত হইলেন। আসিবার সময় নানকের আদেশানুসারে মর্দ্দানাও আপনার পরিবারকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা সকলে গম্যস্থানে আসিলে গুরু নানক পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিলেন। মহিতা কালুর মন হইতে তখনও বিষয়াসক্তি এককালে নির্ম্মূল হয় নাই, তিনি তালবণ্ডীর কৃষিকার্য্যের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। নানক উত্তর করিলেন, "পিতা মহাশয়, আর কেন অসার সংসারের বিষয় উল্লেখ করেন, এখন এরূপ কার্য্য করুন যদ্দ্বারা ভবসাগরে উদ্ধার হওয়া যায়।" তিনি একটি শব্দ * উচ্চারণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বলিলেন, "এই তনুকে ক্ষেত্র, শুভ কর্ম্মকে বীজ ও এই মনকে কৃষক করুন, সত্যনামের জলসেচন করুন এবং স্বয়ং হরিকে হৃদয়ে স্থাপন করুন, নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইবেন।" বাবা

* এহু তন ধরতী বীজ করমা করো ইত্যাদি।—শ্রীরাগ মহল্লা ১।

নানক পিতা কালুকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন, মাতা ত্রিপতার মন তাহাতে বিগলিত হইল. তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বৎস, তোমার কৃপা হইলে আমাদিগের সদগতি হইবে." নানক পিতা মাতাকে আশ্বস্ত করিলে ক্রোড়ীয়া আসিয়া গুরুর চরণে প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার জন্য নগর ও ভবন প্রস্তুত করিয়াছি; এখন তাহার কি নাম হইবে?" শ্রীনানক উত্তর করিলেন, "তাহা অন্য কাহার নামে আখ্যাত হইবে না, "কর্ত্তার" নামে আখ্যাত হউক, তাহার নাম "কর্ত্তারপুর" হইল। এই কর্ত্তারপুর নগর বিপাশা নদীতীরে। ক্রোড়ীয়া নানকের পরিবারের জন্য অনেক ভূমি দান করিলেন। এই স্থানে মহিতা কালু, মাতা ত্রিপতা এবং মাতা চৌনী ও লক্ষ্মীদাস এবং ক্রমে শ্রীচাঁদ ও তাঁহাদের অন্যান্য কুটুম্বগণ আসিয়া বাস করিলেন। ইহা এখন শিখদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। "সাহাজাদা" অর্থাৎ নানকের বংশ এখানে অদ্যাবধি অনেকে অবস্থিতি করেন। ইহাদিগকে শিখেরা অত্যন্ত ভক্তি করে।

কর্ত্তারপুরে উপনীত হইলে পর একদা নানকের পিতা কালুর পিতৃশ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ডাকিয়া কালু শ্রাদ্ধের নানাপ্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা মহাশয়, আপনি কিসের জন্য এত আয়োজন করিতেছেন?" কালু উত্তর করিলেন, "আমার পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত, পিতার সদগতির জন্য শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইবে।" নানক পিতার কথায় উত্তর করিলেন যে, "বৃথা কেন ঐ সমস্ত আড়ম্বর করিতেছেন, উহাতে কি মৃতদের কোন উপকার হয়? আপনার পিতার উদ্ধার হইয়াছে, আপনি আপনার মোহরূপরজ্জু দিয়া কেন তাঁহাকে অনর্থক মায়ার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। আকাশে উড্ডীন ঘুড়ী সকল যেরূপ আকাশে উড়িয়াও রজ্জু দ্বারা বালকদিগের হস্তের সহিত বদ্ধ থাকে, ভ্রান্ত জীবেরা সেইরূপ আপনাদিগের মুক্তাত্মা পরলোকবাসী পিতৃপুরুষদিগকে আপনাদিগের মোহরূপ ডোর দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে।" কথিত আছে, এই সময় কালুর দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, স্বর্গ পরলোক অমরলোক এবং দেবলোক তাঁহার জ্ঞাননেত্রের নিকট এমনি প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন যে, স্বর্গধামে স্বর্গরাজ্যে

পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ বিরাজমান, তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবতাগণ তাঁহার স্তব স্তুতি করিতেছেন, তাঁহার পরলোকগত পিতাও দেবতাদিগের দলভুক্ত হইয়া দেব-দেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। কালু এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং এক বৎসরকাল তদবস্থ রহিলেন।

নানকের জীবনচরিত পুস্তকে অনেক অলৌকিক কার্য্যের কথার উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, একদিন কর্ত্তারপুরে আসিবার সময় রামতীর্থের মেলায় গুরু নানক গমন করিয়াছিলেন। অসংখ্য লোক আসিয়া তথায় স্নানাদি করিতেছিল, চারিদিকে যাত্রিগণ দান ধ্যানাদিতে নিযুক্ত ছিল। একজন ব্রাহ্মণ এক স্থানে বসিয়া শালগ্রামমূর্ত্তি সম্মুখে নিমীলিতনেত্রে তাহার ধ্যান করিতেছিল। নানক তদ্দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি করিতেছেন?" কপট ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "আমি ধ্যানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি।" ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাঁহার সম্মুখ হইতে শালগ্রাম শিলাকে নানক অন্তর্হিত করিলেন। ব্রাহ্মণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহা না দেখিতে পাওয়ায় চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন গুরু নানক ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি যদি সত্যই ধ্যানস্থ হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ জানিতে পাও, তবে অকারণ কেন তোমার ঠাকুরের অন্বেষণ করিতেছ? যোগবলে তাঁহার অনুসন্ধান কর।" ব্রাহ্মণ বাবা নানকের পবিত্র তেজস্বিতা দেখিয়া আপনার দোষ ও কপটতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি কেবল অন্ন বস্ত্রের জন্য লোকের সহিত এরূপ মিথ্যা প্রতারণা করিয়া থাকি।" গুরু নানক ব্রাহ্মণসম্বন্ধে একটি শব্দ * উচ্চারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই, "হে ব্রাহ্মণ, তোমার দেবতা নিজেই মৃত এবং কালের অধীন, তোমাকে কি প্রকারে তাহা মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে?" তুমি কেন এক স্থানে বসিয়া লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছ এবং আপনি পাপে ডুবিতেছ? তোমার ইহার জন্য একদিন দণ্ডভোগ করিতেই হইবে। কেবল ঈশ্বরের নামই একমাত্র সার পদার্থ। এই কলিযুগে নাম ব্যতীত জীবের আর গতি নাই, তুমি তাহা গ্রহণ

* কাল নাহী যোগ নাহী সকতা ইত্যাদি।—রাগ ধনেশ্বরী মহল্লা ১।

করিয়া উদ্ধার হও!” ব্রাহ্মণ নানকের কথা শুনিয়া অনুতাপের সহিত আপন পাপ স্বীকার করিলেন ও কাতরভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। নানক আর একটি শ্লোক * দ্বারা কহিলেন, “উৎসাহ বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত নিত্য কীর্ত্তনের মধ্যে মনকে নিযুক্ত কর। সকল পাপের ধ্বংস হইয়া শ্রীহরির দ্বারে তোমার মুখ উজ্জ্বল হইবে। তাঁহার স্মরণ বিনা যে জীবনধারণ তাহা বৃথা, নানক কহেন হরিকে স্মরণ করাই সার কার্য্য. আর সমস্ত জঞ্জাল, তাহা পরিত্যাগ কর।” ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া গুরু নানকের শিষ্য হইলেন। এই-রূপ প্রবাদ, গুরু নানকের আদেশে সেই অর্থলোভী ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একদা নানক কর্ত্তারপুরে এক স্থানে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন ক্ষুধিত আচার্য্য ব্রাহ্মণ হঠাৎ তথায় সমাগত হইলেন। নানক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাহাকে আপনার অন্নের এক অংশ দিতে চাহিলেন. কিন্তু অতিথি উত্তর করিলেন, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ কাহার রন্ধনান্ন ভোজন করি না; আপন হস্তে রন্ধন করিয়া খাইয়া থাকি। গুরু নানক ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে তণ্ডুলাদির সিধা আনা-ইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া চুল্লি নির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকা খনন করিতে গেলেন, কিন্তু যেখানে ব্রাহ্মণ খনন করেন সেই স্থান হইতেই অস্থি বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত দিন মৃত্তিকা খনন করিয়া ব্রাহ্মণ পরিশ্রান্ত হইলেন, সন্ধ্যার সময় নিতান্ত অবসন্ন ও ক্ষুধিত হইয়া গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরু উত্তর করিলেন, “এখন আমার সে অন্ন সকলি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আপনি “বাগুরু” পরমেশ্বরের নাম করিয়া চুল্লি খনন করিয়া লউন।” নানক এই সময় তাঁহার নিকট একটি শব্দ † উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এইরূপ, “যদি সুবর্ণের রন্ধনগৃহ হয় এবং স্বর্ণময়ী

* কীরতনমৈ চিত লায়ি নীত ওপজৈ মন পরতীত পিয়ার। সগল পাপকা নাস হোই মুখ উজ্জল হরিদুয়ার। বিন সিমরণ জো জীবনা বিরথৈ সাস পরাল। নানক হরকা সিমরণ সারহৈ হোর ছাড় সগল জঞ্জাল।
—শ্লোক মহল্লা ১।

† সুইনেকা চউকা কঞ্চন কুয়ারু ইত্যাদি।—রাগ বসন্ত মহল্লা ১।

কুমারী তাহার মধ্যে বসিয়া রন্ধন করে, রজতময় গণ্ডীর মধ্যে আহার করা যায়, গঙ্গার জল ও দাবানলের অগ্নি দ্বারা রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং দুগ্ধের পরমান্ন ভক্ষ্য পদার্থ হয়, কিন্তু তোমার মন যদি হরিনামরসে আর্দ্র না হয়, হে মনুষ্য, তাহা হইলে কখন তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে না। অষ্টাদশ পুরাণ ও সত্য বেদ যদি তোমার মুখাগ্রে থাকে, তুমি অনেক স্নান ব্রত দান করিয়া থাক, তুমি কাজীই হও আর মুল্লা অথবা সেখই হও, যোগী জঙ্গম অথবা তোমার ভেক যাহাই হউক না কেন, নানক কহেন, সেই সত্যস্বরূপের উপর বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ নির্ভর ব্যতীত কিছুতেই কিছু হয় না।" ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া গুরুজির নিকট প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য হইতে চাহিলেন। নানক এই স্থানে আর একটি শ্লোক * বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, "হে ব্রাহ্মণ, সত্যরূপ সংযম কর, আর হরিনাম জপ কর ও স্নান কর; শেষে সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা পাইবে যাহাতে পাপ নাই। হে ব্রহ্মচারী, এই ভাবে যে ব্যক্তি চৌকা প্রস্তুত করে, সেই পাপের মলিনতা হইতে মুক্ত হয়।" নানকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং তিনি গুরুজির শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

কথিত আছে, এই সময়ে দুনীচাঁদ নামে একজন সাত লক্ষপতি ধনী ছিলেন। তিনি গুরু নানকের উপদেশ † ও সৎসঙ্গ দ্বারা এমনি বৈরাগী ও ভক্ত হইয়া গেলেন যে সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য ভক্তচরণে অর্পণ করিয়া আপনারা সস্ত্রীক দীনদুঃখীর বেশে সাধুসেবায় শরীর মন চিরজীবনের মত বিক্রয় করিলেন। সাধু সন্তদিগের এবং ভক্তমণ্ডলীর চিরদাসত্ব তাঁহাদের দুই জনের জীবনের একমাত্র ব্রত হইল। নানক এই সময়ে সুলতানপুর গমন করিয়া এক রাত্রি অবস্থিতি করিলেন। পরদিন নানকী, জয়রাম ও শ্রীচাঁদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কর্ত্তারপুর উপনীত হইলেন। তথায় কয়েকদিন যাপন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশদেশান্তর যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় গুরু নানকের পত্নী চৌনীদেবী তাঁহার সঙ্গিনী

* সচু সংজম করনী কারা নাবন নাউ ইত্যাদি—শ্লোক মহল্লা ১।

† লক্ষ মণ সুইনা লক্ষ মণ রূপা ইত্যাদি।—শ্লোক মহল্লা ১।

হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। নানক তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এখন এই স্থানেই থাক, তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার অত্যন্ত গৌরব হইবে।"

প্রচারারম্ভ ও মহা আরতি।

গুরু নানক সন্ন্যাসীর বেশে কর্ত্তারপুর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। পথের মধ্যে একস্থানে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার আত্মা নিরাকার ব্রহ্মের সম্মুখীন হইল, তিনি ধর্ম্মরাজের মহিমা ও পুণ্য প্রতাপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ পৃথিবীর পাপপুণ্যের বিচারকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত। সংসারে পাপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। শ্রীগুরু নানকের নিকট যখন পাপীদিগের দুর্দ্দশা প্রকাশ পাইল, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত অন্তরে সংসারের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে পরব্রহ্মজি, মনুষ্যগণ তোমার হস্তনির্ম্মিত জীব, তুমি তাহাদিগের প্রতি কৃপা বিতরণ কর। তাহারা তোমাকে ভুলিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে ভুলিও না। আমাকে তুমি তাহাদের সদ্গতির জন্য প্রেরণ করিয়াছ, আমি তাহাদের জন্য কি করিব?" পরম গুরু পরমেশ্বর নানকের প্রার্থনা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হে আমার প্রেরিত ভক্ত নানক, তুমি সংসারে গিয়া জীব উদ্ধারের জন্য আমার নাম প্রচার কর, বিপথগামী মনুষ্যদিগকে আমার পথে আনয়ন কর, যাহারা তোমার পথে দাঁড়াইবে তাহারা ইহ-পরকালে সুখী হইবে, তাহাদিগের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইবে, তাহাদিগকে আমি আমার গৃহে স্থান দান করিব। আর যে ব্যক্তি তোমার পথ অগ্রাহ্য করিবে, তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইবে।" নানক স্বীয় প্রভুর নিকট এই আদেশ শুনিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং সমাধি হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া সিংহবিক্রমে সংসারে হরিনাম প্রচারে অগ্রসর হইলেন। তিনি সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইলেন তাহাকেই বলিতে লাগিলেন, "হে ভাই, তুমি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। বেদ পুরাণ সকল শাস্ত্রেতেই এই কথা বলে যে, যে ব্যক্তি হরির ভজনা করে, হরি তাহাকে

ইহকাল এবং পরকালে সুখী করিবেন, তাহার সদ্গতি হইবে। অতএব হে আনন্দময়ের লোক সকল, তোমরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ কর. তাঁহাকে কখন ভুলিও না।" তিনি একটী শব্দের * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "শুন ভাই সকল, শ্রীপরমেশ্বরের আজ্ঞা হইয়াছে যে কেহ তাঁহাকে মহীয়ান্ করিবে সেই সুখী এবং মুক্ত হইবে। যেখানে সাধুগণ থাকিবেন সেইখানেই বসিবে, তাঁহাদের সহিত শ্রীপরমেশ্বরজীকে স্মরণ করিবে ও তাঁহার গুণগান করিবে, কেন না তাঁহার দানের সীমা নাই, তিনি তোমাদিগের প্রতিদিনের আহার ও সুখ দিতেছেন " নানক মত্ত হইয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, "হে ভাই, তাঁহার মহিমার সীমা নাই। ভক্তেরাই কেবল তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের কথাই কেবল পরমেশ্বরজি শ্রবণ করেন। যাহারা সাধুদিগের অনুগত এবং তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তাহারাই মুনি ও মুক্ত হইবে।" কথিত আছে, গুরু নানক এমনি অলৌকিক উৎসাহ প্রেম ও বলের সহিত প্রভুর সত্যনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, অনতিবিলম্বে ঘরে ঘরে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং সেই নামের প্রতিধ্বনিতে চারিদিকে অনাহত শব্দ হইতে লাগিল। গুরু নানক এমনি করিয়া নাম, দান, দয়া, ধর্ম্ম ও পরোপকার প্রচার করিতে লাগিলেন যে অল্পকালের মধ্যে লোকদিগের দুঃখ দূর হইল।

গুরু নানক এইরূপে প্রচার আরম্ভ করিলে, নিরাকার পরব্রহ্মজি আদেশ করিলেন, নানক, তুমি একবার আমার খুব নিকটে এস।" তখন তিনি পরম প্রভুর সত্য দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরাকারজি কহিলেন, "হে নানক, তুমি আমার নাম সংসারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ।" নানক উত্তর করিলেন, "হে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরজি, আমি কোন্ কীট যে, আমি তোমার নাম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিব? তুমিই তো সকল কার্য্যের কারণ। তুমি ঘটে ঘটে বর্ত্তমান থাকিয়া যাহাকে যাহা করাইতেছ সে তাহাই করিতেছে।" নানক একটি শব্দ † দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিলেন

* জৈ ঘরি কীরত আখীঐ করতেকা ইত্যাদি—রাগ গৌড়ী মহল্লা ১।

† ছিয় ঘর ছিয় গুরু ছিয় উপদেশ। গুরু এক বেস অনেক। বাবা জৈ ঘরি করতে কীরত হোই। সে ঘরি রাখ বড়াই তোহি। রহাও।

যে, "ছয় প্রকারের আশ্রম, ছয় প্রকারের গুরু ও ছয় প্রকারের উপদেশ আছে, সদ্‌গুরু পরমেশ্বর একই, তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্মপথ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে, হে বাবা, যে ঘরে হরিনাম কীর্ত্তন হয় সেই ঘরের মহিমা মহিমান্বিত হইবে। যদ্রূপ সূর্য্য এক এবং নিমেষ, কাষ্ঠা, ঘড়ি, প্রহর, তিথি, বার, মাস ও ঋতু প্রভৃতি অনেক প্রকারের কাল আছে, তদ্রূপ তুমি এক এবং তোমার প্রদর্শিত ধর্ম্মপথ বহু প্রকার।" গুরু নানক আরও বলিলেন, "হে কাঙ্গালের ঠাকুর, স্বর্গধামে তোমারই প্রতিষ্ঠিত যোগী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, পণ্ডিত, (বৈষ্ণব) ভক্ত, এবং ব্রহ্মচারী ছয় প্রকার আশ্রম আছে। ছয় প্রকারের সাধকই তোমারই উপদেশানুসারে তোমাকে লাভ করিতেছে। হে প্রভুজি, ছয় প্রকার শাস্ত্র এবং ছয় প্রকার উপদেশের গুরু তুমি আপনি, এ সমস্তই তোমার প্রবর্ত্তিত পথ। যত প্রকার বেশ, মত ও সাধকশ্রেণী আছে সকলই তোমারই। তুমি বিনা কেহই শোভা পায় না। যে যে ভাবে তোমাকে ভজনা করে, তাহাকে তুমিই রক্ষা কর। হে প্রভুজি ইহা তোমারই বচন, যেখানে তোমার নাম কীর্ত্তন হয়, এবং তোমার আরাধনা হয়, সেই স্থান তোমার, তুমি স্বয়ং ঐ স্থানে বাস কর। হে প্রভু, এ মহত্ব তোমারই, যে ঘরে তোমার কীর্ত্তন হয়, সে ঘরও প্রভু তোমার।" শ্রীপরব্রহ্মজি গুরু নানকের কথা শুনিয়া বলিলেন, "হে নানক, যেখানে আমার যশ কীর্ত্তিত হইবে, তথায় যেরূপ কঠোর পাপী থাকুক না কেন, যেরূপ দুশ্চরিত্র ও মন্দ লোক থাকুক না কেন, আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব।" নানক এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হে পরম গুরু, তুমি এখন কৃপা করিয়া এই কর, যেন আমি নিজে সকল মুহূর্ত্তে সকল দিনে সকল ঋতুতে, সকল মাসে এবং সকল বৎসরে তোমারই নামের মধ্যে বাস করি, তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ দান কর। আমার যেন অন্য কোন প্রকার চিন্তা মনে স্থান না পায়।" পরব্রহ্ম নিরাকারজি গুরু নানকের প্রার্থনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে গুরু নানকের অন্তরাকাশে আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রকাশিত হইল। তিনি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিলেন যে, সমস্ত স্বর্গের দরবার তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত, স্বয়ং শ্রীপরব্রহ্মজি মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত, চন্দ্র সূর্য্য তারকামণ্ডল পশু

বিসত্র চসিয়া ধরীয়া পহিরা থিতী বারী মাহু হোয়া। সূরজ একো রুত অনেক। নানক করতে কে কেতো বেস্‌।

পক্ষী কীট পতঙ্গ পবন মেঘ বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমস্ত জগৎসংসার তাঁহার মহা আরতি করিতেছে। স্বর্গের দেবতা ও সাধু সন্তানগণ তাঁহার সিংহাসনের চারিদিকে দণ্ডায়মান, গুরু নানকও দণ্ডায়মান হইয়া দেবতাদিগের সহিত এই মহা আরতি করিতে লাগিলেন। তিনি একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এইরূপ, "হে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরজি, গগনরূপ থালে রবি চন্দ্র প্রদীপস্বরূপ হইয়াছে ও তারকামণ্ডল মুক্তাসদৃশ শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ মলয়ানীল ধূপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন চামর ব্যজন করিতেছে, সকল বনরাজি উজ্জ্বল পুষ্প প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ্ডন, এইরূপে তোমার কেমন আরতি হইতেছে। অনাহত শব্দ সকল ভেরী বাজাইতেছে। তোমার সহস্র নয়ন অথচ তোমার একটিও নয়ন নাই। সহস্র মূর্ত্তি অথচ একটী মূর্ত্তিও নাই। সহস্র বিমল পদ অথচ একটিও পদ নাই, গন্ধ নাই অথচ সহস্র তব গন্ধ, এইরূপ তোমার মনোহর চরিত্র। সকলের মধ্যে যে জ্যোতিঃ তাহাই তাঁহার জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয়। গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। যে সাধক যখন তাঁহাকে ভক্তি করে তখনই তাঁহার আরতি হয়। আমার মন হরির চরণকমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়াছে, দিবানিশি আমি তাঁহারই জন্য তৃষিত। নানকচাতককে কৃপাবারি প্রদান কর, যদ্দ্বারা তোমার নামের মধ্যে আমার চিরবাস হয়।"

পরমেশ্বর গুরু নানকের আরতি ও স্তব স্তুতি শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "হে নানক, আমার কৃপা তোমার উপর অজস্র। আমি তোমার 'অঙ্গসঙ্গী' হইয়া সর্ব্বদা থাকিব। তুমি আমার দাস ও ভক্ত হইয়া আমার

---

* গগনমৈ থালু রবচন্দ দীপক বনে তারকামণ্ডলা জনক মোতী। ধূপ মলিয়ানলো পবন চবরো করৈ সগল বনরাই ফুলন্ত জোতী। কৈসী আরতী হোই ভবখণ্ডনা তেরী আরতী অনহতা সবদ বাজন্ত ভেরী। রহাও। সহস তব নৈন নন নৈন হহি তোহিকউ সহস মূরতি ননা এক তোহী। সহস পদ বিমল নন এক পদ গন্ধ বিনু সহস তব গন্ধ ইব চলতমোহী। সভমহি জোত জোত হৈ সোই। তিসদে চানন সভি মহি চানন হোই। গুর সাখী জোত পরগট হোই। জোতিস ভবৈ সো আরতী হোই। হরিচরণ কমল মকরন্দ লোভিত মনো অনদিনো মোহিয়াহী পিয়াসা। কিরপা জলদেহু নানক সারঙ্গ কউ হোই জাতে তেরৈ নাই বাসা। রাগ ধনাসরী মহল্লা ১।

স্তুতিবাদ করিতেছ, এই জন্য আরও প্রসন্নতা সহকারে তোমার বিশেষ সহায় হইব। তুমি আমার অংশী অথবা সমান হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহিতেছ না, একারণে আমি তোমার প্রার্থনা ও স্তব স্তুতি গ্রাহ্য করিয়াছি। সমস্ত সংসারের লোক তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে, যে কেহ তোমায় মহিমান্বিত করিবে আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব।" গুরু নানক, পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও এই সময় হইতে তিনি প্রচারব্রতে ব্রতী হইলেন এবং জগতের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে হরিনামে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে অপূর্ব্ব আশা ও উৎসাহের সহিত চারিদিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সম্পূর্ণ।